Contents

৩
সিরিজ

যে গল্পে প্রেরণা যোগায়

ইসলামের ঐতিহাসিক বিস্ময়কর ঘটনাবলীর সংকলন

জীবন্ত শহীদ

Peace Publication

পিস পাবলিকেশন-ঢাকা

Peace Publication-Dhaka

৩
সিরিজ

যে গল্পে প্রেরণা যোগায়

[ইসলামের ঐতিহাসিক বিস্ময়কর ঘটনাবলীর সংকলন]

জীবন্ত শহীদ

মূল

আব্দুল মালেক মুজাহিদ

অনুবাদক

আব্দুল্লাহিল হাদী মুহাঃ ইউসুফ

লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

সংকলনে

মোঃ রফিকুল ইসলাম

সম্পাদক কারেন্ট নিউজ

Peace Publication

পিস পাবলিকেশন-ঢাকা

৩৮/৩, কম্পিউটার মার্কেট

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

www.waytojannah.com

সিরিজ ৩ : যে গল্পে প্রেরণা যোগায়

আব্দুল মালেক মুজাহিদ

প্রকাশক

মোঃ রফিকুল ইসলাম

সম্পাদক : কারেন্ট নিউজ

প্রকাশনায়

পিস পাবলিকেশন

৪/৫ প্যারিদাস রোড, ঢাকা

ফোন ০১৭১৫৭৬৮২০৯

পরিবেশনায়

আধুনিক প্রকাশনী

২৫ শিরিশদাস লেন

বাংলাবাজার, ঢাকা – ১১০০।

মার্চ ২০০৯

কম্পিউটার কম্পোজ

মাহফুজ কম্পিউটার

ISBN : 984-70256-21

www.waytojannah.com

উৎসর্গ

পরম শ্রদ্ধেয় মাকে–
যিনি ছেলেকে মাদরাসায় পাঠিয়ে ফিরার অপেক্ষায়
চেয়ে থাকতেন।

www.waytojannah.com

প্রকাশকের কথা

আইটির যুগে চিত্তবিনোদনের অনেক কিছু থাকার পরও মূলত নীতি-নৈতিকতা, সত্য, ন্যায়, উদারতা, সাহসিকতাসহ সর্বপ্রকার সদগুণাবলি অর্জনের মাধ্যম খুব বেশি বলে মনে হয় না। সে ক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক নির্ভরযোগ্য ঘটনা সম্বলিত বর্তমান বইটি সর্বস্তরের মানুষ বিশেষ করে যারা উন্নত চরিত্র গঠনের উদ্যমী, তাদের মনের খোরাক যোগাতে সক্ষম হবে বলে আমি দৃঢ় আশাবাদী।

আব্দুল মালেক মুজাহিদ রচিত সোনালী পাতা ও সোনালী কিরণের অনুবাদের ক্ষেত্রে সময়ের অন্যতম অনুবাদকদ্বয় যথাক্রমে জনাব আব্দুল্লাহিল হাদী মুহাঃ ইউসুফ ও জনাব মুহাম্মাদ আব্দুর রব আফফান, মদিনা বিশ্ববিদ্যালয় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করলে কার্পণ্য হবে। অনুবাদকের ক্ষেত্রে তাদের দক্ষতা, অভিজ্ঞতা অত্যন্ত প্রশংসাযোগ্য। পাঠক বইটির পাতায় পাতায় তার ছাপ পাবেন।

বইটিতে পবিত্র কুরআন মাজীদ, সুন্নাতে নববী, সাহাবী ও তাবিয়ীসহ মহান ব্যক্তিদের সাথে সংশ্লিষ্ট বাস্তব ঘটনাবলি স্থান পেয়েছে। যথারীতি উক্ত বিষয়ের রেফারেন্সও দেয়া রয়েছে। কোন কোন প্রসঙ্গে মূল বক্তব্য 'আরবি' অনুবাদসহ প্রদান করা হয়েছে। ফলে তা অনুসন্ধিৎসু পাঠকের মানসিক দৃঢ়তা সৃষ্টিতে সহায়ক হবে।

পাঠক মহলের যে কোন বাস্তব পরামর্শ পরবর্তী সংস্করণে বিশেষ গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হবে ইনশাআল্লাহ। পরিশেষে একটি দাবি রেখে শেষ করছি, বইগুলো যদি পাঠ করতে খারাপ লাগে আমাদেরকে বলুন, আর যদি ভালো লাগে অনন্ত একজন পাঠককে বলুন। পাঠক-পাঠিকা বইগুলো থেকে সামান্যতম উপকৃত হলে আমরা আমাদের শ্রম সার্থক মনে করব। মহান আল্লাহ আমাদের চেষ্টা কবুল করুন। আমীন!!

তারিখ ঃ ০১-০৩-২০০৯

ব্যবস্থাপনা পরিচালক
মোঃ রফিকুল ইসলাম

সূচিপত্র

সিরিজ ৩, যে গল্পে মন গলে

৭৭।	আশ্চর্যজনক ফায়সালা	৯
৭৮।	কিসরার স্বর্ণ নির্মিত বলয়	১০
৭৯।	মুসলমান জ্বিন	২২
৮০।	একটি বৃক্ষের জন্য	২৪
৮১।	মৃত্যুর দৃশ্য	২৯
৮২।	অঙ্গীকার পালন	৩১
৮৩।	পিতা-মাতার মর্যাদা	৩২
৮৪।	তাকওয়ার সুফল	৩৩
৮৫।	ফেরেশতা মুসাফাহা করবে	৩৮
৮৬।	রাখালের আল্লাহর ভীতি	৪০
৮৭।	সুফিয়ান সাওরী (র)-এর চিঠি	৪২
৮৮।	নেতৃত্বের অধিকারী	৫১
৮৯।	হাজ্জাজ ও বেদুঈনের কথোপকথন	৫২
৯০।	মূসা (আ)-এর কানা ঘুষা	৫৩
৯১।	পাঁচটি বিষয়ের জ্ঞান	৫৬
৯২।	কল্যাণকর সমাপ্তি	৫৭
৯৩।	নিয়তের ফল	৫৮
৯৪।	জাহান্নামী হয়ে গেল	৬০
৯৫।	এক দুর্ভাগা	৬০
৯৬।	ঈমান বিক্রি	৬২
৯৭।	আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর আল্লাহ ভীতি	৬৩
৯৮।	সুপারিশ	৬৫
৯৯।	ওয়াসেক বিল্লাহর বুদ্ধিমত্তা	৬৭
১০০।	দূরদর্শিতা	৬৭
১০১।	রাগে ধৈর্যধারণ	৬৯

১০২। জীবন্ত শহীদ ৭১
১০৩। শহরের চাবি ৭৪
১০৪। উত্তম গুণাবলীসমূহ ৭৮
১০৫। রাসূল ﷺ-এর হিকমতপূর্ণ নির্দেশনা ৮০
১০৬। ইমাম আবু হানিফা (রা)-এর প্রজ্ঞা ৮১
১০৭। স্বল্পে তুষ্ট ৮৪
১০৮। বিদআতের গহ্বর ৮৬
১০৯। সরদার এমনই হয় ৮৭
১১০। বুদ্ধিমান বাচ্চা ৮৮
১১১। শাসক ও প্রজা ৮৯
১১২। কে কি? ৯০
১১৩। দুআ কবুল ৯১
১১৪। বুদ্ধিমত্তা ৯২
১১৫। মো'মেনের কাজ ৯৪
১১৬। মুহাব্বাতের হকদার কে? ৯৪
১১৭। চোরেরা বিষকে মিষ্টি মনে করল ৯৬
১১৮। তাহলে আমি তোমাদের পূজা করতাম ৯৬
১১৯। অত্যন্ত সুন্দর উত্তর ১০০
১২০। ভুল ১০১
১২১। এটি উপহার নয় ১০১
১২২। ওযর পেশের সতর্কতা ১০২
১২৩। শুধু এক ঢোক পানি ১০৩
১২৪। আল্লাহর দুশমন লাঞ্ছনার অতল গভীরে ১০৬
১২৫। আরব্য উদারতা ১০৯
১২৬। কালেমা তাইয়্যেবার জন্য জান্নাতের সার্টিফিকেট ১১০

৭৭

ফায়সালা

যুদ্ধের ইতিহাসের এক অসাধারণ ও অনন্য ঘটনা হল এই যে, ঘটনাটি প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ত্বাবারী এবং বালাজুরী বর্ণনা করেছেন।

প্রসিদ্ধ মুসলিম সেনাপতি কুতাইবা বিন মুসলিম বাহেলী সামারকন্দ বিজয় করেন। কিছু কিছু লোক অপবাদ দিল যে, এ বিজয় ছিল অবৈধ এবং ইসলাম বিরোধী পদ্ধতিতে।

কিছুদিন পর যখন উমর বিন আব্দুল আযীয (র)-এর সোনালী যুগ আসল তখন সমরকন্দবাসীরা মুসলিম বাহিনীর বিরুদ্ধে এক আশ্চর্য মামলা পেশ করল। মামলার বিষয় ছিল যে, বাস্তব সত্য এবং সাক্ষীদের সাক্ষ্যের আলোকে সঠিক ফায়সালা পেশ করতে হবে যে, সমরকন্দবাসীর অভিযোগ কতটা সত্য।

কাজী সমরকন্দের মসজিদে আদালত বসালেন। বাদী-বিবাদীরা আসল। তারা সবাই সেনানায়ক ছিলেন। আদালতে সবাই হাজির হল উভয় পক্ষের সাক্ষ্য শোনা হল, উন্মুক্ত যাচাই হল। প্রমাণাদি ও সাক্ষ্য গ্রহণের পর কাজী এমন এক ফায়সালা দিলেন যে, যা নিয়ে সমস্ত ইসলামী আদালত গৌরব করতে পারে। শহর (সমরকন্দ) থেকে দখল উঠিয়ে নেয়া হল। এ বিজয় ছিল অবৈধ। সমরকন্দবাসীর দাবিই সত্য। নিঃসন্দেহের বিজয় ছিল অবৈধ। ইসলাম যুদ্ধের ময়দানে দুশমন বাহিনীকে যে অধিকার দিয়েছে এ দখল তার বিরোধী।

www.waytojannah.com

মুসলিম বাহিনীকে নির্দেশ দেয়া যাচ্ছে যে, তারা যেন নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে শহর ছেড়ে দেয়। নির্দিষ্ট তারিখের পর এ শহরে মুসলমানদের কোন দখল থাকতে পারবে না। শহর দখল মুক্ত হওয়ার পর দুশমনদেরকে দ্বিতীয়বার আল্টিমেটাম দেয়া হবে। এরপর দ্বিতীয়বার যুদ্ধ হবে। তখনই যদি মুসলমানরা তা দখলে নিতে পারে তবে তা সঠিক বলে গণ্য হবে।

কাজীর ফায়সালাকে উভয় দল সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নিল। নির্দিষ্ট সময়ের পর মুসলমানরা শহরে দখল ছেড়ে দিতে লাগল। সমরকন্দবাসীরা দ্বিতীয়বার মাথা চাড়া দিয়ে উঠল তারা তাদের শক্তিও দেখাল। তাদের যুলুমভিত্তিক শাসন সর্বসাধারণের সামনে ছিল, সাথে সাথে মুসলমানদের ন্যায়পরায়ণতাও তারা পরিলক্ষিত করেছে। উভয় প্রশাসনের মধ্যে যথেষ্ট যাচাই-বাচাই হল যে, নিজেদের এ প্রশাসন উত্তম না মুসলমানদের ন্যায়পরায়ণতাপূর্ণ প্রশাসন উত্তম।

সমরকন্দবাসী সিদ্ধান্ত নিল যে, মুসলমানদের সোনালী শাসন নিজেদের যুলুম ও নির্যাতন পূর্ণ শাসনের চেয়ে বহুগুণে ভাল। কাজীর নিকট দরখাস্ত করা হল যে, আমরা আমাদের মোকদ্দমা উঠিয়ে নিলাম। আমাদের জন্য ইসলামী প্রশাসকের পরিচালনায় জীবন-যাপন করা অনেক ভাল।

৭৮

বলয়

ইতিহাসের পাঠকগণ এমন এক স্থানের কথা অবশ্যই পাঠ করেছেন যা চতুর্দিক থেকে পাহাড় দ্বারা আবরিত, সংকীর্ণ একটি উপত্যকা, যেখানে না কোন বৃক্ষ তরুলতা আছে, না কোন বাগান। এ স্থানে কোন ঝর্ণা ও পানির ব্যবস্থা নেই। এখানকার আবহাওয়া প্রচণ্ড গরম। এখানকার অধিবাসীরাও অশ্চর্যজনক অভ্যাসে অভ্যস্ত। ছোট খাটো বিষয় নিয়ে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ এমনকি যুদ্ধ-বিগ্রহও শুরু হয়ে যেত। আর

বংশানুক্রমে এর জের চলতে থাকত যুগ যুগ ধরে। এখানে অজ্ঞতার সয়লাব রয়েছে। কোন কেন্দ্রীয় সরকার নেই। কেউ কারো নেতৃত্ব মানতে প্রস্তুত নয়। তাদের কোন ধর্ম ও মতাদর্শও নেই। বাপ-দাদার আদর্শই তাদের একমাত্র আদর্শ। জ্ঞানের এতই কমতি ছিল যে, নিজের হাতে মূর্তি তৈরি করে তার পূজা করত। তাদের যদি কোন গৌরব থেকে থাকে তাহলে ছিল তাদের মাতৃভাষা আর আরবি কবিতার। জ্যোতিষী ও যাদুকরের কথা তাদের ওপর খুবই প্রভাব ফেলত। তারা এদেরকে খুবই গুরুত্ব দিত এবং তাদের কথাকে যথেষ্ট মূল্যায়ন করত। আর সে স্থানটি হল মক্কা যার অধিবাসীরা আরব। ঐ স্থানের ১৯ বছরের এক যুবক গলির ভিতর দিয়ে পথ অতিক্রম করে কা'বার পার্শ্বে হুবল নামক এক মূর্তির সামনে মোনাজাত করেছে এবং নিজের মনোবাসনা পেশ করেছে। এ যুবক দেখতে ছোট হলেও সুঠাম দেহের অধিকারী, শরীরে প্রচুর পশম, চাল-চলন ও বেশ-ভূষায় বাঘের বাচ্চার মত মনে হয়, নাম তার সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস।

সে সময়ে মক্কা মুকাররামায় এক ব্যক্তি ছিল যে যৌবনকাল শেষে বার্ধক্যের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। এ যুবক তার সাথে ভাল সম্পর্ক রাখত, তাকে সম্মান করত তার সব কথা পালন করত। একদিন এ ব্যক্তি ঐ যুবককে রাস্তায় থামিয়ে নিজের প্রতি ইশারা করে তাকে ডাকল। কানে কানে তাকে কিছু কথা বলে উভয়ে সাফা পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত এক ঘরের দিকে যেতে লাগল, ওখানে গিয়ে এ যুবক এক নতুন দ্বীন গ্রহণ করল, সে সহ তখন ঐ দ্বীন গ্রহণকারীর সংখ্যা দাঁড়াল সাতে।

এই সাত জনের মধ্যে একজন ছোট্ট বাচ্চাও ছিল। আর ঐ সৌভাগ্যবান হল এমন যে, আজও আল্লাহর সাথে কুফরী করে নাই। তার নাম আলী বিন আবী তালিব (রা)। তিনি ছিলেন রাসূল ﷺ-এর চাচাত ভাই।

এ সাত ব্যক্তির ওপর পৃথিবীর সর্বত্র ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানোর দায়িত্ব অর্পিত হল। আর তারাও এ ব্যাপারে আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে এবং তাদের ওপর চেষ্টার ফলে কিছু দিনের মধ্যেই এ সংখ্যা চল্লিশে উন্নীত হয়েছে। হঠাৎ করে তাদের মধ্যে এমন ব্যক্তির অন্তর্ভুক্তি হল, যে ছিল অত্যন্ত শক্তিধর, বাহাদুর, এক সময়ে যার শক্তির যথেষ্ট স্বীকৃতি ছিল, শুধু মুখের ভাষাই নয় বরং কাজেও।

ঐ ব্যক্তির অন্তর্ভুক্তির পর এ চল্লিশ জন তাদের শক্তির বহিঃপ্রকাশ করতে চাইল, যা ছিল ইসলামের ইতিহাসের সর্বপ্রথম শক্তি প্রদর্শন। আর এর ধারাবাহিকতা শুধু সাফা পাহাড় থেকে কা'বা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল না বরং তা বিস্তার লাভ করেছে শহরসমূহ, উপত্যকা, মরুভূমি, জঙ্গল, বাহরে জুলমাতসহ সমস্ত পৃথিবীতে।

এরপর ইতিহাসের পাঠকদের সামনে একদিন ঐ যুবক কুফর ও ইসলামের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়কারী বিরাট যুদ্ধের ইতিহাস তৈরির জন্য বাছাইকৃত হতে দেখেছে।

মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর অনুসারীদেরকে সুসংবাদ দিলেন যে, একদিন কিসরা কায়সার তাদের পদানত হবে। তাদের শক্তি ও সম্পদ ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে, কুরাইশরা একথা শুনে তা এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে বের করে দিল। কেউ কেউ উপহাস করল, কেউ কেউ বললঃ পাগলের প্রলাপ শুনেছ! কিন্তু মুহাম্মদ ﷺ-এর নিকট একথা আগামী দিনের সূর্যোদয়ের ন্যায় সত্য ছিল।

আল্লাহর শক্তির ও অঙ্গীকারের ব্যাপারে তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। তার বিশ্বাস ছিল এ দাওয়াতের শক্তির ব্যাপারে যে পথে সে ডাকছে। যদিও মানুষের নিকট কিসরা ও কায়সার বিজয় করা অসম্ভব বলে মনে হত, তাদেরকে

চ্যালেঞ্জ করা তাদের ওপর বিজয়ী হওয়ার স্বপ্ন দেখা পাগলের প্রলাপের চেয়ে বড় কিছু মনে হত না।

অথচ একদিন মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বন্ধু আবু বকর সিদ্দিক (রা)-এর সাথে চুপে চুপে রাতের অন্ধকারে এক গুহায় গিয়ে পৌঁছেন। সেখানে আশ্রয় নিলেন, এখান থেকে বের হয়ে খেজুর বৃক্ষসমৃদ্ধ এক ভূমি অভিমুখে রওয়ানা হলেন। সেখানে একদল অঙ্গীকার পূরণকারী লোক তাঁদের অপেক্ষায় ছিল।

এদিকে ১০০ উট পাওয়ার লোভে সুরাকা বিন মালেক তাঁর পিছু ধরল। সে তাঁদেরকে গ্রেফতার করতে চাইল। নাউজুবিল্লাহ! সে তাঁদের রক্ত পিপাসু ছিল, ঠিক এ মুহূর্তে তার কানে এক বিকট শব্দ ভেসে আসল।

«كَيْفَ بِكَ يَا سُرَاقَةُ، إِذَا لَبِسْتَ سِوَارَ كِسْرَى؟»

হে সুরাকা! কেমন লাগবে তোমার সেদিন যেদিন তুমি কিসরার মাল্য পরিধান করবে?

সুরাকা একথা শুনে আগ্রহী তো হয়েছে বটে; কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাস হচ্ছিল না তার মনে হল যে, এজন্যই মনে হয় কুরাইশরা তাকে পাগল বলে, যেহেতু সে এ ধরনের কথা বলে।

কুফর ও ইসলামের মধ্যবর্তী টানাপোড়েন এতদিনে পূর্ণাঙ্গরূপ নিয়েছে, এ যুবক যার কথা এতক্ষণ বলা হল সে এমন এক সৌভাগ্যবান ও মর্যাদাবান যে, তার পূর্বে কেউ এ সম্মানে ভূষিত হতে পারে নাই।

ইসলামের পক্ষ থেকে প্রথম বর্শা নিক্ষেপকারী ছিলেন সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা) অতঃপর সে আল্লাহর রাসূলের পক্ষ থেকে প্রতিরক্ষার দায়িত্ব পালনের সম্মান পেল, সে বারবার তীর নিক্ষেপ করছিল তার কানে এ সুসংবাদ শুনছিল যে–

«ارْمِ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي»

সা'দ তুমি তীর নিক্ষেপ করতে থাক তোমার প্রতি আমার পিতা-মাতা কোরবান হোক।

ইতিহাসে এ সম্মানটুকু শুধু সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা) লাভ করেছিলেন, অন্য কেউ এ সম্মান লাভ করতে পারে নাই।

সা'দ (রা) কে আল্লাহ এক বিরাট যুদ্ধের সেনাপতিত্ব করার সুযোগ দেন, যে সুযোগকে কাজে লাগিয়ে তিনি ইরাকের দ্বারপ্রান্ত ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করেন এবং ইসলামের আলো ইরানের সীমান্ত থেকে অগ্রসর হয়। ইতিহাসের পাঠকগণ সামনে অগ্রসর হলে দেখতে পাবেন যে, পৃথিবীতে ইসলামের আলো ছড়িয়ে পড়ছে, আরব দ্বীপে ইসলামের আলো ছড়িয়ে পড়েছে। গোত্রগুলোর দীর্ঘ মেয়াদী শত্রুতা ভালোবাসা ও বন্ধুত্বে পরিণত হয়েছে। সমস্ত আরব ইসলামের পতাকা তলে তাদের সমস্ত শক্তিকে একত্রিত করেছে। হেরা গুহা থেকে প্রবাহিত ঝর্ণা সমগ্র আরবকে সিক্ত করেছে। তার বরকতকে মানুষ পুরোপুরিভাবে কাজে লাগিয়েছে। এর ন্যায়পরায়ণতা এবং হেদায়াতের আলো মুহাম্মাদ ﷺ এর সাহাবীগণ ইরাকের সীমান্তে পৌছে দিয়েছে, যাতে সেখানকার অধিবাসীরা এর রহমতের ছায়াতলে আশ্রয় নিতে পারে; কিন্তু তাদের এ পুরনো শত্রু পারস্য বা কিসরা নামে পরিচিত। সে তাদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াল। সর্বশক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে সে তাদেরকে বাধা দিতে লাগল।

এদের উভয়ের মাঝের দ্বন্দ্ব ছিল অত্যন্ত আশ্চর্যজনক, সেখানে ছিলনা সিংহাসনের লোভ, না ছিল কর্তৃত্ব করার প্রলোভন, না ছিল ভূমি দখলের চিন্তা, না ছিল রাষ্ট্রের পরিধি বৃদ্ধির পাগলামী। মূলত তাদের দ্বন্দ্ব ছিল মতাদর্শ নিয়ে। একদল চাচ্ছিল এক আল্লাহর নিকট মাথানত করতে

হবে। আর অন্য দল চাচ্ছিল মিথ্যা প্রভুর পূজা করতে। একটি আদর্শ হল শুধু এক আল্লাহর; যিনি চিরঞ্জীব চিরস্থায়ী যিনি উপকার ও অপকারে সক্ষম, সমস্ত শক্তির কেন্দ্রবিন্দু, যিনি এক, যার কোন শরীক নেই। যিনি সর্বপ্রকার প্রশংসার হকদার, সর্বময় কল্যাণের একচ্ছত্র মালিক, একটি পক্ষ শুধু তারই দিকে আশ্রয়ের জন্য হাত উত্তোলনকারী। অন্য দিকে বাপ-দাদার মিরাসের ওপর গর্বকারী, অগ্নি পূজক, এ উভয় দল কাদেসিয়ার ময়দানে একে অপরের বিরুদ্ধে দাঁড়াল, একদিকে মুহাম্মাদের অনুসারীরা শাহাদাতের পিপাসায় জিহাদের জযবায় সেচ্ছায় এখানে এসেছে, কোন প্রকার জোর জবরদস্তির স্বীকার হয়ে নয়।

তাদের ধন-সম্পদ অল্প কিন্তু ঈমানী জযবা পরিপূর্ণ। তারা এমন মুজাহিদ যাদের দিন কাটে ঘোড়ার পিঠে আর কাটে স্বীয় প্রভুর দরবারে সিজদার মাধ্যমে। এ দলের পুরুষদের সাথে কিছু মহিলারাও এসেছে। তারা তাদের পিতা বা স্বামীর সাথে এসেছে আহতদের সেবা শুশ্রূষা করার জন্যে। বীর যোদ্ধাদের সাহস যোগাতে, তারা অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত মহিলা। এ দলের অবস্থা খুবই আশ্চর্যজনক, তারা প্রত্যেক যুগেই স্বীয় প্রভুর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে, ইসলামের বিজয়ের লক্ষ্যে কুফরকে পরাজিত করতে ক্ষুধা ও পিপাসা নিয়েই যুদ্ধ করত। ক্লান্ত হলেও যুদ্ধ করত, অসুস্থ হোক, মরুভূমিতে হোক, মাঠে হোক, জঙ্গলে হোক, গরম হোক, বরফ আবরিত উপত্যকা, প্রচণ্ড ঠাণ্ডা হোক, এশিয়ায় হোক, আর ইউরোপে, আফ্রিকায় হোক আর আমেরিকায়, গভীর জঙ্গল বা সমুদ্রের উত্তাল ঢেউ, সর্বাবস্থাতেই আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে কালেমাকে বুলন্দ করতে তারা অগ্রসর হত। যুবক হোক আর বৃদ্ধ, সকলের একই আশা– শাহাদাত।

এভাবে এ সমস্ত শহীদগণ পৃথিবীর সর্বত্র নিজেদের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়েছে এমনকি অর্ধ পৃথিবী পর্যন্ত তারা মুহাম্মাদে আরাবীর ঝাণ্ডা উড্ডীন করেছে। তাদের বিপক্ষে ছিল অন্য দল, যাদের সংখ্যা ছিল চার গুণ

বেশি। এক লক্ষ বিশ হাজার, তারা ছিল সুসজ্জিত, প্রত্যেক সিপাহীর জন্য ছিল খাওয়ার ব্যবস্থা। পোশাক এবং অস্ত্র, পার্থিব ধন-সম্পদ পরিপূর্ণ, পার্থিব ধন-ভাণ্ডার তাদের সাথেই ছিল। লোকদেরকে তাদের বশ্যতা স্বীকারে আনতে অর্থ ছড়ানো হত। সব কিছুই ছিল তাদের হারেত নাগালে, সর্বপ্রকার সহযোগিতা তাদের জন্য প্রস্তুত ছিল। সব ধরনের নেয়ামত ও তাদের সামনে ছিল। তবে শুধু একটি জিনিসই ছিল না। স্বীয় রবের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক ছিল না, রবেরও তাদের সাথে কোন সম্পর্ক ছিল না।

পারস্যবাসীদের পক্ষ থেকে সা'দ (রা)-এর নিকট আবেদন করা হল দূত পাঠানোর জন্যে। যাতে করে তাদের সাথে কথা বলে, আমাদেরকে বল যে তোমরা এখানে কি জন্য এসেছ? তোমাদের উদ্দেশ্যে কি? একজনকে বাছাই করা হল আর তিনি হলেন মুগীরা বিন শো'বা (রা)।

পারস্যরা চেহারার পর্দা সরিয়ে মুগীরাকে অভ্যর্থনা জানানোর উদ্দেশ্যে তাঁবুসমূহ সাজাতে লাগল। মূল্যবান চাদর ও পর্দা দিয়ে সাজাতে লাগল, কার্পেট, সুসজ্জিত খাদেম প্রস্তুত করা হল। এদিকে মুগীরা বিন শোবা (রা) স্বীয় সাধারণ পোশাকে কোষহীন তরবারী যা কাপড় দিয়ে মোড়ানো ছিল তা নিয়ে আসলেন।

দরজায় দাঁড়ানো দারোয়ান নতুন পোশাক দিতে চাইল এবং তরবারী নিজের কাছে রাখতে চাইল, তিনি বললেনঃ যে বেশে আমি এসেছি এ বেশেই আমি তোমাদের বাদশার সাথে সাক্ষাত করব। আমি আমার পোশাক পরিবর্তন করব না, না তরবারী, তোমাদের নিকট জমা রাখব। যদি সাক্ষাত করতে হয় তাহলে এভাবেই করব। এ ছিল সম্পূর্ণ দুনিয়া বিমুখ মুজাহিদ।

রুস্তম বলল ঃ সে যেভাবে আসতে চায় তাকে সেভাবে আসতে দাও। সে তার তরবারীর ফলা কার্পেটে বিদ্ধ করতে করতে অত্যন্ত নির্ভয়ে অগ্রসর

হচ্ছিলেন। রুস্তমের সিংহাসনে গিয়ে এলোমেলো হয়ে বসে গেলে সভাসদরা পরস্পরে কানা-কানি শুরু করল যে, কত অভদ্র, তার ভদ্রতা জানা নেই। জাহেল আরবরা এমনই। তাদের কোন আদব-কায়দা নেই। সোরগোল শুরু হল। মুগীরা বিন শো'বা (রা) রুস্তমের দিকে তাকিয়ে সভাসদদেরকে সম্বোধন করে বলল ঃ হে অনারবরা! আমরা তোমাদের ব্যাপারে খুব সন্দেহের মধ্যে ছিলাম। আমাদের ধারণা ছিল যে, তোমরা অত্যন্ত বুদ্ধিমান, হুঁশিয়ার, চিন্তাশীল ব্যক্তি কিন্তু আজ তোমাদের নিকট এসে দেখলাম যে তোমাদের বুদ্ধি বলতে কিছু নেই। তোমরা নেতাদের গোলামী পছন্দ কর। অথচ আমাদের নিকট রাজা-প্রজার মাঝে কোন তফাৎ নেই, বরং আমাদের রাজাতো অত্যন্ত ব্যস্ত এবং সার্বক্ষণিকভাবে কাজ করে চলেন। আমাদের নিকট প্রশাসক হওয়া একটা অতিরিক্ত বোঝা এবং দায়িত্বপূর্ণ কাজ সেখানে আরাম-আয়েশ, ভাগ্যবান হওয়ার কোন সুযোগ নেই।

এ ধরনের নির্ভিকতা রুস্তমের জন্য আশ্চর্যজনক ছিল। এ পর্যন্ত যে সমস্ত আরবদের সাথে সে সাক্ষাত করেছে তারা তার লেবার হিসেবে কাজ করত।

আরবদের বাদশা নোমান তার নিকট এসেছিল। সে তার নিকট খাদ্যসামগ্রী চেয়েছিল। সে এসে ছিল রুস্তমের নিকট সোনা চান্দি চাইতে। তার ধারণা ছিল যে, এ আরবরা ক্ষুধার্ত, দুর্বল, এদেরকে সামান্য সম্পদের কিছু লোভ দেখিয়েই খরিদ করা যাবে।

রুস্তম মুগীরা (রা) কে লক্ষ্য করে বলল ঃ তোমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে আমরা যথেষ্ট অবগত আছি যে, তোমাদের দেশ পৃথিবীর সবচেয়ে গরীব দেশ। তোমরা অসহায় সম্বলহীন ক্ষুধার্ত মানুষ। তোমাদের পোশাক, সাজ-সজ্জা ও বেশভূষাই এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কিন্তু

আমি তোমাদের প্রতি দয়া পরবশ হয়ে তোমাদের প্রত্যেক যুবককে শস্য, আটা, খেজুর যথেষ্ট পরিমাণে দেয়ার জন্য ঘোষণা করছি। প্রত্যেক উট যতটুকু বহন করতে পারে ততটুকু করে দেয়া হবে। আর তোমরা আমাদের মোকাবেলা করার যে দুঃসাহস দেখিয়েছ তা ক্ষমা করে দিলাম।

মুগীরা (রা) উত্তরে বললেনঃ হে বাদশা! তুমি আমাদের অভাব ও অবস্থা সম্পর্কে যা উল্লেখ করেছ তা পরিপূর্ণ ঠিক ও বাস্তব। আমরা অভাবী জাতি ছিলাম, নিঃসন্দেহে আমরা ভিক্ষুক, ক্ষুধার্ত ছিলাম, ফলে যা মিলত তাই আমরা খেতাম, আমরা মূর্খতা ও পথভ্রষ্টতার মধ্যে ছিলাম, নিজেদের গণ্যমান্যদেরকে হত্যা করতাম, তাদের সম্পদ লুট করতাম কিন্তু এখন আল্লাহ তায়ালা আমাদের ওপর অনুগ্রহ করেছেন এবং রসূল ﷺ-এর মত ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে অনুগ্রহ করেছেন। তিনি আমাদেরকে সঠিক পথ-প্রদর্শন করেছেন এবং কল্যাণের পথে আমাদেরকে আহ্বান করেছেন। ফলে আমাদের অন্তরে হিংসার পরিবর্তে ভালবাসা স্থান দখল করেছে।

রুস্তম অবজ্ঞার দৃষ্টিতে মুগীরা (রা)-এর দিকে তাকিয়ে তরবারীর দিকে ইশারা করে বলল ঃ এর ওপর ভরসা করছ? যার খাপ পর্যন্ত নেই। সভাসদদের প্রতি ইশারা করে বলল ঃ তারজন্য মূল্যবান পাথর খচিত একটি তরবারী নিয়ে এসো এবং তাকে বলল ঃ এর পরিবর্তে এটি নাও। মুগীরা (রা) তার তরবারীকে ঘুরাল যা বিজলীর মত চমকাল তা দিয়ে ইরানী তরবারীর ওপর সজোরে আঘাত করল। ফলে মূল্যবান পাথর খচিত তরবারী দুই টুকরা হলে গেল। অতঃপর রুস্তমকে সম্বোধন করে বললঃ তোমাদের সামনে এখন তিনটি রাস্তা, ১. ইসলাম কবুল করবে, ২. স্বইচ্ছায় কর প্রদান করবে, ৩. অথবা আমাদের ও তোমাদের মাঝে ফয়সালা হবে যুদ্ধের মাধ্যমে।

www.waytojannah.com

রুস্তম কর প্রদান করার কথা শুনে নাক ফুলিয়ে স্বীয় সভাসদদের দিকে তাকাল অতঃপর অহংকারের দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে বললঃ তুমি বেয়াদবী করছ যদি তুমি দূত না হতে তাহলে আমি তোমাকে হত্যা করে ফেলতাম; কিন্তু শোন! আগামী দিন আমি তোমাদের সবাইকে নিঃশেষ করে ফেলব।

পরের দিন যুদ্ধ শুরু হল। ইরানীরা তাদের সাথে হাতি নিয়ে এসেছিল, যেমন বর্তমানে ট্যাংক তেমনি ছিল সে যুগে হাতী।

তারা সামনে আগ্রসর হচ্ছিল এবং মুসলমানদেরকে মারাত্মকভাবে আক্রমণ করছিল। তারা চিন্তা করল কি করে এদেরকে ঠেকানো যায়। উমর (রা) স্বীয় সাথীদেরকে নিয়ে সামনে অগ্রসর হলেন। হাতীর শূর তরবারীর মাধ্যমে কাটতে লাগলেন, হাতী চিল্লিয়ে পিছন যেতে লাগল। ইরানীরা হাতীর পদাঘাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল, মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইরানীদের চক্রান্ত বিফল হতে লাগল। আল্লাহর অঙ্গীকার সত্যে পরিণত হল।

«إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ»

যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর তাহলে তিনিও তোমাদেরকে সাহায্য করবেন। (সূরা মুহাম্মাদঃ ৭)

সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা) ঐ দিন পায়ের ব্যথায় আক্রান্ত ছিলেন তাই চলাফেরা করতে অপারগ ছিলেন। একটি উঁচু স্থানে হেলান দিয়ে বসেছিলেন আর যুদ্ধের ময়দানের অবস্থা দেখছিলেন এবং নির্দেশনা লিখে লিখে কমান্ডারদেরকে দিচ্ছিলেন। প্রতিপক্ষও খুব আক্রমণ করছিল। হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি পড়ল এক অশ্বারোহীর ওপর সে কাফেরদের সারিসমূহ ভেদ করে চলেছে, কখনও ডানে কখনও বামে, কখনও সামনে, শত্রুদের

সারিসমূহ ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে। কে এ? দেখে তাকে আবু মেহজানের মত মনে হচ্ছে; কিন্তু সে তো বন্দী, মদ পান করেছিল তাই তার সাজা হিসেবে আবু মেহজানকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল। যুদ্ধের শুরুতে সে ওখানেই ছিল; কিন্তু বন্দী অবস্থায় জানালা দিয়ে ময়দানের দিকে তাকিয়ে সে আর সহ্য করতে পারছিল না, জিহাদের জযবা তাকে বন্দী থাকতে দেয় নি। সামনে কাফের বাহিনী যাদের মোকাবেলায় আল্লাহর কালেমা বুলন্দ করার জন্য মুসলমানরা তাদের সর্বশক্তি কোরবান করেছে। সে অসহায় হয়ে বললঃ আমি তো শৃঙ্খলিত, হায় আফসোস! আমি যদি তাদের সাথে শামিল হতে পারতাম। সে চিন্তা করছিল কিভাবে বের হবে, কে বের করবে? কে আমাকে গ্রহণ করবে? সা'দ (রা) তার স্ত্রীকে ডেকে বললঃ দেখ! আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমাকে মুক্ত করে দাও, আমি জিহাদে অংশগ্রহণ করতে চাই, যদি বেঁচে থাকি তাহলে ফিরে এসে নিজে নিজের হাতে হাতকড়া পরাব, আর যদি শহীদ হয়ে যাই তাহলে আল্লাহ যেন আমাকে ক্ষমা করেন।

সা'দ (রা)-এর স্ত্রীর করুণা হল, একজন মুজাহিদ অথচ শৃঙ্খলিত? সে তার পা থেকে বেড়ি খুলে দিল, তাকে তার ঘোড়া দিল। অতঃপর এক মুজাহিদ কমান্ডার ইন চীফের বেশে ঘোড়ায় আরোহণ করে তার দায়িত্ব পালন করতে লাগল। সা'দ ঐ যুবকের বাহাদুরী বিশেষভাবে লক্ষ্য করছিল, আরে! এতো মেহজানই। এতবড় বাহাদুর, এত সাহসী, আচ্ছা! এরপর আর তাকে বন্দী করে রাখব না। এদিকে আবু মেহজান বলছেঃ আজ থেকে আর কখনও মদ স্পর্শ করব না। অতঃপর যুদ্ধের ময়দান মুসলমানদের দখলে চলে আসল।

এ বিজয় কোন সাধারণ বিজয় ছিল না। গনিমতের মাল জমা করা হল এবং তা মুজাহিদদের মাঝে বণ্টন করা হল। বায়তুল মালের অংশ মদীনায় প্রেরণ করা হল। গনিমতের মাল এত বেশি ছিল যে, যা কল্পনাও

করা যায় না। এর মধ্যে একটি কার্পেট ছিল যার দৈর্ঘ ৬০ হাত এবং প্রশস্তও ঐ রকমই। এর মধ্যে খুব সুন্দর বাগান, নদী, ফুল স্বর্ণ এবং মূর্তির মত মূল্যবান পাথরের তৈরি বৃক্ষের দৃশ্য। গণিমতের মালের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সম্পদ ছিল। এর মধ্যে বিশেষ মূল্যবান ছিল কিসরার তাজ এবং এর সাথে তার বালা যা কিসরা তার হাতে ব্যবহার করত। মসজিদে নববীতে গণিমতের মাল স্তূপ হল। মানুষ আশ্চর্য হয়ে তা দেখছিল। উমর ফারুক মুসলমানদের আমানত ও দ্বীনদারীতে আশ্চর্য হলেন। এত অধিক ধন-সম্পদ এক আমানতদারীর মাধ্যমে তা এখানে পাঠানো হয়েছে। কিসরার তাজ ও বালা উমর ফারুক (রা)-এর হাতে ছিল, তিনি উলট-পালট করে দেখছিলেন। মসজিদে হঠাৎ আওয়াজ ধ্বনিত হলঃ সুরাকা কোথায়?

হ্যাঁ সূরাকা (রা) ঐ ব্যক্তি, যে হিজরতের সময় রাসূল ﷺ-এর পিছপা হয়েছিল, সে উপস্থিত হল, তার হাতে ঐ বালা এবং মাথায় তাজ পরানো হল। চক্ষু অশ্রুসজল হয়ে গেল, কোমল স্বরে বলে উঠলঃ আল্লাহর জন্য সমস্ত প্রশংসা যিনি এ সম্পদসমূহ কিসরা বিন হারমুজ থেকে ছিনিয়ে এনে বুনি মুদলেজের এক গ্রাম্যের মালিকানায় দিয়ে দিলেন। রাসূল ﷺ-এর বাণী সত্যে পরিণত হল। রুস্তমের ধমক ধূলিসাৎ হয়ে গেল। সে মুসলমানদেরকে শেষ করতে চেয়েছিল অথচ পৃথিবীর বুক থেকে তারই নাম নিশানা মিটে গেল। কিসরার দরবারের একটি পাতাও তার অনুমতি ব্যতীত নড়ত না অথচ আজ সে চিরতরে শেষ হয়ে গেল। শান-শওকত ও বালাখানা আজ শিক্ষণীয় স্থানে পরিণত হয়েছে।

এ ছিল কাদেসীয়ার যুদ্ধ, যা মুসলমানদের জন্য ইরাকের দরজা উন্মুক্ত করে দিয়েছে আর এ যোদ্ধাদের সীপাহসালার ছিলেন সা'দ বিন আমি ওয়াক্কাস (রা)।

৭৯

মুসলমান জ্বিন

ইমাম মুসলিম এবং ইমাম মালেক, হিসাম বিন যাহরার গোলাম আবু সায়েব থেকে বর্ণনা করেন যে, আমি আবু সাঈদ খুদরী (রা)-এর ঘরে গেলাম, তখন তিনি নামায পড়তেছিলেন। আমি তাঁর নামায শেষ হওয়ার অপেক্ষা করছিলাম। ইতোমধ্যে ঘরের এক কর্ণারের একটি চার পায়ার নিচে নড়াচড়ার আওয়াজ পেলাম। আমি তাকিয়ে দেখলাম ওখানে একটি সাপ। আমি দ্রুত তা মারার জন্য সামনে আসলাম' কিন্তু আবু সাঈদ খুদরী (রা) ইশারায় আমাকে বসতে বললেনঃ তাই আমি বসে গেলাম। আবু সাঈদ খুদরী (রা) বললেনঃ এ ঘরে আমাদের একজন যুবক থাকত, তার সবেমাত্র বিয়ে হয়েছিল। যখন আমরা রাসূল ﷺ-এর সাথে খন্দক (পরিখা) খননের জন্য বের হয়েছিলাম। তখন এ যুবক বাড়ি যাওয়ার জন্য দুপুরে রাসূল ﷺ-এর নিকট অনুমতি চাইত এবং অনুমতি পেয়ে সে ঘরে ফিরত। একদিন অভ্যাস অনুযায়ী সে রাসূল ﷺ-এর নিকট বাড়ি যাওয়ার জন্য অনুমতি চাইল তখন রাসূল ﷺ বললেনঃ

«خُذْ عَلَيْكَ سِلاَحَكَ فَإِنِّي أَخْشَى عَلَيْكَ بَنِي قُرَيْظَةَ»

তুমি তোমার হাতিয়ার সাথে নিয়ে যাও। কেননা আমার আশঙ্কা হচ্ছে বনী কুরাইজা তোমার ওপর হামলা করবে। যুবক রাসূল ﷺ-এর নির্দেশ তামিল করল। নিজের হাতিয়ার নিয়ে বাড়ির দিকে রওয়ানা হল। ঘরে এসে দেখতে পেল যে, তার স্ত্রী দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। এ দৃশ্য দেখে তার মর্যাদাবোধ জেগে উঠল, তাই সে তার স্ত্রীকে মারার জন্য বর্শা হাতে নিল। স্ত্রী দ্রুত বলল ঃ

«اُكْفُفْ عَلَيْكَ رُمْحَكَ وَادْخُلِ الْبَيْتَ حَتَّى تَنْظُرَ مَا الَّذِي أَخْرَجَنِي»

তাড়াহুড়া কর না। বর্শা সংরক্ষণ কর, ঘরে প্রবেশ করে দেখ, কিসে আমাকে বাহিরে আসতে বাধ্য করেছে। যুবক ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে দেখল যে, একটি বিরাট সাপ পেচিয়ে বিছানায় বসে আছে। সে বর্শা বের করে তা দিয়ে সাপের ওপর আক্রমণ করল। এরপর এ বর্শা নিয়ে বের হয়ে এসে তার ঘরে পুঁতে রাখল। এদিকে ঐ সাপও তার ওপর হামলা করল, ফলে যুবক মৃত্যুবরণ করল। আমাদের জানা নেই যে প্রথম কার মৃত্যু হয়েছে, সাপের না যুবকের?

পরে আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন যে, অতঃপর আমরা নবী করীম ﷺ-এর খেদমতে উপস্থিত হলাম এবং তাকে এ ঘটনা শুনিয়ে বললাম আল্লাহর নিকট তার জন্য দু'আ করুন। তিনি বললেন ঃ

«اِسْتَغْفِرُوا لِصَاحِبِكُمْ»

তোমাদের সাথীর জন্য আল্লাহর নিকট মাগফিরাত কামনা কর।

অতঃপর তিনি বললেনঃ

«إِنَّ بِالْمَدِيْنَةِ جِنًّا قَدْ أَسْلَمُوْا، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُمْ شَيْئًا فَآذِنُوْهُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ بَدَا لَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَاقْتُلُوْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ»

মদীনার কিছু কিছু জ্বিন ইসলাম গ্রহণ করেছে, যদি কোন সাপ তোমাদের চোখে পড়ে তাহলে তিনদিন পর্যন্ত তোমরা তাকে মুখে সতর্ক কর এবং তাকে মারবে না। (বলঃ যে তুমি জ্বীন হলে চলে যাও) এরপর যদি না যায় তাহলে তাকে মেরে ফেল। কেননা সে শয়তান।[১]

৮০

একটি বৃক্ষের জন্য

ইয়াসরিবের (মদীনার) অঞ্চল ছিল খেজুর বৃক্ষ পল্লবিত অঞ্চল। নবী ﷺ হিজরতের পর তাকে মদীনাতুন নাবী নামে আখ্যায়িত করা হয়। মদীনার চতুপার্শ্বে ছিল বাগান আর বাগান, আর তা ছিল বিভিন্ন জনের মালিকানাধীন। এ বাগান সমূহের মধ্যে এক এতীম বাচ্চার একটি বাগান ছিল। তার বাগানের সাথে অন্য এক লোকের বাগান ছিল। আর বাগানে গাছসমূহ অঙ্গাঙ্গীভাবে একে অপরের সাথে মিলিত ছিল। বৃষ্টির কারণে যদি কোন খেজুর নিচে পড়ে যেত তখন নির্ণয় করা মুশকিল হয়ে যেত যে, এটা কোন গাছের খেজুর। এতীম চিন্তা করল যে, আমি একটি দেয়াল দিয়ে বাগানটি আলাদা করে নেই। যাতে প্রত্যেকের অংশ স্পষ্ট হয়ে যায়। যখন দেয়াল দিতে শুরু করল তখন তার প্রতিবেশীর খেজুর গাছ মাঝে পড়ল যার কারণে দেয়ালটি সোজা হচ্ছিল না। তাই সে তার প্রতিবেশীর নিকট গিয়ে বললঃ আপনার বাগানে অনেক খেজুর গাছ, আমি একটি দেয়াল দিতে চাচ্ছি কিন্তু আপনার একটি খেজুর গাছের কারণে সোজা হচ্ছে না। ঐ গাছটি আমাকে দিয়ে দিন তাহলে আমার দেওয়ালটি সোজা হয়ে যাবে; কিন্তু সে অস্বীকার করল। বাচ্চাটি বললঃ ঠিক আছে তাহলে আপনি আমার কাছ থেকে তার মূল্য নিয়ে নিন। যাতে আমি

---

১. মুসলিম-২২৩৬, মুয়াত্তা মালেক, কিতাবুল ইস্তেজান, বাব-১২।

আমার দেয়ালটি সোজা করতে পারি। সে বলল আমি বিক্রি করব না। এতীম খুব বুঝাতে চাইল। প্রতিবেশীর অধিকারের কথা বললঃ কিন্তু সে ছিল দুনিয়ামুখী, তাই সে না এতীমের অসহায়ত্ত্বের প্রতি লক্ষ্য করল, না প্রতিবেশীর অধিকারের প্রতি। এতীম বলল ঃ তাহলে কি আমি দেয়াল দিব না এবং তা সোজা করব না? প্রতিবেশী বললঃ এটা তোমার ব্যাপার, তুমি জান তুমি কি করবে, কিন্তু আমি খেজুর গাছ বিক্রি করব না। এতীম যখন পরিপূর্ণভাবে নিরাশ হল তখন সে চিন্তা করল যে, এমন একজন ব্যক্তি আছে যদি সে সুপারিশ করে তাহলে হয়ত বা আমার কাজ হতে পারে। একথা মনে আসা মাত্রই সে মসজিদে নববীর দিকে পা বাড়াল।

একটি আশ্চর্য ঘটনা যে রাসূল ﷺ-এর প্রতি সাহাবাগণের কত বেশি মুহাব্বাত ছিল। তাঁর কথা তাদের নিকট কত মূল্যায়ন হত। ঐ এতীম মসজিদে নববীতে এসে সোজা রাসূল ﷺ-এর নিকট এসে আরজ করলঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমার বাগান অমুক ব্যক্তির বাগানের সাথে মিশে আছে। আর আমি এর মাঝে দেয়াল দিতেছি; কিন্তু ততক্ষণ পর্যন্ত দেয়াল সোজা হচ্ছে না যতক্ষণ না, আমার প্রতিবেশীর একটি খেজুর গাছ আমার দখলে আসবে। আমি তার মালিককে বলছি যে, এটি আমার নিকট বিক্রি করে দাও। আমি তাকে যথেষ্ট বুঝানোরও চেষ্টা করেছি; কিন্তু সে তা অস্বীকার করছে, আল্লাহর রাসূল ﷺ আমার জন্য তার নিকট একটু সুপারিশ করুন, যাতে সে আমাকে ঐ খেজুর গাছটি দিয়ে দেয়। তিনি বললেনঃ যাও! তাকে ডেকে নিয়ে এসো।

ঐ এতীম তার নিকট গিয়ে বললঃ আল্লাহর রাসূল ﷺ আপনাকে ডাকছেন। সে মসজিদে নববীতে আসল, নবী ﷺ তার দিকে তাকিয়ে বললেনঃ তোমার বাগান থেকে তার বাগান পৃথক করতে চায়। তোমার একটি খেজুর গাছের কারণে সে তা পারছে না। তুমি তোমার ভাইকে ঐ খেজুর গাছটি দিয়ে দাও।

ঐ ব্যক্তি বললঃ আমি দিব না। তিনি আবার বললেনঃ তোমার ভাইকে ঐ খেজুর গাছটি দিয়ে দাও। আমি তোমার জন্য জান্নাতে একটি খেজুর গাছের জিম্মাদার হলাম। ঐ লোক এত বড় একটি কথা শুনেও বলছে। আমি তা দিব না। তিনি তখন চুপ হয়ে গেলেন, এর চেয়ে বেশি তিনি তাকে আর কি বলতে পারেন।

সাহাবাগণ চুপ থেকে কথাবার্তা শুনছিলেন। উপস্থিত লোকদের মধ্যে আবু দাহদাহ (রা) ও ছিলেন। মদীনায় তার খুব সুন্দর একটি বাগান ছিল। সেখানে ৬০০ খেজুর গাছ ছিল। এর খেজুরের কারণে বাগানটি খুব প্রসিদ্ধ ছিল। এর খেজুর খুব উন্নতমানের ছিল। বাজারে তার খুব চাহিদা ছিল। মদীনার বড় বড় ব্যবসায়ীরা এ কামনা করত যে, হায়! এ বাগানটি যদি আমার হত। আবু দাহদাহ (রা) ঐ বাগানের মধ্যে খুব সুন্দর করে স্বীয় ঘর নির্মাণ করেছিলেন। স্বপরিবারে সেখানে বসবাস করতেন। মিষ্টি পানির কূপ এ বাগানের গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি করেছে। আবু দাহদাহ (রা) যখন রাসূলের কথা শুনছিলেন তখন হল যে, এ দুনিয়া কি? আজ নয় তো কাল মৃত্যুবরণ করতে হবে। এরপর শুরু হবে চিরস্থায়ী জীবন মনে হয় আরাম আয়েশপূর্ণ, না হয় দুঃখ ভরপুর। যদি জান্নাতে একটি খেজুর গাছ মিলে যায় তাহলে আর কি চাই! সামনে এসে বললঃ আল্লাহর রাসূল! যে কথা আপনি বললেন এটা কি শুধু তার জন্য, নাকি যদি আমি ঐ ব্যক্তির কাছ থেকে ঐ খেজুর গাছ কিনে এ এতীমকে দিয়ে দেই তাহলে আমিও কি জান্নাতে খেজুর গাছের মালিক হব?

তিনি বললেন হ্যাঁ, তোমার জন্যও আমি জান্নাতে খেজুর গাছের জিম্মাদার হব। আবু দাহদাহ ভাবতে লাগল যে, এমন কি জিনিস আছে যে, তা আমি ঐ ব্যক্তিকে দিয়ে দিব। পরে আশ্চর্যজনকভাবে এক সিদ্ধান্ত নিল। ঐ ব্যক্তিকে সম্বোধন করে বললঃ শোন! তুমি আমার বাগান সম্পর্কে অবগত আছ, যেখানে ৬০০ খেজুর গাছ আছে, সাথে ঘর এবং কূয়াও

আছে? সে বলল মদীনাকে এমন কে আছে যে ঐ বাগান সম্পর্কে জানে না? বললঃ তাহলে তুমি এমন কর যে, আমার ঐ সম্পূর্ণ বাগান তোমার একটি খেজুর গাছের বিনিময়ে নিয়ে নাও। ঐ ব্যক্তি তা বিশ্বাস করতে পারছিল না। সে আবু দাহদাহ (রা)-এর দিকে ফিরে তাকাল, অতপর লোকদের দিকে তাকিয়ে বললঃ শোনেছ আবু দাহদাহ কি বলছে? আবু দাহদাহ (রা) তাঁর কথাকে পুনরাবৃত্তি করল। লোকদেরকে এ ব্যাপারে সাক্ষী বানাল। তাকে এক খেজুর গাছের বিনিময়ে সম্পূর্ণ বাগান, কূয়া এবং ঘরও দিয়ে দিল। যখন সে ঐ খেজুর গাছের মালিক হয়ে গেল তখন ঐ এতীমকে বললঃ এখন থেকে ঐ খেজুর গাছ তোমার।

আমি তা তোমাকে উপহার হিসেবে দিলাম, এখন তোমার দেয়াল সোজা কর এখন আর কোন বাধা নেই। এরপর রাসূলের দিকে তাকিয়ে নিবেদন করলঃ হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! এখন কি আমি জান্নাতে খেজুর গাছের মালিক হলাম? তিনি বললেন ঃ

«كَمْ مِنْ عَذْقٍ رَدَاحٍ لِأَبِي الدَّحْدَاحِ فِي الْجَنَّةِ»

আবু দাহদার জন্য জান্নাতে কতই না খেজুরের বাগান অপেক্ষা করছে।[১]

এ হাদীসের বর্ণনাকারী আনাস (রা) বলেনঃ এ শব্দটি তিনি এক, দুই, বা তিনবার বলেন নাই বরং খুশি হয়ে বারংবার একথাটি বলেছেন। শেষে আবু দাহদাহ (রা) ওখান থেকে বের হলেন। জান্নাতে বাগানের সুসংবাদ পেয়ে নিজের বর্তমান বাগানের দিকে বের হলেন, মনে মনে বললেনঃ নিজের ব্যবহারিক কিছু কাপড় এবং কিছু জরুরি জিনিসপত্র তো ওখান থেকে নিব। তিনি বাগানের দরজায় এসে ভিতরে বাচ্চাদের কণ্ঠ শুনতে পেলেন, স্ত্রী ঘরের কাজে ব্যস্ত ছিল। বাচ্চারা খেলতে ছিল, মনে হল যে

১. আহমদ- ৩ / ১৪৬, হাকেম-৩ / ২০, মাজমাউয যাওয়ায়েদ-৯ / ৩২৪, আল-ইসাবা- ৯৪৬৭।

ভিতরে গিয়ে স্ত্রীকে সংবাদ দেই; কিন্তু তিনি দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আওয়াজ দিলেন, হে উম্মে দাহদাহ!

উম্মে দাহদাহ অত্যন্ত আশ্চর্য হল যে, আজকে আবু দাহদাহ বাগানের বাহিরে দরজায় কেন দাঁড়িয়ে আছে? ভিতরে আসছে না কেন? আবার আওয়াজ আসল! উম্মে দাহদাহ? উত্তর আসলঃ আমি উপস্থিত হে আবু দাহদাহ! বাচ্চাদেরকে নিয়ে এ বাগান থেকে বের হয়ে আস। এ বাগান বিক্রি করে দিয়েছি। উম্মে দাহদাহ (রা) বললঃ তুমি তা বিক্রি করে দিয়েছ, কার নিকট বিক্রি করেছ? কে খরীদ করেছে কত দিয়ে খরীদ করেছে? বললঃ আমি জান্নাতে একটি খেজুরের বাগানের বিনিময়ে তা বিক্রি করে দিয়েছি। উম্মে দাহদাহ (রা) বললঃ আল্লাহু আকবার।

«رَبِحَ الْبَيْعُ يَا اَبَا الدَّحْدَاحِ

তুমি অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসা করেছ। বাগানে প্রবেশ করবে না। বড় লাভজনক ব্যবসা হয়েছে। জান্নাতের একটি বৃক্ষ যার নিচে অশ্বারোহী সত্তর বছর পর্যন্ত চলার পরেও তার ছায়া শেষ হবে না। উম্মে দাহদাহ (রা) বাচ্চাদেরকে ধরে তাদের পকেট থেকে সেখানে যা কিছু পেল সব বের করে বললঃ এগুলি এখন আল্লাহর জন্য আমাদের নয় এবং শূন্য হাতে বাগান থেকে বের হল।

আবু দাহদাহ এবং উম্মে দাহদাহর এ ভূমিকা কোন সাধারণ ভূমিকা নয়। আল্লাহর রাসূলের আশা পূরণের জন্য নিজের সবচেয়ে মূল্যবান বস্তু আল্লাহর রাস্তায় বিলিয়ে দেয়া। স্বীয় বাসস্থান, বাগান, কূপ ছেড়ে দিয়ে আমাদের জন্য আদর্শ রেখে গেলেন। একেই বলা হয় সত্যিকার মুহাব্বত, আল্লাহর রাসূলের সাথে মুহাব্বতকারী। আবু দাহদাহ এবং উম্মে দাহদাহ তোমাদের প্রতি আল্লাহ রহমত বর্ষণ করুন, তোমরা কতইনা ত্যাগ স্বীকার করেছ। নিঃসন্দেহে তোমাদের একাজ ইতিহাসে সোনালী অক্ষরে লেখা থাকবে।

৮১

মৃত্যুর দৃশ্য

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) বলেনঃ আমর বিন আস (রা) এর মৃত্যুর সময় আমি তার পার্শ্বে ছিলাম। ইতোমধ্যে তাঁর ছেলে আব্দুল্লাহ বিন আমর সেখানে আসল, আমর বিন আস স্বীয় সন্তানকে বললেনঃ আব্দুল্লাহ! ঐ সিন্দুকটি নিয়ে যাও।

আব্দুল্লাহ (রা) বললঃ আমার ঐ সিন্দুকের প্রয়োজন নেই।

আমর বিন আস (রা) বললেনঃ এই সিন্দুকটি ধন-সম্পদে পরিপূর্ণ। আব্দুল্লাহ (রা) বললঃ আমার এ সিন্দুকের দরকার নেই।

আমার বিন আস (রা) বললেন ঃ

« لَيْتَهُ مَمْلُوءٌ بَعْرًا »

আফসোস! এই সিন্দুকটি যদি বিষ্ঠা দিয়ে পরিপূর্ণ হত।

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) বলেনঃ আমি বললামঃ হে আবু আব্দুল্লাহ! আপনি বলতেন যে, আমার মন চায় যে, আমি কোন জ্ঞানী ব্যক্তির সময় তাকে দেখব এবং জিজ্ঞেস করব যে, মৃত্যুর যন্ত্রণা তুমি কেমন অনুভব করছ? এখন আপনি আমাদেরকে বলেন যে, মৃত্যু যন্ত্রণা আপনি কেমন অনুভব করছেন?

আমর বিন আস (রা) বলেন ঃ

« كَأَنَّمَا أَتَنَفَّسُ مِنْ خَرْتِ إِبْرَةٍ »

আমার মনে হচ্ছে, আমি কোন সুইয়ের ছিদ্র দিয়ে শ্বাস নিচ্ছি। এরপর বলেন ঃ

«اَللّٰهُمَّ خُذْ مِنِّى حَتَّى تَرْضٰى»

হে আল্লাহ! আমার কাছ থেকে যা খুশি তা নিয়ে নাও এবং আমার প্রতি খুশি থাক। এরপর স্বীয় উভয় হাত তুলে বললেনঃ

«اَللّٰهُمَّ اَمَرْتَ فَعَصَيْنَا وَنَهَيْتَ فَرَكِبْنَا ، فَلاَ بَرِيءَ فَاَعْتَذِرَ وَلاَ قَوِىَّ فَاَنْتَصِرَ وَلٰكِنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ»

হে আল্লাহ! তুমি নির্দেশ দিয়েছ; কিন্তু আমরা তা অমান্য করেছি, তুমি নাফরমানী থেকে নিষেধ করেছ; কিন্তু আমরা নাফরমানী করেছি, তুমি ব্যতীত কোন মুক্তিদাতা নেই যে, আমি তার সামনে ওজর পেশ করব। আর না কোন শক্তিধর আছে যার নিকট সাহায্য চাইব। আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য মা'বুদ নেই। (তাই তোমারই নিকট হাত বাড়াচ্ছি, তুমি আমাকে ক্ষমা কর।)

একথা তিনি তিনবার বললেনঃ এরপর তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

আমর বিন আস (রা)-এর মৃত্যুর দৃশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লামা জাহাবী ত্বাবাকাত ইবনে সা'দ (৪/২৬০ পৃষ্ঠায়) বলেনঃ আমর বিন আস (রা) বলতেন ঃ

«عَجَبًا لِّمَنْ نَزَلَ بِهِ الْمَوْتُ وَعَقْلُهُ مَعَهُ، كَيْفَ لاَيَصِفُهُ؟»

আশ্চর্য কথা যে, মৃত্যুর মুহূর্তে মানুষের জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও কেউ মৃত্যুর দৃশ্য বর্ণনা করে না। কিন্তু আমর বিন আস (রা) যখন মৃত্যুর শয্যায় শায়িত তখন তার সন্তান যখন তাকে মৃত্যুর দৃশ্যের কথা জিজ্ঞেস করল তখন তিনি বললেন ঃ

«يَا بُنَيَّ الْمَوْتُ أَجَلُّ مِنْ أَنْ يُوصَفَ، وَلٰكِنْ سَأَصِفُ لَكَ أَجِدُنِي كَأَنَّ جِبَالَ رَضْوَى عَلَى عُنُقِي، وَكَأَنَّ فِي جَوْفِي الشَّوْكَ، وَأَجِدُنِي كَأَنَّ نَفَسِي يَخْرُجُ مِنْ إِبْرَةٍ»

হে বৎস! মৃত্যুর দৃশ্য বর্ণনা করা সম্ভব নয়। এরপরও আমি তোমার নিকট বর্ণনা করব যে, মনে হচ্ছে যেন রাযওয়া পাহাড় (রাযওয়া মদীনার বাহিরে ইয়াম্বু থেকে একদিনের রাস্তা) আমার কাঁধে ঝুলে আছে, আর আমার পেটে কাটা বিদ্ধ করা হচ্ছে। আর মনে হচ্ছে যে, আমার শ্বাস সুইয়ের ছিদ্র দিয়ে বের হচ্ছে।[১]

৮২

অঙ্গীকার পালন

আন্দালুসের দুই প্রশাসক হারেস বিন আব্বাস এবং আদী বিন আবি রাবীয়ার মাঝে যুদ্ধ চলছিল। হারেস বিন আব্বাদকে আদী বিন রাবীয়া খুঁজতে ছিল। তাদের উভয়ের মাঝে কখনও সাক্ষাত হয় নাই। আর না তারা একে অপরকে চিনত।

হারেস বিন আব্বাস আদীর কাছ থেকে পুরনো শত্রুতার জের ধরে প্রতিশোধ নিতে চাইল। এখনও যুদ্ধ শুরু হয় নাই। এরপরও হারেসের সৈন্যরা একজনকে গ্রেফতার করে নিয়ে এসে তাকে হারেস বিন আব্বাসের সামনে পেশ করল।

তখন সে বন্দীকে জিজ্ঞেস করলঃ আদী বিন রাবীয়া কোথায় আছে বল। সে তার চেহারা দেখে নাই।

---

১. সিয়ারু আলামুন নুবালা-(৩/৭৫)

www.waytojannah.com

বন্দী বলল ঃ আমি যদি আদীর ব্যাপারে তোমাকে বলি, তাহলে তুমি কি আমাকে মুক্তি দিবে?

হারেস বলল ঃ হ্যাঁ! আমি অঙ্গীকার করছি যে, তোমাকে মুক্তি দিব।

বন্দী বলল ঃ তাহলে শোন, আমিই আদী বিন আবি রাবীয়া, হারেস বিন আব্বাস তাকে স্বীয় অঙ্গীকার মোতাবেক মুক্ত করে দিল।

৮৩

পিতা-মাতার মর্যাদা

আমর বিন মুররা জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত, কুজায়া বংশের এক ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল ﷺ এর নিকট এসে বললঃ হে আল্লাহর রাসূল ﷺ পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ি, মালের যাকাত দেই, রমযানের রোযা রাখি, আমার সওয়াব কতটুকু হবে?

«مَنْ مَاتَ عَلَى هٰذَا كَانَ مَعَ النَّبِيِّنَ وَالصِّدِّيقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هٰكَذَا - وَنَصَبَ أَصْبَعَيْهِ - مَا لَمْ يَعُقَّ وَالِدَيْهِ»

এ কাজ করে যে মৃত্যুবরণ করল সে কিয়ামতের দিন আম্বিয়া, সিদ্দিকীন, শহীদগণের সাথে এমনভাবে থাকবে এ বলে তিনি দু'টি আঙ্গুল একত্রিত করে দেখালেন। তবে এর জন্য শর্ত হল, সে যেন পিতা-মাতার নাফরমানী না করে। এ হাদীস থেকে অনুমান করুন যে, পিতা-মাতার মর্যাদা কত বেশি।[১]

---

১. সহীহ ইবনে হিব্বান- (৩৪২৯), ইবনে খুজাইমা- (২২১৩) মাজমাউয যাওয়ায়েদ-(৮/১৪৭)

৮৪

তাকওয়ার সুফল

শাম দেশের প্রসিদ্ধ আলেম শেখ তানতাবী তার স্মরণীয় ঘটনাসমূহের মধ্যে এ ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন যে, একটি ছেলে খুব ভালো ও সৎ ছিল। সে তাকওয়াবান ছিল। অবশ্য জ্ঞান অর্জনের ব্যাপারে সে ততটা আগ্রহী ছিল না। সে একটি দ্বীনী মাদরাসায় পড়ত। তার উস্তাদের নির্দেশ অনুযায়ী আমল করত। উস্তাদের সাথে থেকে থেকে যখন সে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করে নিল, তখন তাঁর উস্তাদ তাকে এবং তার সাথীদেরকে উপদেশ দিলেন যে,

«لاَتَكُونُوا عَالَةً عَلَى النَّاس، فَإِنَّ العَالِمَ الَّذِي يَمُدُّ يَدَهُ إِلَى أَبْنَاءِ الدُّنْيَا لاَ يَكُوْنُ فِيْهِ خَيْرٌ، فَلْيَذْهَبْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ وَلْيَشْتَغِلْ بِالصَّنْعَةِ الَّتِي كَانَ أَبُوهُ يَشْتَغِلُ بِهَا وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ فِيْهَا»

মানুষের মুখাপেক্ষী হবে না, কেননা দুনিয়াদারদের নিকট হাত পাতে এমন আলেম কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়। কেননা ঐ দুনিয়াদার যা কিছু বলে এবং করে, আলেম তা প্রত্যাখ্যান করার মত ক্ষমতা রাখে না। কেননা সে তার অনুগ্রহপরায়ণ। তাই তোমাদের প্রত্যেক ছাত্র এখন থেকে গিয়ে স্বীয় পিতার পেশা গ্রহণ করবে এবং এর মাধ্যমে জীবন-যাপন করবে। পেশাগত কাজে আল্লাহ ভীতি ও উস্তাদের কথা শুনে ছেলেটি ঘরে ফিরে আসল এবং মাকে জিজ্ঞেস করল যে, মা! আমাকে বলতো আমার আব্বাজান কি কাজ করত। তার পেশা কি ছিল।

ছেলের প্রশ্ন শুনে মা ঘাবড়িয়ে গেল এবং বলল ছেলে! তোমার পিতা মৃত্যুবরণ করেছে অনেক দিন হয়ে গেল এখন তোমার পিতার পেশার কি দরকার লাগল। কেন তা জানতে চাচ্ছ?

ছেলে নাছোড়বান্দা হয়ে বাবার পেশা সম্পর্কে জানতে চাচ্ছে, আর মা বিভিন্নভাবে এ ব্যাপারে উত্তর দেয়া থেকে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে। যখন আর ছাড়ছেই না তখন মা তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলল যে, যখন তুমি বারবার তোমার বাবার পেশা সম্পর্কে জানতে চাচ্ছ তখন বাধ্য হয়ে মুখ খুলতে হচ্ছে। যদি কোন ভাল পেশায় তোমার বাবা কাজ করে থাকত তাহলে তা বলতে আমার এভাবে পাশ কাটানোর প্রয়োজন হত না। যখন তুমি জানতে জিদ করছো তাহলে শোন! তোমার বাবা চোর ছিল! চুরি করা তার পেশা ছিল।

ছেলে তার মায়ের উত্তর শুনে বললঃ মা সম্মানিত উস্তাদ ছাত্রদেরকে বলেছে যে, যাও তোমরা তোমাদের পিতার পেশায় লিপ্ত হবে এবং সেক্ষেত্রে তাকওয়ার প্রতি লক্ষ্য রাখবে।

মা বলল ঃ তোমার ক্ষতি হোক! চুরির মধ্যে তাকওয়া! এ কেমন কথা?

ছেলে বলল ঃ মা সম্মানিত উস্তাদ একথাই বলেছে, যা আমি তোমাকে শোনালাম। এরপর ঐ যুবক চুরির ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ করতে লাগল, চুরির ওপর প্রশিক্ষণও নিল। এ জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিও সংগ্রহ করল। একদিন সময়ও চলে আসল যখন তার প্রশিক্ষণ শেষ হল এবং সে তখন চুরি করার উপযুক্ত হল।

সে যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনার পর সিদ্ধান্ত নিল যে, আজ থেকে তার পিতার পেশায় লিপ্ত হবে। এশার নামায আদায়ের পর সে মানুষের ঘুমের জন্য অপেক্ষা করতে থাকল। যখন মানুষ ঘুমিয়ে পড়ল এবং চতুর্দিকে অন্ধকার ছেয়ে গেল তখন সে সর্বপ্রথম এক প্রতিবেশীর ঘরে চুরির সূত্রপাত করতে চাইল। যখন প্রতিবেশীর ঘরে ঢুকতে চাইল তখন

উস্তাদের উপদেশ তার স্মরণ হয়ে গেল, যে পেশাগত কাজে তাকওয়ার প্রতি খেয়াল রাখা। সে মনে মনে বললঃ প্রতিবেশীর ঘরে চুরি করা, তাকে কষ্ট দেয়া এতো পুরোপুরি তাকওয়ার বিপরীত। এতে আল্লাহ ভীষণ অসন্তুষ্ট হবেন। তাই সে প্রতিবেশীর ঘর ছেড়ে সামনের ঘরের দিকে গেল, সেটা ছিল এতীম বাচ্চাদের ঘর। সে বললঃ এতীম বাচ্চাদের ঘর, এখানে চুরি করা তাকওয়ার খেলাফ। কেননা আল্লাহ তায়ালা এতীমের মাল খাওয়া থেকে নিষেধ করেছেন। তখন সে এ ঘরও ছেড়ে সামনে গেল।

এভাবে যখনই কোন ঘরের সামনে আসে এবং চুরি করতে চায় তখনই কোন না কোন কথা তার স্মরণে চলে আসে, যাকে সে তাকওয়ার বিরোধী বলে বাদ দিয়ে সামনে যায়।

শেষে এক ব্যবসায়ীর ঘর সামনে পড়ল, এ ব্যবসায়ী রাজপুত্র ছিল। তার শুধু একটাই মেয়ে ছিল। হ্যাঁ, এই ঘরে চুরি করা যাবে। সে অনেকগুলি চাবি বের করল যা আগে থেকেই প্রস্তুত রাখা ছিল এবং এ দিয়ে দরজা খুলল। যখন ঘরে ঢুকল তখন দেখল বিরাট ঘর এবং ভিতরে অনেকগুলি রুম। সে ঘরে ঘুরতে লাগল মনে হচ্ছে না সে চোর। বরং মেহমান।

শেষে যেখানে ধন-সম্পদ রাখা হয় সেখানে তার দৃষ্টি পড়ল। সিন্দুক খুলেই দেখল যে তা সোনা, রূপা, টাকা-পয়সায় পরিপূর্ণ। চোর সিন্দুক থেকে তা বের করতে চাইল; কিন্তু তখনই তার উস্তাদের উপদেশ মনে পড়ল, বলতে লাগল যে উস্তাদ তো তাকওয়ার প্রতি দৃষ্টি রাখতে বলেছিলেন; কিন্তু আমার তো জানা নেই যে, এ ব্যবসায়ী তার সম্পদের যাকাত দিয়েছে না দেয় নাই। তাহলে প্রথমে তার যাকাতের হিসাব করে নেই।

এ ভেবে সে ব্যবসায়ীর হিসাবের খাতা খুলল, সাথে নিয়ে আসা ছোট লাইট দিয়ে খাতা দেখতে শুরু করল, হিসাব-নিকাশে সে খুব পারদর্শী

ছিল, তাই সে দ্রুত সমস্ত সম্পদের হিসাব করল এবং তার যাকাতের অংশ বের করল। হিসাব-কিতাব নিয়ে সে এত ব্যস্ত ছিল যে, সময়ের প্রতি তার মোটেও খেয়াল ছিল না। হঠাৎ সে অনুভব করল যে, ফজরের সময় হয়ে গেছে। তখন সে মনে মনে বলল যে, তাকওয়ার দাবি হল আগে ফজরের নামায পড়া এবং এরপর নিজের কাজ করা।

সে ঘরের আঙ্গিনায় এসে পানি নিয়ে অযু করে নামাযের জন্য একামত দিতে থাকল, ঘরের মালিক একামত শুনে হতভম্ব হয়ে ঘুম থেকে উঠল, নিচের দিকে তাকিয়ে দেখছে ছোট একটি লাইট জ্বলছে, সিন্দুক খোলা আর সামনে এক যুবক নামাযের জন্য একামত দিচ্ছে।

মালিকের স্ত্রীও ঘুম থেকে উঠল, এ দেখে স্বামীকে জিজ্ঞেস করল এগুলি কি? মালিক বললঃ আল্লাহর কসম আমি কিছু বুঝতেছি না। পরে সে ঘরের দ্বিতীয় তলা থেকে নিচে এসে ঐ যুবকের নিকট গেল এবং বললঃ তোমার অকল্যাণ হোক কে তুমি? আর একি করছ?

চোর বলল ঃ

«اَلصَّلَاةُ اَوَّلاً ثُمَّ الْكَلَامُ»

আগে নামায পরে কথা হবে। মালিক হতভম্ব হয়েছিল, যুবক নির্দেশ দিল যে, দ্রুত অযু করে আস, সে অযু করে আসল,

তখন যুবক তাকে বলল ঃ চল জামায়াত করি,

সে যুবককে বললঃ না তুমি ইকামত কর।

যুবক বললঃ তুমি ঘরের মালিক তাই ইমামতের সর্বাধিক অধিকার তোমার, ঘরের মালিকের ন্যায় অন্যায়ের কোন পাত্তা ছিল না, সে তার জীবন বাঁচানোর চিন্তায় ছিল, সেই নামায পড়াল, নামায কিভাবে পড়িয়েছে? আল্লাহই ভাল জানে! ভয়ে সে ভীত-সন্ত্রস্ত ছিল।

নামায শেষে মালিক বলল ঃ বল তুমি কে এবং এখানে কেন এসেছ?

যুবক বললঃ আমি চোর এবং চুরি করার জন্য এসেছি? কিন্তু তুমি বল যে, তোমার সম্পদের যাকাত কেন দাও না? আমি তোমার খাতা চেক করেছি তুমি ছয় বছর থেকে যাকাত দাওনি। এ আল্লাহর অধিকার এবং তা ফরয। আমি হিসাব করে যাকাতের মাল আলাদা করে দিয়েছি। যাতে তুমি তা তার উপযুক্ত অধিকারীদের হাতে পৌঁছাতে পার।

একথা শুনে বাড়ির মালিক আশ্চর্য হয়ে বলল ঃ তুমি এগুলি কি বলছ, তুমি পাগল নাকি?

সে বলল ঃ আমি পাগল নই, সম্পূর্ণ সুস্থ।

বাড়ির মালিক বললঃ তাহলে তুমি চুরি করতেছ কেন?

এর উত্তরে যুবক চোর তার জীবনী ব্যবসায়ীকে শোনাল, যখন ব্যবসায়ী যুবকের এ সরলতা সুন্দর আকৃতি এবং হিসাব-নিকাশের পারদর্শিতা লক্ষ্য করল এবং স্ত্রীর নিকট গিয়ে যুবক চোর সম্পর্কে সবকিছু খুলে বললঃ তুমি তোমার কন্যার বিয়ের ব্যাপারে চিন্তিত ছিলে, আল্লাহ তায়ালা ছেলে তোমার ঘরে পাঠিয়ে দিয়েছেন তার স্ত্রীও এ ব্যাপারে সম্মতি দিল। তখন সে ঐ যুবকের নিকট এসে বললঃ চুরি করা বড় অন্যায়। তুমি ধন-সম্পদ চাও। যদি চাও তাহলে আমি আমার সম্পদে তোমাকে অংশীদার করতে পারি। যুবক বললঃ তা কিভাবে?

ব্যবসায়ী বলতে লাগলঃ আমার একটি মাত্র মেয়ে, আমি তোমার সাথে তার বিয়ে দিয়ে দিব। আমি তোমাকে আমার চীফ একাউন্টেন্ট বানাতেও প্রস্তুত আছি। বাসস্থানের জন্য তোমাকে ঘর দিব এবং সম্পদও। এখন তুমি তোমার মায়ের সাথে পরামর্শ করে নাও।

যুবক এতে রাজী হল, তার মাও এ সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহ প্রকাশ করল, পরের দিন ঐ ব্যবসায়ী সাক্ষীদের উপস্থিতিতে ঐ যুবকের সাথে তার মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করল।

প্রিয় পাঠক! এ হল তাকওয়ার (আল্লাহ ভীরুতার) সুফল।

৮৫

ফেরেশতা মুসাফাহা করবে

হানযালা উসাইদী (রা) যে রাসূল ﷺ-এর লেখকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি বলেনঃ একদা আবু বকর সিদ্দিক (রা)-এর সাথে আমার সাক্ষাত হল, তিনি বললেন ঃ

« كَيْفَ أَنْتَ يَا حَنْظَلَةُ؟ »

হে হানযালা! তুমি কেমন আছ?

« نَافَقَ حَنْظَلَةُ »

আমি বললামঃ হানযালা মুনাফেক হয়ে গেছে।

আবু বকর সিদ্দিক (রা) বললেনঃ

« سُبْحَانَ اللهِ ! مَاتَقُوْلُ؟ »

সুবহানাল্লাহ! কি বলছ তুমি?

আমি বললামঃ যখন আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট থাকি এবং তিনি আমাদেরকে জান্নাত ও জাহান্নাম সম্পর্কে আলোচনা করেন তখন মনে হয় জান্নাত ও জাহান্নাম আমাদের চোখের সামনে আর আমরা তা স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছি এবং এর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসও আছে; কিন্তু যখন আমরা রাসূল ﷺ-এর কাছ থেকে উঠে আসি তখন ছেলে-মেয়ে সংসার ব্যবসা ইত্যাদি নিয়ে এত ব্যস্ত হয়ে পড়ি যে, অধিকাংশ কথাই ভুলে যাই।

আবু বকর সিদ্দিক (রা) বললেনঃ আল্লাহর কসম! আমারও এ অবস্থাই। অতঃপর আমি এবং আবু বকর (রা) রাসূল ﷺ-এর খেদমতে উপস্থিত

হয়ে বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল ﷺ হানযালা মুনাফেক হয়ে গেছে। রাসূল ﷺ জিজ্ঞেস করলেন ঃ

« وَمَا ذَاكَ؟ »

(এ কেমন কথা?)

আমি বললামঃ আমরা যখন আপনার নিকট থাকি এবং আপনি জান্নাত ও জাহান্নাম সম্পর্কে বলেন তখন মনে হয় যে, তা এখন আমাদের সামনে; কিন্তু যখনই আপনার নিকট থেকে উঠে যাই, ছেলে-মেয়ে এবং অন্যান্য কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ি তখন আপনি যা বলেন তার অনেক কিছু আমরা ভুলে যাই।

রাসূল ﷺ বললেন ঃ

« وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ! إِنْ لَوْ تَدُومُونَ عَلَى مَا تَكُونُونَ عِنْدِي، وَفِي الذِّكْرِ، لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلاَئِكَةُ عَلَى فُرُشِكُمْ وَفِي طُرُقِكُمْ، وَلَكِنْ يَا حَنْظَلَةُ، سَاعَةً وَسَاعَةً »

ঐ সত্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ! যদি তোমরা সর্বদা ঐ রকম থাকতে যেমন আমার নিকট আসলে থাক এবং আল্লাহর যিকিরের সময় যেমন থাক, তাহলে ফেরেশতারা তোমাদের বিছানায় এবং তোমাদের চলার পথে তোমাদের সাথে মুসাফাহা করত; কিন্তু হে হানযালা! কিছু সময় নির্ধারণ কর নিজের কাজকর্মের জন্য আর কিছু নির্ধারণ কর আল্লাহর জন্য।

একথা তিনি তিনবার বললেন।

---

১. মুসলিমঃ কিতাবুত তাওবা, বাবু ফাজলি দাওয়ামি যিকরি ওয়াল ফিকরি-২৭৫০।

৮৬

রাখালের আল্লাহ ভীতি

আব্দুল্লাহ বিন উমর (রা)-এর গোলাম নাফে' বর্ণনা করেন যে, একদা আব্দুল্লাহ বিন উমর (রা) মদীনার উপকণ্ঠে বের হলেন, তখন তাঁর সাথে তাঁর কিছু সাথীরাও ছিল। সাথীরা খাবারের জন্য দস্তরখানা বিছাল, তখনই ঐদিক দিয়ে এক রাখাল অতিক্রম করছিল। ইবনে উমর (রা) তাকে বললেন ঃ

«هَلُمَّ يَارَاعِي ـ هَلُمَّ، فَاَصِبْ مَنْ هَذِهِ السُّفْرَةِ»

হে রাখাল! এসো আমাদের সাথে বসে তুমিও কিছু খাও-পান কর।

রাখাল বলল ঃ

«إِنِّيْ صَائِمٌ»

আমি রোযাদার,

আব্দুল্লাহ বিন উমর (রা) বললেন ঃ

«أَتَصُوْمُ فِيْ مِثْلِ هٰذَا الْيَوْمِ الْحَارِّ شَدِيْدٌ سَمُوْمُهُ، وَأَنْتَ فِي هٰذِهِ الْجِبَالِ تَرْعَى هٰذَا الْغَنَمَ!»

এমন প্রচণ্ড গরমের দিনে তুমি রোযা রাখছ, যখন আবহাওয়া অত্যন্ত গরম এবং এ পাহাড়ে তুমি বকরী চড়াচ্ছ। (এমতবস্থায় রোযা রাখা তো নিজে নিজেকে কষ্টের মধ্যে পতিত করা।)

রাখাল বললঃ হ্যাঁ আমি ঐ শূন্য দিনের প্রস্তুতি নিচ্ছি যখন আমল আমল করার সুযোগ থাকবে না, তাই এ জীবনে আমল করছি।

আব্দুল্লাহ বিন উমর (রা) রাখালের আল্লাহভীতি পরীক্ষা করার জন্য তাকে বললেনঃ তুমি তোমার এই বকরীর পাল থেকে একটি বকরী বিক্রি করবে? আমরা নগদ মূল্যে তা কিনব উপরন্তু তোমার ইফতারের জন্য এখান থেকে গোশতও দিব।

রাখাল বললঃ এ বকরীর পাল তো আমার নয় যে, আমি তা থেকে বিক্রি করব, বরং তা আমার মালিকের। তাই আমি এখানে হস্তক্ষেপ করতে পারব না।

আব্দুল্লাহ বিন উমর (রা) বললেনঃ তোমার মালিক যদি কোন বকরী কম পায় তাহলে বলবে একটি বকরী হারিয়ে গেছে। তখন সে আর কিছু বলবে না। কেননা পাল থেকে দু'একটি বকরী পাহাড়ে হারিয়ে থাকে।

একথা শোনামাত্র রাখাল আব্দুল্লাহ বিন উমর (রা)-এর নিকট থেকে বের হয়ে গেল এবং স্বীয় আঙ্গুল আকাশের দিকে উঠিয়ে বলল ঃ

« أَيْنَ اللهُ؟ » আল্লাহ কোথায়?

যখন রাখাল চলে গেল, তখন আব্দুল্লাহ বিন উমর (রা) এ বাক্যটি বার বার বলতে লাগলেন ঃ

« أَيْنَ اللهُ؟ » আল্লাহ কোথায়? আল্লাহ কোথায়?

যখন আব্দুল্লাহ বিন উমর (রা) মদীনায় ফেরত আসলেন তখন রাখালের মালিকের নিকট নিজের লোক পাঠিয়ে তার কাছ থেকে ঐ বকরীর পাল এবং রাখাল কিনে নিলেন আর তাকে মুক্ত করে দিয়ে বকরীর পাল তাকে দান করে দিলেন।

---

১. শুআবুল ঈমান, বায়হাকী-(৫২৯১), উসদুল গাবা-(৩০৮৬), মাজমাউজ যাওয়ায়েদ-(৯/৩৪৭) আল-মু'জাম আল কাবীর লিত তাবায়ানী-(১৩০৫৪) ঘটনাটি হাসান সনদে বর্ণিত হয়েছে।

৮৭

সুফিয়ান সাওরী (রা)-এর চিঠি

মুসলমান আলেমগণের অভ্যাস ছিল যে, তারা ব্যক্তিগত প্রয়োজনে শাসকদের দরজায় যেতেন না। তবে শাসকদেরকে পরকালের কথা স্মরণ করানোর জন্য অবশ্যই তাদের নিকট যেতেন। সেখানে গিয়ে তারা এ সমস্ত মাজলুম, দুর্বল লোকদের সমস্যার কথা নির্দ্বিধায় পেশ করতেন। যাদের কথা ওখানে বলার মত কেউ ছিল না। বহু উলামা এমনও ছিলেন যারা নিজেদেরকে শুধু ঘর ও মসজিদের মাঝে সীমিত রাখতেন এবং ওয়াজ নসীহতও সাধারণ মানুষকেই করতেন। কেননা শাসকদের ভিন্ন পথ অবলম্বন ও দ্বীনের প্রতি অনীহাভাব তাদের জন্য সত্য গ্রহণে বাধা হয়ে থাকত। আল্লাহ তার রাসূল ﷺ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন থেকে তাদের অন্তর খালি ছিল। যে কারণে তাদের দরবারে অন্যায় ও নাজায়েয কর্মকাণ্ডের আলাপ-আলোচনা হত। অবাধ্যতা ও পাপের বাজার গরম থাকত। সেখানে সত্য গ্রহণের পরিবর্তে সত্য অস্বীকারের ব্যবস্থা পরিপূর্ণ থাকত।

ঐ সমস্ত আলেমগণের একজন ছিলেন মুহাদ্দিস, ফকীহ, বুযুর্গ, আলেমে দ্বীন ইমাম সুফিয়ান সাওরী (রা) যার ব্যাপারে ইতিহাস গ্রন্থসমূহে লেখা হয়েছে যে,

«لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَعْلَمَ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مِنْ سُفْيَانَ»

হালাল ও হারামের ব্যাপারে সুফিয়ান সাওরী (রা) সর্বাধিক অবগত ছিলেন। সুফিয়ান সাওরী হারুন-অর-রশীদের শাসনামলে ছিলেন, যখন হারুন-উর-রশীদ খেলাফাত লাভ করলেন এবং খলীফা হলেন তখন বহু উলামা স্বপরিবারে তাকে মোবারকবাদ জানানোর জন্যে গিয়েছিল; কিন্তু সুফিয়ান সাওরী (রা) নিজেকে তা থেকে বিরত রেখেছিলেন। অথচ

হারুন-উর-রশীদ তার বৈঠকে সুফিয়ান সাওরীকে দেখতে না পাওয়াতে নিজের কাছে অন্য রকম মনে হল। তাই সে ইমাম সুফিয়ান সাওরী (রা)-এর নামে আমীরুল মো'মেনীন হারুন-উর-রশীদের পক্ষ থেকে দ্বীনি ভাই সুফিয়ান সাওরী নামে-

«بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ»

আমার ভাই! আপনি ভাল করেই জানেন যে, আল্লাহ তায়ালা মোমেনদেরকে ভাই ভাই করেছেন। ইসলাম ভ্রাতৃত্বকে খুবই গুরুত্ব দিয়েছে তাই আমি আপনাকে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে ভাই বানালাম, আমি এই ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে কাদা লাগাতে দিব না আর না কখনও আপনার সাথে মুহাব্বাত ও সম্পর্ক ছিন্ন করব। আমি আপনার জন্য আমার অন্তরে সর্বোচ্চ স্থান রাখব; কিন্তু এ ঘটনায় আমার আফসোস! লাগছে যে, যখন আমাকে খেলাফত দেয়া হল তখন আমার এবং আপনার ইসলামী ভাইগণ (উলামা) আমার সাক্ষাতে এসেছে এবং আমাকে শাসনকার্য গ্রহণে মোবারকবাদ দিয়েছে। অথচ সেদিন আমার চোখ আপনাকে দেখা থেকে বঞ্চিত ছিল।

আমি ঐ আলেমগণের জন্য দানের দরজা উন্মুক্ত রেখেছি। এতে আমি আত্মতৃপ্তি লাভ করেছি। আমার চক্ষুও তৃপ্তি লাভ করেছে। দেরীতে হলেও আমি আপনার আগমনের আশাবাদী যা আমার আনন্দের কারণ হবে। আমি আমার পক্ষ থেকে এ চিঠি লিখছি যাতে আপনি আমার মুহাব্বাত ও আন্তরিকতা সম্পর্কে অবগত হতে পারেন। আবু আব্দুল্লাহ! আপনি এও অবগত আছেন যে, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এক মুসলমানকে যিয়ারত করা এবং সম্পর্ক বজায় রাখার কি ফযিলত, তাই আমার এ চিঠি আপনার হস্তগত হওয়া মাত্র যত দ্রুত সম্ভব আমার সাথে সাক্ষাত করার জন্য চেষ্টা করবেন।

চিঠি লিখে হারুন-উর-রশীদ ইবাদ নামী এক সভাসদের মাধ্যমে পাঠিয়ে দিলেন যাতে যত দ্রুত সম্ভব তা সুফিয়ান সাওরী (রা)-এর হাতে পৌঁছে।

ইবাদের বর্ণনা অনুযায়ী সে হারুন-উর-রশীদের চিঠি নিয়ে কুফা অভিমুখে রওয়ানা হল, তখন সুফিয়ান সাওরী মসজিদে যাচ্ছিলেন, যখন সে আমাকে দেখল তখন সাথে সাথে এ বলে দাঁড়িয়ে গেলেন যে,

«أَعُوذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ»

আমি ঘোড়া থেকে মসজিদের দরজায় নামলাম, সুফিয়ান সাওরী আমাকে দেখে নামায পড়তে লাগলেন অথচ তখনও কোন নামাযের সময় হয় নাই। আমি মসজিদে প্রবেশ করে তাঁকে সালাম দিলাম, কিন্তু তার ছাত্রদের মধ্য থেকেও কেউ আমার দিকে তাকাল না আমি চুপ চাপ দাঁড়িয়ে থাকলাম, কেউ আমাকে বসতেও বলল না। আমি খুব ভয় পেতে থাকলাম। আমি হারুন-উর-রশীদের চিঠি সুফিয়ান সাওরী (রা)-এর নিকট দিলাম, সুফিয়ান সাওরী যখন চিঠি দেখলেন তখন তিনি কেঁপে উঠলেন এবং একটু দূরে সরে গেলেন। মনে হচ্ছিল এ যেন কোন চিঠি নয় বরং সাপ যা মেহরাব থেকে বের হয়ে আসছে। সুফিয়ান সাওরী (রা) রুকু সিজদা শেষ করে সালাম ফিরালেন এবং জামার ভিতর হাত ঢুকিয়ে এ চিঠি দ্রুত পিছনে বসা এক ছাত্রের নিকট দিয়ে তা খুলে পড়তে বললেন। আমি এমন বিষয় থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই যে, আমার হাত এমন কিছু স্পর্শ করা থেকে দূরে থাকে যা কোন অত্যাচারীর হাত স্পর্শ করেছে।

এক ছাত্র চিঠি খুলল যার অবস্থাও ঐ রকমই ছিল, সে চিঠি খোলার সময় কাঁপতে ছিল। এরপর সে চিঠি পড়তে শুরু করল, সুফিয়ান সাওরী (রা) পড়া শুনে আশ্চর্য হলেন। যখন ছাত্র চিঠি পড়া শেষ করল তখন তিনি বললেন যে, এ চিঠির অপর পৃষ্ঠায় লিখ! উপস্থিত লোকদের কেউ বলে

উঠল যে, আবু আব্দুল্লাহ! এটি খলিফার চিঠি, কোন পরিষ্কার কাগজে উত্তর লিখলে সুন্দর হবে।

সুফিয়ান সাওরী (রা) বললেনঃ না, এ যালেমের চিঠির উত্তর ঐ চিঠির অপর পৃষ্ঠায় লিখ। যদি এ কাগজটি হালাল উপার্জনের হয় তাহলে সে এর বদলা পাবে, আর যদি হারাম উপার্জনের হয় তাহলে এর সাথে সেও জ্বলবে। আর আমার কাছে এমন কিছু রাখা সম্ভব নয় যা কোন যালেমের হাত স্পর্শ করেছে। কেননা এতে আমার ধর্মভীরুতায় কমতি দেখা দিতে পারে।

বলা হলঃ এর উত্তর আমি কি লিখব?

«بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ»

সুফিয়ানের পক্ষ থেকে, আমার সাগরে ডুবন্ত হারুন-উর-রশীদের নামে, যে ঈমানের স্বাদ ও কুরআন তেলাওয়াতের শান্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

আমি তোমার চিঠির উত্তরে স্পষ্ট করে বলছি যে, আমি তোমার মুহাব্বাত ও সম্পর্কের রশি গর্দান থেকে তুলে ফেললাম, আর তোমার ভ্রাতৃত্বের অভিনয় তোমাকে ফিরিয়ে দিলাম, তুমি অন্যায়ভাবে মুসলমানদের বায়তুল মালে যে হস্তক্ষেপ করেছ এবং লৌকিকতার জন্য তোমার সাথে সাক্ষাতকারীদেরকে পুরস্কার দিয়েছ এটা সরাসরি নাজায়েয যে ব্যাপারে তুমি আমার নিকট চিঠি লিখে স্ববিরোধী সাক্ষী বানিয়েছ। আমি আমাকে এবং তোমার এ চিঠির শ্রবণকারীদেরকে তোমার বিরোধী সাক্ষী হিসেবে পেশ করছি। পরকালেও আল্লাহর সামনে তোমার বিরোধী সাক্ষী হিসেবে দাঁড়াব। যেখানে ন্যায়পরায়ণতা ব্যতীত আর কিছুই থাকবে না।

হে হারুন! তুমি মুসলমানদের অজ্ঞাতস্বরে তাদের বায়তুল মালে হস্তক্ষেপ করেছ। তোমার এ কাজে কি তারা সন্তুষ্ট আছে। যাদের অন্তর

জয়ের জন্য (নও মুসলিম) আল্লাহ তায়ালা বায়তুল মালের অংশ নির্ধারণ করেছেন? যাকাত ও কর উসূলকারীরা কি তোমার এ কাজে সন্তুষ্ট আছে? মুসলিম মুজাহিদগণ যারা এ মালের সর্বাধিক হকদার তারা কি এ কাজে খুশি আছে? মুসাফিরদের হক নষ্ট করে তুমি বায়তুল মালে যে বিনা প্রয়োজনে হস্তক্ষেপ করেছ মুসাফিররা কি এতে সন্তুষ্ট আছে? কুরআনের কোন ধারক ও কোন আলেমে দ্বীন কি তোমার এ কাজকে সমর্থন করবে? এতীমরা কি তোমার এ কাজে সমর্থন দিবে? বিধবারা কি এটা মানবে? যে তাদের হকের সম্পদ তুমি এখানে যেখানে খুশি সেখানে খরচ করবে? না তোমার এ কাজে তোমার প্রজারা খুশি আছে না কখনও নয়!

হারুন! তুমি যে অন্যায় হস্তক্ষেপ করেছ এ জন্য তুমি কোমর বেঁধে প্রস্তুতি নাও আল্লাহর নিকট এর উত্তর দিতে। আর হ্যাঁ যে বিপদ আসবে তা প্রতিরোধের ব্যবস্থাও গ্রহণ কর। দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস কর এমন এক মহা শক্তিধরের সামনে তোমাকে উপস্থিত হতে হবে যে ন্যায়পরায়ণ, তাঁর সামনে বিন্দু পরিমাণেও টালবাহানা চলবে না।

হারুন! যখন তুমি জ্ঞান চর্চা, কুরআন তেলাওয়াত এবং আল্লাহর ওলামাদের বৈঠক থেকে নিজেকে বঞ্চিত করেছ এবং এর বিপরীতে নিজেকে যালেমদের অন্তর্ভুক্ত করেছ। যালেমদের শিরমণি সেজেছ, অতএব আল্লাহর নিকট জবাবদিহিতার জন্য ভাল করে প্রস্তুতি নাও। আল্লাহকে ভয় কর! হারুন খাটে বসে রেশমী কাপড় পরে আনন্দ উল্লাস করছ এবং নিজের দরজার সামনে বাধাদানকারী নিযুক্ত করেছ এতদ্ব্যতীত তোমার অত্যাচারী সৈন্যদেরকে তোমার দরজার বাহিরেও বিভিন্ন স্থানে নিয়োগ করেছ যারা মানুষের ওপর বর্ণনাতীত যুলুম করে। ইনসাফ তাদের ধারে কাছেও স্থান পায় না।

মদ্যপান তোমার সৈন্যদের নিদর্শন অথচ কোন সাধারণ মানুষ তা করলে তার ওপর লাঠি চার্জ করা হয়। নিজেরা ব্যভিচারী অথচ প্রজাদের কেউ এ কাজ করে ধরা পড়লে তাকে পাথর মারা হয়। নিজেরা চুরির বাজারকে মাতিয়ে রেখেছে তা দেখার কেউ নেই; কিন্তু প্রজাদের কেউ চুরি করলে সাথে সাথে তার হাত কাটা হয়। নিজেরা হত্যা রাহাজানি করে কিন্তু সর্বসাধারণের কেহ খুন খারাবী করলে সে মামলায় আটকে যায় এবং তার বদলা নেয়া হয়। এ শরয়ী বিধান সাধারণের ওপর বাস্তবায়নের পূর্বে তোমার ওপর বাস্তবায়ন হওয়া উচিত নয়? তোমার জন্য এক আইন আর প্রজাদের জন্য অন্য আইন? নাকি তুমি অপরাধে লিপ্ত হওয়ার উর্ধ্বে যে, তুমি বিনা বাধায় সব কিছু করবে, আর সাধারণ মানুষকে যখন খুশি তখন অপরাধী বানিয়ে সাজা দিবে?

হারুন! একটু চিন্তা কর, বুঝে শুনে কাজ কর, হুঁশিয়ার হও! কাল কিয়ামতে যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে ঘোষণা হবে যে, যালেম ও তাদের সহচরদেরকে একত্রিত কর তখন তোমার কি অবস্থা হবে? যখন তুমি আল্লাহর নিকট আসামী হিসেবে উপস্থিত হবে।

হারুন! আমি জানি, তুমি নিজে নিজের কাঁধে মুসীবতের পাহাড় স্থাপন করেছ। তুমি তোমার নেক আমলসমূহ অন্যের পাল্লায় রাখছ আর অপরের পাপসমূহ স্বীয় পাল্লায় উঠাচ্ছ। এ যেন মন্দের ওপর মন্দ, অন্ধকারের ওপর অন্ধকার!!

হারুন! প্রজাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। আর মুহাম্মদ ﷺ-এর বাণীসমূহকে প্রজাদের মধ্যে চালু কর। দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস কর যে, তুমি আজ যে শাসকের চেয়ারে বসে আছ খুব শীঘ্রই তা অন্যের হস্তগত হবে। আর এ দুনিয়ারও একই অবস্থা যে, কখনও কেউ তার মালিক বনে যায় আবার কখনও সে কারো দাসেতে পরিণত হয়। অঙ্গীকার ভঙ্গকারীদের

সমাবেশে বসে অঙ্গীকার রক্ষার বুলি আওড়াচ্ছ। যারা সুযোগ পাওয়া মাত্র অপরের বাহু বন্ধনে চলে যেতে মোটেও লজ্জা করে না। এ চেয়ারে বসে বহু লোক ন্যায়পরাণয়তার সাথে কাজ করেছে এবং সুদৃঢ়ভাবে এর মাধ্যমে জনকল্যাণ সাধন করেছে। আবার বহু মানুষ এ চেয়ারকে অন্যায়ভাবে ব্যবহার করেছে যার ফলে তার ইহকাল ও পরকালকে ধ্বংস করেছে। হ্যাঁ, হে হারুন! তুমি আর কখনও কোন অবস্থাতেই আমাকে কোন চিঠি লিখবে না। কেননা এরপরে আমি আর তোমার কোন পত্রের উত্তর দিব না? ওয়াস সালাম।

হারুন-উর-রশীদের দূত ইবাদের বর্ণনা যে, সুফিয়ান সাওরী (রাহিঃ) সীল মোহরহীন চিঠিটি বিনা খামে আমার দিকে নিক্ষেপ করল। আমি চিঠি নিয়ে কুফা বাজারে আসলাম, তখন উপদেশের মাধ্যমে আমার অন্তর মুগ্ধ ছিল, তাই আমি উচ্চৈঃস্বরে বললাম ঃ কুফাবাসী! তোমাদের মধ্যে কে এমন ব্যক্তিকে খরীদ করবে যে পাপের ভয়ে আল্লাহর পথে ছুটে চলছে? এ আওয়াজ শোনামাত্র বহু লোক আমার দিকে টাকা পয়সা নিয়ে ছুটে চলে আসল। আমি তাদেরকে বললামঃ আমার ধন-সম্পদের কোন দরকার নেই, তবে আমাকে শুধু সাধারণ একটি জামা ও একটি চাদর দাও! কেননা আমি এর প্রয়োজনীয়তাই অনুভব করছি।

একজনে আমার চাহিদা মিটাল। অতঃপর আমি আমার আগের জামা কাপড় জুতা ফেলে এ চাদর গায়ে জড়িয়ে পায়ে হেঁটে হারুন-উর-রশীদের দরবারে উপস্থিত হলাম। দারোয়ান আমাকে দেখে ঠাট্টা করল। অতঃপর আমাকে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হল। আমাকে এ সাধারণ পোশাকে দেখে হারুন-উর-রশীদ দাঁড়িয়ে গেল এরপর বসে নিজের মাথা ও চেহারায় হাত মারছে আর বলছে আমার পাঠানো দূত মূল্যবান বাজার করেছে অথচ আমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি। পার্থিব

ক্ষমতা আমাকে কি কোন উপকার করে দিবে? এত খুব দ্রুত আমার হাত ছাড়া হয়ে যাবে!

এরপর তার দিকে সুফিয়ান সাওরীর চিঠি নিক্ষেপ করলাম যেমন তিনি আমাকে দিয়েছিলেন। হারুন যখন চিঠি পড়তে ছিল তখন চোখের পানি তার চেহারা দিয়ে গড়িয়েপড়ছিল। আর সে ফুঁপাতে লাগল এ দেখে তাঁর সহচরদের একজন বলে উঠলঃ আমীরুল মোমেনীন! সুফিয়ানের এ সাহস যে. সে আপনার ব্যাপারে কথা বলেছে! আপনি কাউকে পাঠান যাতে সে সুফিয়ানকে লোহার জিঞ্জিরে আবদ্ধ করে ছেঁচড়িয়ে নিয়ে আসবে। আর আপনি তাকে বন্দীশালায় নিক্ষেপ করে ভয়ানক ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিবেন, যা অন্যের জন্য শিক্ষাণীয় হয়ে থাকবে।

হ্যাঁ, খলীফা ও শাসকদের নিকট এ ধরনের স্বার্থন্বেসী অকল্যাণকামী পরামর্শ দাতারাই থাকে, যারা নিজেদের আখের গোছাতে এবং চাটুকারিতার জন্য তাদেরকে খারাপ পরামর্শ দিয়ে নিজেরাও আল্লাহর শাস্তির হকদার হয় এবং তাদেরকেও জাহান্নামের গভীরে নিক্ষেপ করে। সর্বকালেই এ ধরনের খারাপ লোকদের সংখ্যা অসংখ্য ছিল। আর এখন এই রোগ ছোট বড় কোম্পানীসমূহে এমন কি দ্বীনি প্রতিষ্ঠান সমূহেও ঢুকেছে। যেখানে ন্যায়পরায়ণতার জানাযা হয়ে গেছে এবং সত্যের আওয়াজ মুমূর্ষ অবস্থায় সময় কাটাচ্ছে। বহু কমসংখ্যক মালিক ও দায়িত্বশীল রয়েছে যারা বাস্তব সত্যকে পছন্দ করে কামিয়াব হতে পারে।

মূলকথাঃ যখন এ অকল্যাণকামী পরামর্শদাতা সুফিয়ান সাওরীর বিরুদ্ধে পরামর্শ দিল এবং হারুন-উর-রশীদকে তাঁর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে চাইল তখন হারুন-উর-রশীদ তার কথার কারণে তাকে সতর্ক করল এবং তার চাটুকারিতার ফাঁদে মোটেও দৃষ্টি দেন নাই। কেননা সুফিয়ান সাওরীর উপদেশ তার মন মস্তিষ্কে প্রতিক্রিয়া করেছে তাই সে বলে উঠল?

«اُتْرُكُوْا سُفْيَانَ وَشَأْنَهُ يَا عَبِيْدَ الدُّنيَا، الْمَغْرُورُ مَنْ غَرَرْتُمُوهُ وَالشَّقِيُّ وَاللّٰهِ ! مَن جَالَسْتُمُوهُ، إِنَّ سُفْيَانَ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ»

হে দুনিয়ার কৃতদাসরা! সুফিয়ানকে তার অবস্থায় থাকতে দাও। (তাঁর ব্যাপারে বে-আদবীমূলক কোন কথা বল না) অহংকারী মূলতঃ সেই যার উল্টে-সিদা প্রশংসা করে তোমরা তাকে অহংকারের পোশাক পরিয়েছ। 'আল্লাহর কসম! মূলতঃ দুর্ভাগা তো সে-ই তোমরা যার সভাসদ হয়েছ। সুফিয়ান তো একা এক জাতি! অতঃপর হারুন-উর-রশীদের অবস্থা এ দাঁড়াল যে, প্রত্যেক নামাযের পর সুফিয়ান সাওরীর (রা) চিঠি পড়তেন এবং ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এ অভ্যাস জারী ছিল। সুফিয়ান সাওরীর (রা) কর্কষ শব্দের এই উপদেশের ফায়দা এ দাঁড়িয়েছে যে, খলীফা হারুন-উর-রশীদের জীবনে বিপ্লব ঘটে গিয়েছিল। এখন সে তার অভ্যাসে পরিণত করেছে যে, সে এক বছর পবিত্র হজ্জ পালন করবে আর অন্য বছর মুজাহিদদের সাথে সীমান্ত এলাকায় জিহাদে যাবে। এরই ওপর সে অটল ছিল এমনকি তাঁর শাসনামলে ইসলামী সাম্রাজ্য এত প্রশস্ত হয়েছিল যে, সূর্য তাঁর সাম্রাজ্যের সীমান্ত ত্যাগ করতে পারত না। না বিজলীর চমক তার সাম্রাজ্য ছেড়ে যেতে পারত। তাই ঐতিহাসিকগণ লিখেছেনঃ

«وَأَصْبَحَتِ الدَّوْلَةُ الإِسْلاَمِيَّةُ فِي عَهْدِهِ لاَ تَغِيْبُ عَنْهَا الشَّمْسُ وَلاَيَتَخَطَّاهَا الْبَرْقُ»

হ্যাঁ, এই হল ঐ খলীফা যার সাম্রাজ্য এত প্রশস্ত হয়েছিল যে, সে একদা বাদলের গর্জন শুনে হাসতে হাসতে বলেছিলঃ

«أَيْنَمَا تَذْهَبِي يَأْتِيْنِي خَرَاجُكِ»

যেখানেই বর্ষণ কর না কেন তোমাদের কর আমার কাছেই আসবে। হে আল্লাহ! আমাদের শাসকদেরকে ভাল পরামর্শদাতা দান কর। তাদের জ্ঞান বুদ্ধিকে ইসলামী জ্ঞান বুদ্ধিতে পরিণত কর। আমীন!

৮৮

নেতৃত্বের হকদার

আসমা বিন খারেজা আল ফাযারী কুফার অধিবাসী ছিলেন, তিনি অত্যন্ত উদার স্বজাতির সরদার ছিলেন। তাঁর সুশাসন এবং বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ছিল। একদা তিনি খলীফা আব্দুল মালেক বিন মারওয়ানের নিকট এসেছিলেন, সে জিজ্ঞেস করলঃ তুমি মানুষের ওপর কিভাবে সরদারী কর?

আসমা বিন খারেজা বললঃ এ প্রশ্ন আপনি অন্য কারো নিকট কেন করলেন না?

আব্দুল মালেক বললঃ তোমার কতিপয় ভদ্রতাপূর্ণ আচরণ সম্পর্কে আমি অবগত হয়েছি, তাই তোমার কাছ থেকে উপদেশ নিতে চাই।

আসমা বিন খারেজা বললঃ আপনি যখনি এ সিদ্ধান্ত নিয়েই নিয়েছেন তাহলে যখন কেউ আমার নিকট কোন প্রয়োজনের কথা বলে তখন আমি মনে করি আমার প্রতি অনুগ্রহ করল। যখন কাউকে আমার সাথে খাবার খেতে ডাকি তখন মনে হয় সেও আমার প্রতি অনুগ্রহ করল। যখন কোন ব্যক্তি আমার নিকট কোন প্রশ্ন নিয়ে আসে তখন আমি তার প্রয়োজন

মিটানোর জন্য সদা চেষ্টা করি। আমি কাউকে গালি দেই নাই। আর কেউ যদি আমাকে গালি দেয় তাহলে আমি তার উত্তর দেই না। কেননা গালিদাতা দুই প্রকার মানুষের কোন এক প্রকার হতে পারে। হয়তবা তাহলে এটা হবে তার বাক চাতুরী, আমি তখন ক্ষমা করি, আর যদি তা না হয় তাহলে অভদ্র হবে, তখন তার থেকে আমার মান-ইজ্জত রক্ষা পাবে। আব্দুল মালেক একথা শুনে বললঃ

«حَقٌّ لَكَ أَنْ تَكُوْنَ سَيِّدًا شَرِيفًا»

নিঃসন্দেহে তুমি নেতৃত্বের হকদার ও ভদ্র।

৮৯

হাজ্জাজ ও বেদুঈনের কথোপকথন

সাঈদ বিন উরওয়া বর্ণনা করেনঃ হাজ্জাজ বিন ইউসুফ[১] একদা মক্কায় যাচ্ছিল, যাওয়ার পথে রাস্তায় তাঁবু ফেলল, আর নিজের দারোয়ানকে বললঃ দেখ যদি কোন বেদুঈন পাও তাহলে তাকে নিয়ে আসবে, যাতে সে আমার সাথে খাবারে অংশ নেয়। হাজ্জাজের এ অভ্যাস ছিল যে, যখন সে খেতে বসত তখন অন্য কাউকে সাথে বসাত।

---

১. এ হল হাজ্জাজ বিন ইউসুফ বিন আবু আকীল বিন মাসউদ বিন আমের আসসাকাফী। তার জন্ম হয়েছিল ৪১ হিজরীতে, সে পূর্ণ যুবক ছিল, সাহিত্যে তার পূর্ণ দখল ছিল, কুরআনে কারীমের হাফেজ ছিল, কোন কোন পূর্বসূরী বলেনঃ হাজ্জাজ প্রতি রাতে কুরআন তেলাওয়াত করত; কিন্তু কঠিন হৃদয়ের অধিকারী ছিল, জ্ঞানীদের ঘোর বিরোধী ছিল। সে বহু আলেমকে হত্যা করেছে। সে ছিল একজন রক্ত পিপাসু। আব্দুল মালেক বিন মারওয়ান তাকে ইরাকের গভর্নর করেছিল। সে যথেষ্ট খারাপ লোক ছিল। তার মৃত্যুর সময় এক লক্ষ লোক তার বন্দীশালায় বন্দী ছিল।

দারোয়ানের দৃষ্টি পড়ল এক বেদুঈনের ওপর যে দু'টি চাদর জড়িয়ে শুয়ে ছিল। সে বেদুঈনকে সম্বোধন করে বললঃ গভর্নরের দাওয়াত গ্রহণ কর।

যখন ঐ বেদুঈন হাজ্জাজের নিকট আসল তখন হাজ্জাজ বললঃ কাছে আস এবং আমার সাথে খাবার খাও।

বেদুঈন বলল ঃ

«إِنَّهُ دَعَانِي مَنْ هُوَ أَكْرَمُ مِنْكَ»

আমাকে এক সত্তা দাওয়াত দিয়ে রেখেছেন যে তোমার চেয়ে মর্যাদাবান।

হাজ্জাজ কে ঐ সত্তা?

বেদুঈন আল্লাহ আমাকে রোযা রাখার দাওয়াত দিয়েছেন তাই আমি রোযা রেখেছি।

হাজ্জাজঃ এ কঠিন গরমের মধ্যে তুমি রোযা রেখেছ?

বেদুঈনঃ জ্বী হ্যাঁ, আমি ঐ দিনের আরামের জন্য রোযা রেখেছি যে দিন এর চেয়ে কয়েক গুণ বেশি গরম হবে। হাজ্জাজ ঠিক আছে, আজকে খেয়ে নাও আগামী দিন রোযা রাখিও।

বেদুঈন ঃ

«عَجِبْتُ لَكَ يَا حَجَّاجُ ! أَتَضْمَنُ لِيَ الْبَقَاءَ إِلَى غَدٍ؟»

তোমার কথায় আমি আশ্চর্যবোধ করছি হে হাজ্জাজ! আগামীকাল পর্যন্ত বেঁচে থাকার গ্যারান্টি কি তুমি দিতে পার?

হাজ্জাজঃ এটা আমার ক্ষমতার বাহিরে।

বেদুঈনঃ তাহলে কেন তুমি আজকের কাজ আগামী দিনের জন্য রাখতে বলছ, যার অধিকার তোমার হাতে নেই।

হাজ্জাজঃ ভাই এটা খুবই উত্তম ও সুস্বাদু খাবার।

বেদুঈনঃ আসলে তুমি এ খাবারকে সুস্বাদু করতে পার নাই আর না এটা এ বাবুর্চির কৃতিত্ব; বরং সুস্থতাই এ খাবারকে সুস্বাদু করেছে। যদি সুস্থ না থাকতে তাহলে কোন সুস্বাদু খাবারই সুস্বাদু মনে হত না।

হে হাজ্জাজঃ আমি তোমাকে এবং তোমার খাবার ত্যাগ করছি। তুমি আমাকে আমার প্রভুর সাথে ছেড়ে দাও। এ বলে বেদুঈন বের হয়ে গেল এবং হাজ্জাজের সাথে আর খাবার খেল না।

৯০

মূসা (আ)-এর কানা ঘোষা

মূসা (আ) আল্লাহর নিকট চুপি চুপি বলল ঃ হে আল্লাহ! তোমার চেহারা কোন দিকে? উত্তরে না দক্ষিণে? যাতে আমি ঐদিকে মুখ করে তোমার ইবাদত করতে পারি।

আল্লাহ তায়ালা মূসা (আ)-এর নিকট অহী পাঠালেনঃ হে মূসা! তুমি আগুন জ্বালাও, এরপর চতুর্পার্শ্বে চক্কর লাগাও এবং দেখ আগুনের রুখ কোন দিকে।

মূসা (আ) আগুন জ্বালিয়ে তার চতুর্পার্শ্বে চক্কর লাগিয়ে দেখছেন যে, চতুর্পার্শ্বে আগুনের আলো একই রকমের।

তখন সে আল্লাহর নিকট আরজ করলঃ হে আল্লাহ! আমি চতুর্পার্শ্বে আগুনের রুখ একই রকম দেখেছি।

আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ হে মূসা! আমার উদাহরণ ও ঐ রকমই।

মূসা (আ) বললঃ হে আল্লাহ তুমি ঘুমাও কি না?

আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ তার প্রতি অহী পাঠালেনঃ হে মূসা! পানি ভরপুর একটি বাটি তোমার উভয় হাতে রেখে আমার সামনে দাঁড়াও এবং তন্দ্রাচ্ছন্ন হবে না।

মূসা (আ) তাই করল। আল্লাহ তাকে সামান্য তন্দ্রা দিলেন সাথে সাথে পেয়ালা তার হাত থেকে পড়ে গিয়ে ভেঙ্গে গেল এবং পানি পড়ে গেল। মূসা চিল্লিয়ে উঠলেন এবং ঘাবড়িয়ে গেলেন।

অতঃপর আল্লাহ তায়ালা বললেন ঃ হে মূসা! আমি যদি চোখের এক পলক ঘুমিয়ে যাই তাহলে এ আকাশ ও যমীন দহরম মহরম হয়ে যাবে। যেমনঃ তোমার পেয়ালা মাটিতে পড়ে গেল। আর এরই ইঙ্গিত বহন করে আল্লাহর বাণী ঃ

«إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ وَالأَرْضَ أَن تَزُوْلاَ وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا»

অর্থঃ "আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীকে সংরক্ষণ করেন যাতে ওরা স্থান চ্যুৎ না হয়। ওরা স্থানচ্যুৎ হলে তিনি ব্যতীত কে এতদুভয়কে সংরক্ষণ করবে? তিনি অতি সহনশীল ক্ষমাপরায়ণ। (সূরা ফাতিরঃ ৪১)

মূসা (আ) বলল ঃ হে আমার প্রভু! তুমি কেন সৃষ্টিকে সৃষ্টি করেছ তোমার তো তাদের কোন প্রয়োজন নেই?

আল্লাহ তায়ালা বললেন ঃ আমি এদেরকে এজন্য সৃষ্টি করেছি যাতে তারা আমাকে চিনতে পারে, আমার নিকট তাদের প্রয়োজনের কথা ব্যক্ত করে। আর আমি তাদের প্রয়োজন মিটাব। আর আমার নাফরমানীর পর ক্ষমা প্রার্থনা করে। আর আমি তাদেরকে ক্ষমার ঘোষণা দিব। মূসা (আ) বললেন ঃ হে প্রভু! তুমি কি এমন কোন জিনিস সৃষ্টি করেছ যা শুধু তোমার ইবাদতেই মগ্ন থাকে? আল্লাহ তায়ালা বললেনঃ হ্যাঁ মোমেনের অন্তর যা একনিষ্ঠভাবে শুধু আমারই কথা স্মরণ করে। মূসা (আ) বললঃ হে আল্লাহ এ কেমন করে? আল্লাহ তায়ালা মূসা (আ) কে বললেন ঃ যখন

মোমেন বান্দা আমাকে ভুলতে পারে না তখন তার অন্তর আমার স্মরণে **ব্যস্ত থাকে** আর আমার বড়ত্ব তাকে ঘিরে রাখে। আর যে আমাকে স্মরণ **করে,** আমি তার সাথী হয়ে যাই।

৯১

পাঁচটি বিষয়ের জ্ঞান

ইমাম মালেক বিন আনাস মালাকুল মাউতকে স্বপ্নে দেখলেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ হে মালাকুল মাউত, আমি আর কতদিন বাঁচব?

মালাকুল মাউত তাঁকে পাঁচ আঙ্গুল দেখিয়ে ইশারা করলেন।

ইমাম মালেক জিজ্ঞেস করলেন ঃ এ পাঁচ আঙ্গুলের কি অর্থ? পাঁচ দিন, না পাঁচ সপ্তাহ, না পাঁচ মাস, না পাঁচ বছর? মালাকুল মাউতের কাছ থেকে উত্তর শোনার পূর্বেই ইমাম মালেকের ঘুম ভেঙ্গে গেল। তখন তিনি বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন ইবনে সীরীনের নিকট গেলেন যিনি স্বপ্নের ব্যাখ্যাকার হিসেবে খুব প্রসিদ্ধ ছিলেন।

ইমাম মালেক তাকে বলল ঃ আমি স্বপ্নে মালাকুল মাউতকে দেখেছি এবং তাকে জিজ্ঞেস করেছি আমার হায়াত আর কতদিন বাকী?

মালাকুল মাউত তার পাঁচ আঙ্গুল দিয়ে আমার প্রতি ইশারা করেছে আমি বুঝতে পারলাম না যে, এ থেকে কি পাঁচ দিন, না পাঁচ সপ্তাহ, না পাঁচ মাস, না পাঁচ বছর উদ্দেশ্য?

ইমাম ইবনে সীরীন উত্তরে বললেন ঃ হে ইমাম দারুল হিজরা! এ পাঁচ জিনিসের উদ্দেশ্য পাঁচ বছর, পাঁচ মাস, পাঁচ সপ্তাহ, পাঁচ দিন নয় বরং এ থেকে মালাকুল মাউতের উদ্দেশ্য হল ঐ পাঁচটি গায়েবী (অদৃশ্য) বিষয় যার জ্ঞান আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ রাখে না।

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন ঃ

«إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ»

অর্থঃ "নিঃসন্দেহে কিয়ামত সম্পর্কে আল্লাহ অবগত আছেন, তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন। জরায়ুতে কি আছে এ সম্পর্কে তিনিই অবগত আছেন, কেউ জানেনা যে আগামী দিন সে কি অর্জন করবে? না কেউ অবগত যে, সে কোথায় মৃত্যুবরণ করবে। স্মরণ রাখ! আল্লাহ তায়ালাই সর্বজ্ঞ, সর্ব বিষয়ে অবহিত। (সূরা লোকমানঃ ৩৪)

৯২

কল্যাণময় সমাপ্তি

একজন মুসলমান খ্রিস্টানদের হাতে গ্রেপ্তার হল, তাকে তারা পাদরীর খেদমতে নিয়োগ করল। সে সেখানে তাদের খেদমত করত, সাথে সাথে কুরআনও তিলাওয়াত করত। পাদরীরা তার কুরআন তেলাওয়াত শুনে তাদের অন্তর নরম হয়ে গেল এবং তারা কাঁদতে লাগল এমনকি পাদরীরাও ইসলাম গ্রহণ করল; কিন্তু এই মুসলমান খ্রিস্টান হয়ে গেল।

পাদরীরা তাকে বললঃ তুমি তোমার প্রথম দ্বীনে ফিরে যাও, কেননা সেটাই উত্তম; কিন্তু এই দুর্ভাগা ইসলামে ফিরে আসল না এবং খ্রিস্টান অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করল। আমরা আমাদের শেষ পরিণতি যেন ভাল হয় এজন্য দু'আ করছি।

সুফিয়ান সাওরী (র) বলেন ঃ আমি এক ব্যক্তিকে কা'বা ঘরের গিলাফ ধরে বলতে দেখেছি ঃ হে আল্লাহ! আমাকে নিরাপত্তা দাও, হে আল্লাহ আমরা চার ভাই, আমার তিন ভাই ইন্তেকাল করেছে এবং মৃত্যুর সময় তারা পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিল। শুধু আমিই বাকী আছি, জানিনা শেষ সময়ে আমার কি হবে!

৯৩

নিয়তের ফল

কোন দুই সহোদর ভাই ছিল, তাদের একজন ছিল ইবাদতকারী এবং অন্য জন ছিল গোনাহগার। উভয়ে একই ঘরে বাস করত। ইবাদতকারী ওপর তলায় থাকত এবং ওখানেই ইবাদতে ব্যস্ত থাকত। নিচে কমই আসত, অপর ভাই নিচ তলায় থাকত, তার নিকট জীবন-যাপনের পাথেয় ছিল। সে খুব আনন্দ ফুর্তিতে মেতে থাকত, এভাবে দুইজন দুইজনের স্ব স্ব জীবন-যাপন করছিল।

একদা ইবাদতকারী মনে মনে বলল যে, জীবনের বেশির ভাগ সময়ই আল্লাহর আনুগত্যে কাটিয়েছি, কিছু সময় কেন প্রবৃত্তির অনুসরণে কাটাব না, পরে তওবা করে নিব এবং আল্লাহর পথে ফিরে আসব। আল্লাহ তায়ালা তো ক্ষমাকারী। তিনি ক্ষমা করে দিবেন। তাই সে মনে মনে চিন্তা করল যে, নিচ তলায় নেমে গোনাহগার ভাইয়ের নিকট যাবে, সেখানে তার সাথে কিছু সময় ব্যয় করে আত্মতৃপ্তি লাভ করবে। এরপর জীবনের বাকী অংশ আল্লাহর নিকট তওবা করে নিব এবং অভ্যাস অনুযায়ী বন্দেগি শুরু করব। এমন ভাব নিয়ে সে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে লাগল।

এদিকে তার গোনাহগার ভাইয়ের মনে হল যে জীবনের বেশির ভাগ সময় আল্লাহর নাফরমানিতে কাটিয়েছি অথচ আমার ভাই বড় আবেদ। সে জান্নাতের হকদার অথচ আমি জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হব। আল্লাহর কসম! আমি আল্লাহর নিকট সমস্ত গোনাহ থেকে তওবা করব। উপরের তলায় আমার ইবাদত গুজার ভাইয়ের নিকট যাব। তার সাথে বাকী জীবন ইবাদত বন্দেগির মাধ্যমে কাটাব। হতে পারে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দিবেন।

তাই গোনাহগার ভাই একনিষ্ঠ নেক নিয়ত নিয়ে উপরে আর ওপর থেকে আবেদ খারাপ নিয়তে নিচে আসতে লাগল, যাতে আত্মতৃপ্তি লাভ করতে পারে। ভাগ্যক্রমে আবেদ হোঁচট খেয়ে নিচের ভাইয়ের ওপর এসে পড়ল যে, তার সাথে সাক্ষাতের জন্য আসতে ছিল।

অবশেষে উভয়ে সেখানেই মৃত্যুবরণ করল। পুনরুত্থানের সময় আবেদকে তার বদ নিয়তের উপরে উঠানো হল, আর গোনাহগারকে তওবার নিয়তে উঠানো হলে, সহীহ মুসলিমে রাসূল ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছেঃ

«يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَامَاتَ عَلَيْهِ»

প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিয়ত অনুযায়ী উঠবে, যে নিয়তের ওপর সে মৃত্যুবরণ করেছে।[১]

১. মুসলিম (২৮৭৮)

৯৪

জাহান্নামী হয়ে গেল

আল্লামা ইবনে জাওযী এক বিশ্বস্ত ব্যক্তির বরাত দিয়ে বলেনঃ তার এক বন্ধুর ভাই দ্বীন থেকে দূরে ছিল। বাতিল ও কুফরী মতবাদের প্রচারক ছিল। তার বন্ধু নিজের পথভ্রষ্ট ভাইকে পথে আনার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছে; কিন্তু কোন ফল হয় নাই। বরং নাস্তিকতাবাদে সে আরো বেশি মগ্ন হয়েছে। কিছু দিন পর ঐ বেদ্বীন ভাই ক্যান্সারে আক্রান্ত হল এবং বিছানায় পড়ে গেল। তার ভাই তাকে দেখতে আসত, তার সাথে কথা-বার্তা বলত, তার হেদায়াতের আশা রাখত, তাকে বুঝাত, হয়ত বা আল্লাহ আমার ভাইয়ের শেষ পরিণতি ভাল করবে। একদিন রোগী তার ভাইকে বললঃ আমাকে কুরআন দাও। একথা শুনে সে খুশিতে আটখানা হয়ে গেল, হয়ত আল্লাহ তায়ালা তার অসুস্থ ভাইকে সুস্থ করেছেন। যখন সে কুরআন নিয়ে তার ভাইয়ের নিকট আসল তখন সে তা দেখেই বললঃ

এটা কুরআন?

ভাই বলল ঃ হ্যাঁ!

ঐ বদবখত নিজের দিকে ইশারা করে বললঃ এ বান্দা ঐ কুরআন অস্বীকারকারী। এ বলেই সে মৃত্যুবরণ করল। নাউযু বিল্লাহ

৯৫

এক দুর্ভাগা

ইমাম বুখারী (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, এক খ্রিস্টান মুসলমান হয়ে সূরা বাকারা ও আলে-ইমরান পড়ত। সে নবী ﷺ-এর

কাতেবে অহী (কুরআন লিখক) ছিল কিছু দিন পর সে মুরতাদ হয়ে আবার খ্রিস্টান হয়ে গেল।

সে বলতঃ মুহাম্মাদ তাই জানে না যে, আমি তার জন্য লিখেছি।

তার মৃত্যুর পর খ্রিস্টানরা তাকে মাটিতে পুঁতে দিল; কিন্তু সকালে গিয়ে দেখেছে সে মাটির ওপর পরে আছে। খ্রিস্টানরা বললঃ এটা মুহাম্মাদ এবং তার সাথীদের কাজ, আমাদের এ লোক তাদেরকে ত্যাগ করে চলে এসেছিল তারা (মনে ব্যথা পেয়েছিল) তাই এখন তারা রাতে এসে আমাদের এ লোকের কবর খুঁড়ে তাকে বের করে ফেলেছে, তখন তারা গভীরভাবে কবর খুঁড়ে সেখানে তাদের সাথীকে রাখল; কিন্তু সকালে এসে দেখেছে সে আবার মাটির ওপর পড়ে আছে। তারা আবারও ঐ কথাই বললঃ যে এটা মুহাম্মাদ এবং তাঁর সাথীদের কাজ। তারা আবারও এ সাথী তাদেরকে ত্যাগ করে চলে আসার (প্রতিশোধ) হিসেবে তার কবর খুঁড়ে লাশ বাইরে বের করেছে। তাই তারা তখন তাদের সাধ্যমত মাটি খুঁড়ে গভীর কবর বানাল এবং সেখানে তাকে দাফন করল; কিন্তু সকালে এসে দেখছে সে কবরের বাইরে পরে আছে। এবার তাদের দৃঢ় বিশ্বাস হল যে, তাদের এ সাথী মানুষ নয় (অর্থাৎ ভাল মানুষ নয়; বরং খারাপ মানুষ। তাই তার এ সাজা হচ্ছে যে, যমীন তাকে গ্রহণ করছে না।) তখন তারা তাদের সাথীকে ঐভাবেই ছেড়ে দিল।[১]

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণনা করেনঃ আমাদের মাঝে এক ব্যক্তি ছিল যার সম্পর্ক ছিল নাজ্জার বংশের সাথে। সে সূরা বাকারা এবং আলে-ইমরান তেলাওয়াত করত, সে রাসূল ﷺ-এর লেখকও ছিল। কিছু দিন পর সে পলায়ন করে আহলে কিতাবদের সাথে গিয়ে মিশল। তারা তার অতিরিক্ত প্রশংসার জন্য বলল

১. বুখারীঃ কিতাবুল মানাকিব, বাব আলামাতুন নুবুওয়াহ ফিল ইসলাম (৩১৭)।

www.waytojannah.com

যে, আমাদের এ সাথী মুহাম্মদের লেখক ছিল। আর এতে সে খুব খুশি হত। কিছু দিন পর আল্লাহ ঐ মুরতাদকে মৃত্যু দিলেন। আহলে কিতাবরা তার কবর খুঁড়ে তাকে দাফন করল, সকালে গিয়ে দেখছে সে মাটির ওপর উপুর হয়ে পরে আছে। দ্বিতীয়বার তারা কবর খুঁড়ে সেখানে তার লাশ দাফন করল; কিন্তু দ্বিতীয় দিন সকালেও তার লাশ মাটির ওপরই পাওয়া গেল। পরে তারা লাশকে ঐভাবেই ফেলে রাখল।[১]

৯৬

ঈমান বিক্রি

মুসলমানগণ রোমানদের সাথে বিভিন্ন যুদ্ধে উঁচু শির ছিল। এ ছিল ঐ যুগের কথা যখন ইসলাম অত্যন্ত দ্রুত বিস্তার লাভ করছিল। মুজাহিদদের সাথে একজন চরিত্রহীন লোক ছিল তার নাম ছিল আব্দুহ বিন আব্দুর রহমান, সে কুরআন কারীম মুখস্থ করেছিল এবং খুব সুললিত কণ্ঠে কুরআন পড়ত।

মুসলমানরা রোমের কোন এক শহর ঘেরাও করে রেখেছিল। শহরটি বিজয় হচ্ছিল না, হঠাৎ আব্দুহুর নযর পড়ল এক সুন্দরী রমণীর ওপর। ঐ রমণী অন্যান্য মহিলাদের সাথে ঐ কেল্লায় আটক ছিল। আবদুহ তার দায়িত্ব ভুলে গিয়ে ঐ রমণীকে পাওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাতে লাগল। তাকে প্রস্তাব দিল আর সেও সম্মতি দিল, আবদুহু জিজ্ঞেস করল সাক্ষাতের মাধ্যম কি? উত্তর দিল তোমার দ্বীন ত্যাগ কর এবং দেয়ালের ওপর উঠ, আমি তোমাকে নামিয়ে নিব। এ চরিত্রহীন স্বীয় ঈমান ও দ্বীন ঐ রমণীর জন্য বিসর্জন দিয়ে বিপক্ষ দলে চলে গেল।

---

১. মুসনাদ ইমাম আহমদ (২২২/৩) ইমাম মুসলিম এই হাদীসটি মুহাম্মাদ বিন রাফে' থেকে বর্ণনা করেছেন। মুসলিম কিতাব সিফাতুল মুনাফেকীন ওয়া আহকামিহিম (১৪)।

মুসলমানরা এ ঘটনা তখন জানতে পেরেছিল যখন সে দ্বীন ত্যাগ করে ঐ রমণীর সাথে জীবন-যাপন শুরু করেছিল। এদিকে মুজাহিদরা কোনভাবে পরবর্তীতে তাকে হাতের নাগালে পেল এবং তাকে জিজ্ঞেস করল যে, হে অমুক! তোমার কুরআন তেলাওয়াত, নামায, রোযা এবং জিহাদের কি খবর?

সে বললঃ শোন! আমি সমগ্র কুরআন ভুলে গিয়েছি, এ মুহূর্তে আমার আরাম আয়েশ, ধন-দৌলত বহু হয়েছে। আমার এখন শুধু আল্লাহর এ বাণী স্মরণ আছে-

«رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ كَانُوْا مُسْلِمِيْنَ ـ ذَرْهُمْ يَأْكُلُوْا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ»

অর্থঃ "কখনও কখনও কাফেররা আকাঙ্ক্ষা করবে যে, তারা যদি মুসলমান হত! তাদেরকে ছেড়ে দাও, তারা খেতে থাকুক, ভোগ করতে থাকুক এবং আশা ওদেরকে মোহাচ্ছন্ন রাখুক তারা শীঘ্রই অনুভব করবে। (সূরা হিজরঃ ২-৩)

২৮৭ হিজরীতে তার মৃত্যু হয়েছিল।[১]

৯৭

আবু বকর সিদ্দিক (রা)-এর আল্লাহভীতি

উম্মুল মোমেনীন আয়েশা সিদ্দিকা (রা) থেকে ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন যে, আবু বকর সিদ্দিক (রা)-এর এক খাদেম ছিল যে, তাঁর কর উসূল করত আর তিনি তার উসূলকৃত সম্পদ ভক্ষণ করতেন।

১. আল-বেদায়া ওয়ান নেহায়া (১৪/৬৪০)।

www.waytojannah.com

একদা সে কোন একটি জিনিস এনে আবু বকর সিদ্দিক (রা) এর খেদমতে পেশ করল, আর তিনি তা গ্রহণ করলেন।

খাদেম আবু বকর (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ

«أَتَدْرِيْ مَا هٰذَا؟»

তুমি কি জান এটা কি?

আবু বকর সিদ্দিক (রা) বললেনঃ না, কি এটা?

খাদেম বলল ঃ

«كُنْتُ تَكَهَّنْتُ لِإِنْسَانٍ فِيْ الْجَاهِلِيَّةِ وَمَا أُحْسِنُ الْكَهَانَةَ إِلاَّ أَنِّي خَدَعْتُهُ، فَلَقِيَنِي فَأَعْطَانِي بِذَلِكَ، فَهَذَا الَّذِي أَكَلْتَ مِنْهُ»

আমি জাহেলিয়্যাতের যুগে এক ব্যক্তির জন্য ভবিষ্যত বাণী করেছিলাম, অথচ আমি এ কাজে পারদর্শী ছিলাম না। আমি তাকে ধোঁকা দিয়েছিলাম, এখন তার সাথে আমার সাক্ষাত হয়েছে, সে আমাকে এ জিনিস দিয়েছে যা আপনি খেয়েছেন।

একথা শুনে আবু বকর সিদ্দীক (রা) স্বীয় হাত মুখে ঢুকিয়ে পেটে যা কিছু ছিল তা বমি করে বের করে ফেললেন।[১]

১. বুখারীঃ কিতাবুল মানাকিবিল আনসার (৩৮৪২)।

৯৮

সুপারিশ

একদিন এক মহিলা কোন বুযুর্গ ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হয়ে বললঃ আমার ছেলেকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে, আমি চাই আপনি পুলিশ স্টেশনে সুপারিশ করুন যাতে আমার ছেলেকে মারধর না করা হয়। একথা শুনে ঐ লোক দাঁড়িয়ে নামায পড়তে লাগল এবং দীর্ঘক্ষণ ধরে নামায পড়ল, এদিকে মহিলা তা দেখে কাঁদতে লাগল যে, আমি বললাম সুপারিশ করতে আর সে নামায পড়তে শুরু করেছে?

যখন বুযুর্গ নামায শেষ করলেন তখন মহিলা বললঃ আমি সুপারিশ চাইতে এসেছিলাম আর আপনি সুপারিশ না করে নফল নামায আদায় করতে শুরু করলেন।

তিনি উত্তরে বললেনঃ মহিলা আমি তোমার সুপারিশই তো করতে ছিলাম, আমি রাব্বুল আলামীনের নিকট তোমার সন্তানের মুক্তির জন্য দু'আ করেছি। আর এটাই সবচেয়ে বড় সুপারিশ।

এ বুযুর্গ জায়নামায থেকে উঠে না দাঁড়াতেই অন্য এক মহিলা এ মহিলাকে ডাকতে ডাকতে এসে বললঃ বোন! তোমার বরকত হোক, তোমার ছেলেকে পুলিশ ছেড়ে দিয়েছে এবং সে এখন ঘরে চলে এসেছে। একথা শোনামাত্রই ঐ মহিলা ঘরে ফিরে আসল।

জী হ্যাঁ! বিপদের সময় বিপদ থেকে মুক্তির ব্যাপারে নামাযের চেয়ে বড় হাতিয়ার আর কিছু নেই। নামায আল্লাহর সাথে সম্পর্ক, তাঁর নিকট এবং তার সাথে কথপোকথনের সুযোগ হয়? সেজদাই তো একমাত্র বিষয় যার মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায়।

মুসলিম ভাইগণ! এরপর আর কি ভাবছেন, কিসের অপেক্ষা? উপরে আল্লাহ নিচে তোমরা, তিনি দু'আ কবূলের মালিক, আর তোমরা তার ইবাদতকারী বান্দা। তোমাদের পক্ষ থেকে সিজদা আর ওপর থেকে দু'আ কবূলের ঘোষণা জারি হবে। আর সিজদায় বেশি বেশি করে দু'আ কর, হয়তো বা তোমাদের দু'আ কবূল হবে এবং তোমরা ক্ষমার যোগ্য হয়ে যাবে। যাকে সমস্যায় ঘিরে নিয়েছে। তার উচিত স্বীয় প্রয়োজন মিটানোর জন্য, নতস্বরে কান্নাকাটি করবে, যাতে আল্লাহ তার প্রয়োজন মিটান। কেননা তাঁরই হাতে সমস্ত ক্ষমতা, তাঁরই দুই আঙ্গুলের মাঝে রয়েছে মানুষের অন্তর যেমন খুশি তেমনভাবে তিনি তা উলট-পালট করেন। যেমন– হাদীসে আছেঃ

«إِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ كُلَّهَا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمٰنِ، كَقَلْبٍ وَاحِدٍ، يُصَرِّفُهُ حَيْثُ يَشَاءُ»

আদম সন্তানের অন্তর আল্লাহ তায়ালার দুই আঙ্গুলের মাঝে একটি অন্তরের মত। তিনি যেমন খুশি তেমনভাবে তা উলট-পালট করেন।[১] তাই মুসলিম বান্দার উচিত নামাযের মাধ্যমে তার সমস্ত সমস্যা দূর করার জন্য চেষ্টা করা, আর রাসূল ﷺ হাতে কলমে এর শিক্ষা দিয়েছেন। হাদীস ও ইতিহাসের গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হয়েছে নবী ﷺ যখন কোন সমস্যায় পড়তেন তখন তিনি নামাযের প্রস্তুতি নিয়ে বলতেনঃ

«كَانَ ﷺ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ صَلَّى»

হে বেলাল! উঠ আযান দাও! নামাযের মাধ্যমে আমাকে তৃপ্তি দাও।[২]

---

১. মুসলিম-২৬৫৪।

২. মুসনাদে আহমদ-৫/৩৭১।

www.waytojannah.com

৯৯

ওয়াসেক বিল্লাহর বুদ্ধিমত্তা

ওয়াসেক বিল্লাহর নিকট এসে এক ব্যক্তি বলে উঠলঃ আমীরুল মো'মেনীন! আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখ! প্রতিবেশীর প্রতি অনুগ্রহ কর। বংশের লোকদের সাথে উত্তম আচরণ কর এবং তাদেরকে সাহায্য কর।

ওয়াসেক বিল্লাহ বললেনঃ কে তুমি? আমি তোমাকে চিনি না, না আমি তোমাকে কখনও দেখেছি?

সে বললঃ জনাব! আমি তোমার দাদা আদম (আ)-এর সন্তান।

ওয়াসেক স্বীয় খাদেমকে ডেকে বললেনঃ তাকে এক দিরহাম দান কর।

সে বললঃ আমীরুল মো'মেনীন! আমি তা দিয়ে কি করব?

ওয়াসেক বিল্লাহ বললেন দেখ! আমি তোমাকে এক দিরহাম দান করেছি, যদি আমি বায়তুল মাল থেকে তোমার দাদার সমস্ত সন্তানদের জন্য দান করি, তাহলে তোমার ভাগে গমের একটি দানাও পাবে না।

ঐ ব্যক্তি বললঃ আমীরুল মো'মেনীন! তুমি ভাল থাক, তুমি কত বুদ্ধিমান ও হুঁশিয়ার। ওয়াসেক বিল্লাহ তাকে দান করার নির্দেশ দিলেন আর এ ব্যক্তি তাঁর জন্য দু'আ করতে করতে বের হয়ে গেল।

১০০

দূরদর্শীতা

ইমাম ত্বাবরানী আমর বিন আস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, মুসলমানদের একটি সৈন্যদল তার সিপাহ সালারীতে বের হল, আর সমস্ত

মুসলিম মুজাহিদরা ইস্কান্দারীয়ায় গিয়ে তাঁবু ফেলল। ইস্কান্দারীয়ার বাদশাহ তাদের সাথে মত বিনিময়ের পর এভাবে মত ব্যক্ত করলঃ তোমাদের পয়গাম্বরের কথা সত্য। তোমাদের পয়গাম্বরের মত আমাদের নিকটও পয়গাম্বর আসত। আমরা হুবহু তাদের দিকনির্দেশনা অনুযায়ী চলতাম; কিন্তু পরবর্তীতে আমাদের মাঝে এমন সব বাদশাহরা এসেছে যারা আম্বীয়াগণের শিক্ষাকে বিস্মৃত করে দিয়ে নিজস্ব কামনাসমূহ পূরণ করাকে লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত করেছে। ফলে আমাদের সুখ্যাতি বিস্তার করার পরিবর্তে লাঞ্ছনার সাগরে নিপতিত হয়েছে। আর অন্য জাতি আমাদের উপর চড়ে বসেছে।

অতএব, তোমরা যদি তোমাদের পয়গম্বর মুহাম্মাদ ﷺ-এর দিক নির্দেশনা সমূহকে তোমাদের লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত কর তাহলে তোমাদের সাথে যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হতে আগ্রহী প্রত্যেক ব্যক্তি পরাজিত হবে। আর তোমরা তাদের ওপর বিজয়ের ঢঙ্কা বাজাতে থাকবে এবং যে তোমাদের ওপর আঘাত হানতে চাইবে তার মুকুট তোমাদের জুতার সৌন্দর্য বর্ধন করবে। কিন্তু যখন তোমরা ও তোমাদের পয়গম্বরের নিকট নির্দেশনাসমূহ বিস্মৃত হয়ে যাবে তখন আমাদের তালিকাভুক্ত হয়ে যাবে। আমাদের মতই প্রবৃত্তির অনুসারী হয়ে যাবে। তখন আমাদের এবং তোমাদের মাঝে রাস্তা উন্মুক্ত হয়ে যাবে। তোমরা মুসলমানরা না সংখ্যায় আমাদের চেয়ে বেশি থাকবে আর না খাদ্য সামগ্রীতে এবং শক্তিতে। মুসলমানদের সীপাহ সালার আমর বিন আস (রা) একথা শুনে বললেনঃ

«فَمَا كَلَّمْتُ رَجُلاً أَذْكَرَ مِنْهُ، أَيْ أَدْهَى مِنْهُ»

আমি এর চেয়ে অধিক দূরদর্শী ব্যক্তির সাথে কখনও কথা বলি নাই।[১]

---

১. হায়াতুস সাহাবা-৩/৬৯৪।

www.waytojannah.com

১০১

রাগে ধৈর্যধারণ

একদা রাসূল ﷺ তাঁর সাহাবাগণের সাথে বসেছিলেন, ইতোমধ্যে যায়েদ বিন সা'না[১] নামী এক ইহুদী আলেম তাঁর বৈঠকে প্রবেশ করে, সাহাবাগণকে ভেদ করে নবী ﷺ-এর নিকট এসে রাসূল ﷺ-এর জামার কলার শক্ত করে ধরে কর্কষ ভাষায় বললঃ হে মুহাম্মদ! তুমি আমার কাছ থেকে যে ঋণ নিয়েছ তা পরিশোধ কর। তোমরা হাশিম বংশের লোকেরা ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে টালবাহানা কর।

রাসূল ﷺ ঐ ইহুদী থেকে কিছু দিরহাম ঋণ হিসেবে নিয়েছিলেন; কিন্তু তখনও ঋণ পরিশোধের সময় বাকী ছিল। ইহুদীর এ বেয়াদবী পূর্ণ আচরণ দেখে উমর বিন খাত্তাব (রা) তলোয়ার উন্মুক্ত করে বললেন ঃ

হে আল্লাহর রাসূল ﷺ আপনি আমাকে অনুমতি দিন আমি বেয়াদবীর পরিণামে তার গর্দান উড়িয়ে দেই?

রহমতের নবী উমর বিন খাত্তাব (রা) কে বললেনঃ

«مُرْهُ بِحُسْنِ الطَّلَبِ، وَمُرْنِي بِحُسْنِ الْأَدَاءِ»

---

১. যায়েদ বিন সা'না একজন ইহুদী আলেম ছিলেন। সে যখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উজ্জ্বল চেহারা দেখতে পেল তখন নবুয়তের সমস্ত নিদর্শনসমূহ চিনতে পারল। অবশ্য দু'টি গুণ সম্পর্কে অবগত হতে পারে নাই। ১. তাঁর ধৈর্যশীলতা তার রাগের ওপর বিজয়ী থাকবে। ২. তাঁর সাথে যতদূর আচরণ করা হবে তিনি তত সদাচরণ করবেন। যখন যায়েদ বিন সান'আ এ উভয় গুণ সম্পর্কে অবগত হতে পারল তখন কালিমায়ে শাহাদাত পাঠ করল এবং পরিপূর্ণ মুসলমান হয়ে গেল। সে তাবুকের যুদ্ধে যুদ্ধ করে শাহাদাতের পেয়ালা পান করে।

উমর! এ ইহুদী ঋণ দাতাকে বল সে যেন উত্তমভাবে তার হক দাবি করে। আর আমাকে নির্দেশ দাও, আমিও যেন তা উত্তমভাবে পরিশোধ করি।

একথা শুনে ইহুদী বলতে লাগল ঃ কসম ঐ সত্তার যে তোমাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছে। আমি তোমার নিকট ঋণ আদায় করতে আসি নাই। তোমার চরিত্র পরীক্ষা করতে এসেছি। আমি ভাল করেই জানি যে, ঋণ পরিশোধের সময় এখনও হয় নাই; কিন্তু আমি তোমার গুণাবলি সম্পর্কে তাওরাতে যা কিছু পাঠ করেছিলাম, তা পরিপূর্ণ সত্য হিসেবে পেয়েছি। তবে দু'টি গুণ আমার নিকট অস্পষ্ট ছিল।

তার একটি হলঃ যে রাগের সময় তোমার ধৈর্যশীলতা, অন্যটি তোমার সাথে যত দূর্ব্যবহার করা হবে তুমি তত তার সাথে সদাচরণ করবে। আজকে আমি তোমার ঐ প্রশংসিত গুণসমূহ পরিলক্ষিত করলাম। অতএব আমি সাক্ষ্য দিচ্ছিঃ

«فَأَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَأَنَّكَ . مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ»

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন মা'বূদ নেই। আর তুমি আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ।

তোমার সাথে আমার যে পাওনা ছিল তা আমি গরীব মুসলমানদের জন্য দান করে দিলাম।[১]

---

১. বিস্তারিত দেখুনঃ উসদুল গাবা (১৮৪১) সুনানে বায়হাকী- (৬/৫২) মুস্তাদরাক হাকেম- (৩/৬০৫) ইত্যাদি।

১০২

জীবন্ত শহীদ

ত্বালহা বিন উবায়দুল্লাহ বিন উসমান বিন আমর তাইমী, জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবীর একজন ছিলেন। তিনি ঐ আট জনের একজন যারা প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ঐ পাঁচজনের একজন যারা আবু বকর সিদ্দিক (রা)-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করে ছিলেন। তিনি ঐ ছয়জনের একজন যারা পরামর্শ মেম্বার ছিলেন।

আবু বকর ও ত্বালহা (রা)-কে নওফল বিন খুওয়াইলিদ যাকে "কুরাইশদের শের" অর্থাৎ কুরাইশদের বাঘ বলা হত, সে ধরে নিয়ে যায় এবং একই রশি দিয়ে বেঁধে রাখে। এজন্য আবু বকর আর ত্বালহা (রা) কে কারাগারের সাথী বলা হয় এবং কিছুদিন পর দু'জনেই মুক্তি পান।

হিজরতের সময় রাস্তায় রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবু বকর (রা)-এর সাথে তার দেখা হয়, ঐ সময় তিনি শাম দেশ থেকে ব্যবসায়ের মালামাল নিয়ে মক্কায় আসতে ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবু বকর (রা)-কে চাদর উপহার দেন এবং বলেন মদীনাবাসী আপনাদের অধীর অপেক্ষায় অপেক্ষমান।

রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায় যেতে আরও দ্রুত করলেন। এদিকে ত্বালহা (রা) মক্কার দিকে পা বাড়ালেন এবং মক্কায় এসে তাড়াতাড়ি সমস্ত কাজ সেরে আবার মদীনায় হিজরত করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে মিলিত হন।

ত্বালহা বিন উবায়দুল্লাহ (রা)-এর ব্যবসায় আল্লাহ তায়ালা অনেক বরকত দান করেন। তিনি শাম ও ইরাকে লক্ষ লক্ষ টাকার জিনিসপত্র ক্রয়-বিক্রয় করতেন। ব্যবসার সাথে সাথে তার দানও অনেক বেশি ছিল। যার কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ "জাওয়াদ" অর্থাৎ উদার মনের অধিকারী ও "ফাই-ইয়াজ" অর্থাৎ দানবীর নামে অভিহিত করেন।

কাবীসা বিন জাবের বলেনঃ "আমি ত্বালহা বিন উবায়দুল্লাহর মত এত দানবীর লোক দ্বিতীয়টি আর দেখি নি।"

একবার ত্বালহা (রা) এক খণ্ড যমীন বিক্রয় করলেন ৭,০০০০০ (সাত লক্ষ) দিরহামে। এই টাকা নিয়ে যখন ঘরে ফিরলেন, তখন বললেন আমি এই টাকা নিয়ে কিভাবে আরামে শুয়ে যাব যেহেতু আমার জানা নেই যে সকাল পর্যন্ত আমি জীবিত থাকব কি না?

তিনি কর্মচারীকে ডাকলেন এবং বললেন, এই টাকা নিয়ে যাও মদীনায় যাকে অভাবী দেখবে তার অভাব পূরণ করে দিবে। সকাল হওয়ার পূর্বেই সম্পূর্ণ টাকা বণ্টন হয়ে গিয়েছিল।

আল্লাহর রাসূলের সাথে কতটুকু মুহাব্বাত ও ইখলাস ছিল তার প্রমাণ উহুদের যুদ্ধে পাওয়া যায়। যখন নবী ﷺ এর দু'টি দাঁত মোবারক শহীদ হয়ে যায়, চেহারা মোবারকে জখমের চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় এবং বেহুঁশ অবস্থায় ছিলেন। ঐ মুহূর্তে ত্বালহা (রা) নিজের কোলে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে উঠালেন এবং শত্রুদের সাথে তলোয়ারের সাহায্যে যুদ্ধ করতে থাকলেন অবশেষে সংরক্ষিত ঘাঁটিতে পৌঁছিয়ে দিলেন।

এ যুদ্ধে ত্বালহা বিন উবায়দুল্লাহর (রা) শরীরে ৭৫টি জখমের চিহ্ন ছিল। হাত ভেঙ্গে গিয়েছিল, চেহারা জখম হয়ে গিয়েছিল, পায়ের রগও কেটে গিয়েছিল।

আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন ঃ

«أَوْجَبَ طَلْحَةُ»

অর্থঃ "ত্বালহা নিজের ওপর জান্নাত ওয়াজিব করে নিয়েছে।"

তিনি আরও বলেন ঃ

«مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى شَهِيْدٍ يَمْشِيْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ، فَلْيَنْظُرْ إِلَى طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰه»

অর্থঃ "কেউ যদি জীবন্ত শহীদ দেখতে ইচ্ছা করে সে যেন ত্বালহা বিন উবায়দুল্লাহকে দেখে নেয়।"

ত্বালহা বিন উবায়দুল্লাহ (রা) রাসূল ﷺ-এর প্রিয়জনদের একজন ছিলেন। রাসূলের পিছনে জামা'আতের নামায তার কখনও ছুটে যেত না। তার একটি মাত্র কাপড় ছিল যা পরে তিনি তার সম্ভ্রম রক্ষা করতেন, আর তাও খুব পুরাতন হয়ে গিয়েছিল; কিন্তু এতদসত্ত্বেও তার তাকবীরে তাহরীমা ছুটত না।

একদিন নামাযের পর রাসূল ﷺ ত্বালহার অবস্থা সম্পর্কে অবগত হতে চাইলেন, তখন তিনি বললেনঃ আল্লাহর জন্য সমস্ত প্রশংসা হে রাসূল ﷺ! অতঃপর রাসূল ﷺ এক ব্যক্তিকে নিজ বাড়িতে পাঠালেন যেন তাঁর জামা এনে ত্বালহা (রা)-কে পরিয়ে দেয়া হয়।

আর সে রাসূল ﷺ-এর জামা এনে ত্বালহা (রা)-কে পরিয়ে দিল। যখন ত্বালহা বিন উবায়দুল্লাহ স্বীয় ঘরে ফেরত আসলেন তখন ঐ জামার ওপর স্ত্রীর দৃষ্টি পড়ল, স্ত্রী বলল নবী ﷺ-এর গায়ের জামা, সে তার স্বামীকে বলতে চাইল যে, "তুমি রাসূল ﷺ কে কি বলেছ?

তুমি কি রাসূল ﷺ-এর নিকট আল্লাহর ব্যাপারে অভিযোগ করেছ? রাসূল ﷺ-এর নিকট আল্লাহর ব্যাপারে অভিযোগ করা থেকে তোমার বিরত থাকা উচিত।

ত্বালহা (রা) তার স্ত্রীকে বললেন ঃ আল্লাহর কসম! আমি কোন অভিযোগ করি নাই।

স্ত্রী বললঃ তাহলে কি কারণে জামা গ্রহণ করলে?

ত্বালহা (রা) স্ত্রীকে বললঃ আল্লাহর কসম! আমি জামাটি এজন্যই নিয়েছি যেন এটা আমার কাফনের কাজে আসে। আর কবরে ফেরেশতা যখন আমাকে প্রশ্ন করবে, ঐ ব্যক্তি কে, যে তোমাদের মাঝে রাসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছিল?

তখন আমি এ উত্তর দিতে পারব যে, তিনি এই জামার মালিক যা আমি কাফন হিসেবে পরেছি।

ত্বালহা বিন উবায়দুল্লাহ (রা) চারটি বিয়ে করেছিলেন, এ চার স্ত্রীর বোনেরা রাসূল ﷺ-এর স্ত্রীগণের মধ্যে ছিল। উম্মে কুলসুম বিনতে আবু বকর সিদ্দিক আয়েশা (রা)-এর বোন ছিল, হামনা বিনতে জাহাস যায়নাব (রাযিআল্লাহু আনহা)-এর বোন ছিল, কারেআ' বিনতে আবু সুফিয়ান উম্মে হাবীবা (রাযিআল্লাহু আনহা)-এর বোন ছিল, রুকাইয়া বিনতে আবু উমাইয়্যা উম্মে সালমা (রাযিআল্লাহু আনহা)-এর বোন ছিল, উহুদের যুদ্ধের দিন ৩৩ হিজরীতে ৬৪ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

১০৩

শহরের চাবি

হিজরী ১৫ সালে উমর বিন খাত্তাব (রা) ইসলামী সৈন্য দলের সেনা নায়কদের মধ্যে আমর বিন আস, সোরাহবিল বিন হাসানা [১] এবং আবু

১. সোরাহবিল বিন হাসানা মুসলমানদের মধ্যে একজন সাহসী সেনানায়ক ছিল, আবু বকর (রা) এর শাম বিজয়ের জন্য তাকে পাঠিয়েছিলেন, আর উমর (রা) শামের

উবাইদাহ (রা) কে পবিত্র ভূমি ফিলিস্তীনের শাসকবর্গের নিকট পাঠান, যাতে তারা ঐ শহরের চাবি তাদের কাছ থেকে নিয়ে আসে; কিন্তু সেখানকার শাসক পাদরী জা'ফর ইউনুস শহরের চাবি তাদেরকে দিতে অস্বীকার করে এবং বলেঃ আমরা আমাদের মাযহাবের গ্রন্থসমূহে ঐ ব্যক্তিদের গুণাবলি সম্পর্কে যা পেয়েছি যাদের নিকট এই শহরের চাবি হস্তান্তর করা হবে তাদের সাথে তোমাদের মিল নেই। সুতরাং তোমাদেরকে আমরা চাবি দিব না।

একথা শুনে মুসলিম সেনা নায়কগণ উমর বিন খাত্তাব আল-ফারুক (রা)-কে এ সংবাদ জানালেন যে, হে আমিরুল মো'মেনীন! আপনি নিজে আসুন, কেননা এ পবিত্র ভূমির শাসকরা শহরের চাবি আমাদের নিকট হস্তান্তর করতে অসম্মতি জানাচ্ছে। আর আমরা চাই না যে, আপনার অনুমতি ব্যতীত আমরা তাদের সাথে কোন প্রকার সিদ্ধান্ত নেই।

অবস্থা সম্পর্কে অবগত হয়ে উমর বিন খাত্তাব (রা) স্বীয় খাদেমকে সাথে নিয়ে সফরে বের হলেন। রাস্তায় পালাক্রমে কখনও নিজে উটের পিঠে আরোহণ করতেন আর কখনও খাদেম উটের পিঠে আরোহণ করত, আবার কখনও উভয়েই পায়ে হেঁটে চলত, যাতে উটের ক্লান্তি দূর হয়।

সফরের অবস্থায় শামের সীমান্ত এলাকার নিকটবর্তী আসার পর দেখলেন যে, সামনে অনেক দূর পর্যন্ত রাস্তা কাদাযুক্ত। আর এ কর্দমাক্ত রাস্তা পার হওয়ার মত কোন ব্যবস্থাও তাদের নিকট ছিল না।

চতুর্থাংশের গনীমতের মালের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব তাকে দেয়া হল তিনি এবং আবু উবাইদা বিন জাররাহ একই দিন প্লেগ রোগে আক্রান্ত হন। এ রোগে তিনি ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর।

www.waytojannah.com

ইমাম হাকেম ত্বারেক শিহাব (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, উমর (রা) শামের দিকে রওয়ানা হলেন, এদিকে আবু উবায়দাহ বিন জাররাহ (রা) ঐ কাদাযুক্ত পথে আমীরুল মো'মেনীনকে সহযোগিতা করার জন্য আসলেন। উমর বিন খাত্তাব উটের ওপর ছিলেন; কিন্তু যখন কর্দমাক্ত রাস্তা দেখলেন তখন উট থেকে নেমে গেলেন। স্বীয় জুতা খুলে কাঁধে রেখে উটের লাগাম ধরে কাদাযুক্ত রাস্তা চলতে লাগলেন।

আবু উবাইদা এ দৃশ্য অবলোকনে বললেনঃ আমীরুল মো'মেনীন আপনিই একাজ করছেন? জুতা কাঁধে, উটের লাগাম হাতে নিয়ে এ কর্দমাক্ত রাস্তা চলছেন? আমার কাছে তা ভাল লাগছে না, কেননা শামদেশের অধিবাসীদের সামনে আপনি উপস্থিত হতে যাচ্ছেন।

উমর বিন খাত্তাব (রা) একথা শুনে বললেনঃ

«أَوَّه ! لَمْ يَقُلْ ذَا غَيْرُكَ أَبَا عُبَيْدَةَ إِلاَّ جَعَلْتُهُ نَكَالاً لأُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ، إِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ فَأَعَزَّنَا اللّٰهُ بِالإِسْلاَمِ فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّ بِغَيْرِ مَا أَعَزَّنَا اللّٰهُ بِهِ أَذَلَّنَا اللّٰهُ»

ওহ! হে উবায়দাহ! তুমি না হয়ে অন্য কেউ যদি একথা বলত তাহলে তাকে আমি উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য শিক্ষার বস্তুতে পরিণত করতাম! আমরা লাঞ্ছিত অপমানিত ছিলাম, আল্লাহ ইসলামের মাধ্যমে আমাদেরকে ইজ্জত দিয়েছেন। আবার যদি আমরা ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন কিছুর মাধ্যমে ইজ্জত কামনা করি, তাহলে আমরা লাঞ্ছিত অপমানিত হব।[১]

এরপর উমর বিন খাত্তাব (রা) উটের পিঠে চড়ে বসলেন এবং কিছু দূর যাওয়ার পর নিজের পালা শেষ হওয়া মাত্র উটের পিঠ থেকে নেমে

১. মুস্তাদরেকে হাকেম- (১/৬১-৬২) সহীহ সনদে তা বর্ণিত হয়েছে।

www.waytojannah.com

গেলেন এবং খাদেমকে সেখানে বসালেন। ইসলামী সেনানায়কদের ইচ্ছা ছিল যে, যখন তিনি ফিলিস্তীনের শাসকগণের নিকট পৌঁছবেন তখন আরোহণের পালা উমর (রা)-এর হবে; কিন্তু তা হল সম্পূর্ণ বিপরীত। সফরের শেষ মুহূর্তে এসে আরোহণের পালা আসল খাদেমের তাই খাদেম আরোহীত হয়ে আর আমীরুল মো'মেনীন পায়ে হেঁটে গন্তব্য স্থলে পৌঁছলেন।

যখন এই বরকতময় কাফেলা পবিত্র ভূমি ফিলিস্তীনের শাসকদের দরবারে উপস্থিত হল তখন তারা উমর (রা)-এর পোশাক গভীরভাবে প্রত্যক্ষ করতে লাগল এবং অত্যন্ত ধীর সুস্থে শহরের চাবি তাঁর নিকট হস্তান্তর করল। অতঃপর উমর (রা) কে সম্বোধন করে বললঃ হ্যাঁ তুমিই ঐ ব্যক্তি যার গুণাবলী আমরা আমাদের গ্রন্থসমূহে পড়েছি। আমাদের কিতাবসমূহে লেখা আছে যে, ঐ ব্যক্তি যে ফিলিস্তীনের চাবির মালিক হবে, সে ঐ দেশে পায়ে হেঁটে প্রবেশ করবে, আর তখন তার খাদেম আরোহী অবস্থায় থাকবে আর তার পোশাকে ১৭টি তালি লাগানো থাকবে।

উমর বিন খাত্তাব (রা) যখন চাবি হাতে পেলেন তখন সেজদায় লুটে পড়লেন এবং দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত কাঁদতে থাকলেন, তাঁকে কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন ঃ

«أَبْكِي لِأَنَّنِي أَخْشَى أَنْ تُفْتَحَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا فَيُنْكِرَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، وَيُنْكِرَكُمْ أَهْلُ السَّمَاءِ عِنْدَ ذٰلِكَ»

আমি এজন্য কাঁদছি যে, আমার ভয় হচ্ছে যে, পৃথিবী তোমাদের সামনে উন্মুক্ত হয়ে যাবে তখন তোমরা একে অপরকে ভুলে যাবে, তোমাদের মাঝে কোন ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধ থাকবে না। তখন আল্লাহ তায়ালাও তোমাদেরকে দূরে ঠেলে দিবেন।

১০৪

উত্তম গুণাবলীসমূহ

নবী ﷺ একদিন যোহরের নামাযের পর সাহাবাহগণকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমাদের মধ্যে কে আজ রোযা রেখেছে?

আবু বকর সিদ্দিক (রা) উত্তরে বললেনঃ আল্লাহর রাসূল ﷺ আমি রোযা রেখেছি।

নবী ﷺ জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমাদের মধ্যে কে আজ কোন মিসকীনকে দান খয়রাত করেছে?

আবু বকর সিদ্দিক (রা) বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল ﷺ আমি।

নবী ﷺ বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে কে আজকে কোন অসুস্থকে দেখতে গিয়েছে?

আবু বকর সিদ্দিক (রা) বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল ﷺ আমি এক অসুস্থকে দেখতে গিয়েছি।

নবী ﷺ বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে আজ কে কোন জানাযায় অংশগ্রহণ করেছে?

আবু বকর সিদ্দিক (রা) বললেনঃ আমি একটি জানাযায় অংশগ্রহণ করেছি।

নবী ﷺ জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছে যে, আজ কোন দুই ব্যক্তির মাঝে মীমাংসা করেছে?

আবু বকর সিদ্দিক (রা) বললেন ঃ আল্লাহর রাসূল ﷺ আমি দুই ব্যক্তির মাঝে মীমাংসা করেছি।

রাসূল ﷺ বললেন ঃ যে মোমেন উল্লিখিত কাজসমূহের মধ্যে একটি করবে, কিয়ামতের দিন জান্নাতের দরজা সমূহের মধ্যে একটি দরজা

তাকে সম্বোধন করে বলবে যে, আমার দিকে আস এবং আমার মধ্যদিয়ে অতিক্রম করে জান্নাতে যাও।

আবু বকর সিদ্দিক (রা) জিজ্ঞেস করলেনঃ যদি কোন মানুষ এ সমস্ত ভাল কাজ করে তাহলে তার কি হবে? রাসূল ﷺ বললেন ঃ

«نَعَمْ وَأَرْجُوْ أَنْ تَكُوْنَ مِنْهُمْ»

নিঃসন্দেহে আমার উম্মতের মধ্যে এমন ব্যক্তি আছে যাকে জান্নাতের সমস্ত দরজাসমূহ আহ্বান করবে যে, আমার দিয়ে অতিক্রম করে জান্নাতে প্রবেশ কর, আর হে আবু বকর তুমি এদের অগ্রনায়ক।[১]

মূলতঃ উদ্দেশ্য হল যেকোন এক দরজা দিয়েই অতিক্রম করে জান্নাতে যাওয়া; কিন্তু এমন সৌভাগ্যবানও আছে যাকে জান্নাতের সমস্ত দরজা আহ্বান করবে, আমাকে এ মর্যাদায় অভিভূত কর, আমার মধ্যদিয়ে অতিক্রম করে জান্নাতে প্রবেশ কর, আবু বকর সিদ্দিক ঐ সৌভাগ্যবানদের অগ্রনায়ক যারা এ মর্যাদায় ভূষিত হবে যে, জান্নাতের সমস্ত দরজা তাকে আহ্বান করবে যে, আমাদের মধ্যদিয়ে অতিক্রম করে জান্নাতে প্রবেশ কর। আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন।

১. তিরমিযী-৩৬৭৪, মুসনাদে আহমদ-২/২৬৮, সহীহ ইবনে হিব্বান-৩৪১৯।

www.waytojannah.com

১০৫

রাসূল ﷺ এর হিকমতপূর্ণ দিক নির্দেশনা

একদিন রাসূল ﷺ সাহাবাগণের সাথে ছিলেন। ইতোমধ্যে এক যুবক তাঁর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বললঃ হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমাকে ব্যভিচার (জিনা করার) অনুমতি দিন।

সেখানে উপস্থিত সাহাবাগণ যখন যুবকের কথাবার্তা শুনল তখন তারা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হল। রাগে তাদের রক্ত গরম হয়ে গেল।

আল্লাহর রাসূল ﷺ সাহাবাগণকে চুপ থাকতে বললেন। আর ঐ যুবককে কাছে ডেকে বললেনঃ বল তুমি কি চাও?

যুবক বললঃ হে আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাকে ব্যভিচার করার অনুমতি দিন।

রাসূল ﷺ বললেনঃ যুবক! তুমি যে কাজের অনুমতি চাচ্ছ তুমি কি চাইবে যে তোমার মায়ের সাথে একাজ করা হোক?

যুবক বললঃ কোরবান হোক! আল্লাহর রাসূল ﷺ কিছুতেই নয়।

রাসূল ﷺ নিজের বোনের সাথে একাজ করতে কি তুমি রাজি আছ? এমনিভাবে তিনি নিজের চাচী, ফুফুর কথাও উল্লেখ করলেন।

যুবক প্রত্যেকের উত্তরে বললঃ কোরবান হোক! কখনও নয়।

অতঃপর নবী ﷺ বললেনঃ এমনিভাবে কোন ব্যক্তিই এটাকে মেনে নিবে না কেননা, যে মেয়ের সাথেই ব্যভিচার করা হবে সেও কারো মা, বোন মেয়ে, চাচী, ফুফু এবং খালা হবে।

এরপর ঐ যুবক বললঃ হে আল্লাহর রাসূল ﷺ আমার জন্য দু'আ করুন। রাসূল ﷺ তার বুকে হাত রেখে তার জন্য তিনটি দু'আ করলেন ঃ

«اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ ذَنْبَهُ، وَطَهِّرْ قَلْبَهُ، وَحَصِّنْ فَرْجَهُ»

হে আল্লাহ! তাকে ক্ষমা কর, তার অন্তর পাক কর, তার লজ্জাস্থানকে সংরক্ষণ কর।

বর্ণনাকারী বলেনঃ

«فَلَمْ يَكُنْ - بَعْدَ ذٰلِكَ - الْفَتٰى يَلْتَفِتُ إِلَى شَيْءٍ»

অতঃপর ঐ যুবক কোন খারাপের প্রতি কখনও দৃষ্টি দেয় নাই। যুবকের বর্ণনাঃ এরপরে আমি রাসূল ﷺ-এর নিকট থেকে এমনভাবে বের হলাম যে, পৃথিবীর বুকে আমার নিকট রাসূলের চেয়ে অন্য কেউ অধিক প্রিয় ছিল না।[১]

১০৬

ইমাম আবু হানিফা (র) এর প্রজ্ঞা

ইমাম আবু হানিফা নো'মান বিন সাবেত (র) একদা মসজিদে বসে ছিলেন, এমন সময় খারেজীদের একটি গ্রুপ উন্মুক্ত তরবারী নিয়ে মসজিদে প্রবেশ করে ইমাম সাহেবকে ঘিরে নিল এবং তাদের মাঝে নিম্নোক্ত কথোপকথন হল ঃ

খারেজীঃ আবু হানিফা! আমরা আপনাকে দুইটি প্রশ্ন করব, যদি আপনি সঠিক উত্তর দিতে পারেন তাহলে ঠিকই আছে। অন্যথায় আমরা আপনাকে কতল করে ফেলব।

ইমাম আবু হানিফাঃ তোমাদের তলোয়ার কোষবদ্ধ কর, কেননা ঐ দিকে চোখ পড়লে আমি ঐ ব্যাপারেই ব্যস্ত থাকব।

---

১. মুসনাদে আহমদ-৫/২৫৬, মাজমাউজ যাওয়ায়েদ লিল-হাইসামী-১/১২৯।

www.waytojannah.com

খারেজী ঃ আমরা আমাদের তলোয়ার কখনও কোষবদ্ধ করব না। এটাতো আপনার রক্ত পিপাষু।

ইমাম আবু হানিফাঃ ঠিক আছেঃ জিজ্ঞেস কর।

খারেজঃ দরজায় দুইটি জানাযা রাখা হয়েছে, তার মধ্যে একটি হল ঐ ব্যক্তির যে মদ পান করে, চোখ বন্ধ করেছে এবং মাতাল অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করেছে। দ্বিতীয়টি ঐ মহিলার যে, ব্যভিচারের মাধ্যমে গর্ভধারণ করেছে এবং ঐ অবস্থায় তওবা ব্যতীত মৃত্যুবরণ করেছে। এরা দু'জন মোমেন না কাফের?

খারেজীদের এ গ্রুপ যারা ইমাম আবু হানিফার নিকট প্রশ্ন করতে এসেছে, তাদের বিশ্বাস মোতাবেক বীরা গোনাহগার কাফের, এমতবস্থায় ইমাম আবু হানিফা যদি তাদেরকে মোমেন বা মুসলমান বলে ফতোয়া দিতেন তাহলে তাদের দৃষ্টিতে তিনি হত্যার উপযুক্ত হয়ে যেতেন। তাই ইমাম সাহেব তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেনঃ বল তারা কি কোন মাযহাব মানত না ইয়াহুদী ছিল?

খারেজীঃ না।

ইমাম আবু হানিফাঃ তাহলে কি নাসারা (খ্রিষ্টান) ছিল?

খারেজীঃ না।

ইমাম আবু হানিফাঃ তাহলে অগ্নিপূজক?

খারেজীঃ না।

ইমাম আবু হানিফাঃ মূর্তীপূজক?

খারেজীঃ না।

ইমাম আবু হানিফাঃ তাহলে কোন মাযহাবের অনুসারী ছিল?

খারেজীঃ মুসলমান ছিল।

ইমাম আবু হানিফাঃ তোমরাই বলছ যে তারা মদখোর ও ব্যভিচারী, মুসলমান ছিল, তাহলে যে মুসলমান তাকে তোমরা কিভাবে কাফের বলবে?

খারেজীদের গ্রুপঃ তারা কি জান্নাতী না জাহান্নামী?

ইমাম আবু হানিফা ঃ আমি তাদের ব্যাপারে ঐ কথাই বলব যা আল্লাহর খলীল ইবরাহীম (আ) ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে বলেছিলেন, যে এদের চেয়েও বড় গোনাহগার ছিল ঃ

«فَمَنْ تَبِعَنِى فَإِنَّهُ مِنِّى وَمَنْ عَصَانِى فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ»

যে আমার অনুসরণ করবে, সে আমার দলভুক্ত। আর কেউ যদি আমার অবাধ্য হয় তাহলে আপনি তো ক্ষমাশীল পরম দয়ালূ (সূরা ইবরাহীম-৩৬)

সাথে সাথে আমি ঐ কথাও বলব, যা বলেছিল রূহুল্লাহ ঈসা (আ), এদের চেয়ে বড় গোনাহগারের ব্যাপারে ঃ

«إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ»

তুমি যদি তাদেরকে শাস্তি প্রদান কর, তবে ওরা তো তোমার বান্দা। আর যদি তাদেরকে ক্ষমা কর তবে তুমি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (সূরা মায়েদাহঃ ১১৮)

একথা শুনে খারেজীরা তাদের তরবারী কোষ বদ্ধ করে ফিরে চলে গেল এবং তারা ইমাম সাহেবের কোন ক্ষতি করল না।

১০৭

স্বল্পে তুষ্ট

হারুনুর রশীদ[১] যখন মসজিদে নববী যিয়ারতের উদ্দেশ্যে মদীনা মুনাওয়ারায় সফর করলেন ঃ সেখানে গিয়ে ইমাম মালেকের ওপর তার দৃষ্টি পড়ল।[২] যিনি সেখানে শিক্ষকতায় নিমগ্ন ছিলেন।

তিনি ইমাম মালেক (র)-এর নিকট এসে বললেনঃ ইমাম মালেক! আমার ইসলামী জ্ঞান অর্জন করতে মন চায়, আমি আপনার নিকট ইসলামী জ্ঞান অর্জন করব? আপনার পক্ষে কি সম্ভব হবে যে, আপনি আমার ঘরে এসে আমাকে ইসলামী জ্ঞান শিক্ষা দিবেন।

---

১. তাঁর নাম ছিল হারুনুর রশীদ বিন মাহদী মুহাম্মাদ মানসুর আবু জা'ফর। তাঁর বংশধারা আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিবের সাথে গিয়ে মিলেছে। তাঁর মায়ের নাম ছিল খায়জরান। তাঁর জন্ম তারিখ ছিলঃ শাওয়াল মাসে ১৪৮ হিজরীতে। তিনি বিয়ে হয় তারই চাচাতো বোন আবু জা'ফরের মেয়ে উম্মে জা'ফর যুবাইদার সাথে। যার গর্ভে এসেছিল আমীন! তার মৃত্যু হয় জমাদিউস সানী ১৯৩ হিজরীতে।

২. ইমাম মালেক বিন আনাস চার ইমামের একজন, তাঁর জন্ম হয় মদীনা মুনাওয়ারায় ৯৩ হিজরীতে। যেখানে তিনি সাহাবা ও তাবেয়ীগণের নিদর্শন দেখতে পেয়েছিলেন। ইমাম মালেক (র) লালিত-পালিত হন এক জ্ঞান চর্চা কেন্দ্রে, যেখানে ইতিহাস, হাদীস ও সাহাবাগণের ব্যাপারে পর্যাপ্ত জ্ঞান ছিল। তাঁর দাদা মালেক বিন আবু আমের বড় মাপের একজন তাবেয়ী ছিলেন এবং উঁচুমানের আলেমগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। যখন ইমাম মালেক (র) ফিকহ ও ইতিহাসের জ্ঞান অর্জন করলেন তখন মসজিদে নববীতে শিক্ষাদানে ও ফতোয়া প্রদানের কাজে নিযুক্ত হলেন। মসজিদে নববীর ঐ স্থানে বসে তিনি শিক্ষা দিতেন যেখানে বসে উমর (রা) পরামর্শ ও বিচার ফয়সালা করতেন। ইমাম মালেক (র) ৯০ বছর বয়সে ১৭৯ হিজরীতে মদীনা মুনাওয়ারায় ইন্তেকাল করেন।

www.waytojannah.com

ইমাম মালেক বললেন ঃ

«يَا هَارُوْنُ، إِنَّ الْعِلْمَ لاَ يَأْتِي وَلٰكِنَّهُ يُؤْتٰى إِلَيْهِ»

হে হারুন! জ্ঞান কারো নিকট যায় না; বরং জ্ঞানের নিকট আসতে হয়।

হারুনুর রশীদ ঃ আপনি সত্য বলেছেন হে দারুল হিজরার ইমাম! আমি খুব শীঘ্রই মসজিদে নববীতে আপনার নিকট ছাত্র হব।

ইমাম মালেক ঃ হারুনুর রশীদ! যদি আপনি আসতে দেরী করেন তাহলে মসজিদে বিদ্যমান ছাত্রদেরকে ভেদ করে সামনে এসে বসার অনুমতি থাকবে না।

হারুনুর রশীদঃ ইমাম সাহেব! আপনার নির্দেশ মাথা পেতে মেনে নিলাম। ইমাম সাহেব পরের দিন আসরের নামাযের পর পড়াইতে ছিলেন, হঠাৎ তার দৃষ্টি পড়ল হারুনুর রশীদের ওপর, যে মসজিদে রক্ষিত একটি চেয়ারে বসেছিল, এদেখে তার আলোচনার মোড় ঘুরে গেল। তিনি বললেনঃ রাসূল ﷺ বলেনঃ

«مَنْ تَوَاضَعَ لِلّٰهِ رَفَعَهُ اللّٰهُ، وَمَنْ تَكَبَّرَ قَصَمَهُ اللّٰهُ»

যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নত হয় আল্লাহ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। আর যে অহংকার করে, আল্লাহ তাকে লাঞ্ছিত করেন।[১]

হারুনুর রশীদ ইঙ্গিত বুঝতে পেরে, চেয়ার পিছানোর জন্য নির্দেশ দিলেন এবং মাটিতে অন্যান্য ছাত্রদের সাথে বসে গেলেন।

এরপর ইমাম মালেক (র)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তার কপালে চুমু খেলেন এবং তাঁকে চারশ' দিনার উপহার দিলেন।

ইমাম মালেক (র) বললেন ঃ আমীরুল মোমেনীন! আমার ওযর কবূল করুন! আমি সাদকার হকদার নই, আর না হাদিয়া কবূল করি।

১. মাজমাউয যাওয়ায়েদ-৮/৮২।

www.waytojannah.com

হারুনুর রশীদঃ হাদিয়া গ্রহণে বাঁধা কোথায়? অথচ নবী ﷺ হাদিয়া গ্রহণ করেছেন।

ইমাম মালেকঃ আমি নবী নই।

ইমাম মালেক (র) ঐ দিনার অত্যন্ত ভদ্রতার সাথে খলীফাকে ফেরত দিলেন। শেষে হারুনুর রশীদ ইমাম সাহেবকে দাওয়াত দিলেন বাগদাদে গমনের জন্য যা তখনকার রাজধানী এবং জ্ঞান চর্চা কেন্দ্র ছিল; কিন্তু ইমাম সাহেব ঐ দাওয়াতকে এ বলে প্রত্যাখ্যান করলেনঃ

«وَاللّٰهِ ! لاَ أَرْضٰى بِجِوَارِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بَدِيْلاً»

আল্লাহর কসম! আমি রাসূল ﷺ-এর শহর ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে পারব না।

১০৮

বিদ'আতের গহ্বর

আবুল বাখতারী বলেনঃ এক ব্যক্তি এসে আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা)-কে বললঃ কিছু লোক মাগরিবের নামাযের পর মসজিদে বসে এবং এক ব্যক্তি উচ্চৈঃস্বরে বলেঃ এত এতবার আল্লাহু আকবর বল!

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) বললেনঃ তারা কি এ রকম বলে?

ঐ ব্যক্তি বললঃ হ্যাঁ! আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) বললেনঃ এরপর যদি এদেরকে এমন করতে দেখ তখন আমাকে সংবাদ দিবে। ঐ ব্যক্তি এসে বললঃ আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) ঐ মজলিসে এসে বসলেনঃ তখন তার মাথায় লম্বা টুপি ছিল। তিনিও ঐ মসজিদের রওনাক বখশ হয়ে গেলেন। যখন তিনি মসজিদে উপস্থিত লোকদের কথা শুনলেন তখন দাঁড়িয়ে গেলেন, তিনি সুঠাম দেহের অধিকারী ছিলেন। বললেন ঃ

আমি আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ, কসম ঐ সত্তার যিনি ব্যতীত সত্য কোন মা'বূদ নেই! নিঃসন্দেহে তোমরা এক নিকৃষ্ট বিদ'আত আবিষ্কার করেছ। তোমরা কি মুহাম্মাদ ﷺ-এর সাহাবাগণের চেয়ে অধিক জ্ঞানী? মজলিসের মধ্য থেকে মোতাজেদ নামী এক ব্যক্তি বললঃ আল্লাহর কসম! আমরা কোন নিকৃষ্ট বিদআত আবিষ্কার করি নাই। আর না মুহাম্মাদ ﷺ-এর সাহাবাগণের ইলমের চেয়ে আমাদের জ্ঞান বেশি।

উমর বিন উতবা বললঃ হে আবু আব্দুর রহমান! আমরা তো শুধু আল্লাহর নিকট তওবা করি।

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) বললেনঃ তোমর সোজা রাস্তায় চল! রাসূল ﷺ-এর শিক্ষা ত্যাগ করে অন্য পথে চলিও না। আল্লাহর কসম! যদি তোমরা এমন কর তাহলে তোমরা মুহাম্মাদ ﷺ-এর শরীয়ত থেকে দূরে সরে পড়বে, যদি তোমরা সোজা রাস্তা থেকে দূরে সরে ডানে বামে চল, তাহলে তোমরা পথ ভ্রষ্টতার গভীর গহ্বরে পতিত হবে।

১০৯

সরদার এমনই হয়

একদা মেহলাব বিন আবু সফরা হামদান বংশের এক মহল্লা দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, তিনি অত্যন্ত ভাল ও নেতৃস্থানীয় লোক ছিলেন। মহল্লার এক যুবক তাঁকে দেখে জিজ্ঞেস করলঃ এটাই কি মেহলাব?

লোকেরা বললঃ হ্যাঁ! যুবক বললঃ আল্লাহর কসম তার মূল্য পাঁচশত দিরহামের সমান নয়।

মেহলাব অন্ধ মানুষ ছিলেন। তিনি এ যুবকের কথা শুনে নিলেন। যখন রাত হল তখন যুবক তার পকেটে পাঁচশত দিরহাম রাখল এবং ঐ মহল্লায় সে ঐ যুবককে খুঁজতে খুঁজতে তার ঘরে আসল এবং রুমে গিয়ে দরজা খুলতে বললঃ যুবক দরজা খুলল তখন মেহলাব তার সামনে পাঁচশত

দিরহাম দিয়ে বললঃ মেহলাবের দাম গ্রহণ কর। আল্লাহর কসম! হে আমার ভাতিজা! ঐদিন তুমি যদি আমাকে পাঁচ হাজার দিনারের সমমাপ করতে তাহলে আমি তোমাকে পাঁচ হাজার দিনারই দিতাম।

এ কথোপকথন মহল্লার এক যুবক শুনে বললঃ আল্লাহর কসম! যে,

«وَاللّٰهِ مَا أَخْطَأَ مَنْ جَعَلَكَ سَيِّدًا»

আল্লাহর কসম তোমায় যে সরদার নিযুক্ত করেছে সে ভুল করে নাই।

১১০

বুদ্ধিমান বাচ্চা

একদা হেজাযের গভর্নরের সাথে পথিমধ্যে এক বাচ্চার সাক্ষাৎ হল। তার নাম ছিল আশআব, গভর্নর বাচ্চাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ বাচ্চা! তুমি কি কুরআন পড়তে পার?

বাচ্চা বলল ঃ হ্যাঁ!

হেযাজের গভর্নর বললেনঃ একটু পড়! বাচ্চা পড়তে শুরু করলঃ

«إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا»

হে নবী আমি তোমাকে স্পষ্ট বিজয় দান করেছি। (সূরা আল-ফাতহঃ ১)

ঐ মুহূর্তে এ আয়াতের তেলাওয়াত গভর্নরের নিকট খুব ভাল লেগেছে। তাই সে বাচ্চাকে এক দিনার উপহার দিল; কিন্তু বাচ্চা দিনার গ্রহণে অসম্মতি জানাল।

গভর্নর দিনার গ্রহণ না করার কারণ জিজ্ঞেস করল, তখন বাচ্চা উত্তরে বললঃ আমার ভয় হচ্ছে যে, আমার পিতা আমাকে প্রহার করবে।

গভর্নর বলল ঃ তোমার পিতাকে বলবে যে, এ দিনার গভর্নর দিয়েছেন।

বাচ্চা বললঃ আমার পিতা আমার কথা বিশ্বাস করবে না।

গভর্নর বললেন ঃ কেন?

বাচ্চা কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলল ঃ কেননা এক দিনার গভর্নরদের উপহার হয় না, গভর্নর একথা শুনে হেসে ফেললেন এবং তাকে একশত দিনার উপহার হিসেবে দেয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন।

১১১

শাসক ও প্রজা

হাজ্জাজের শাসনকালে প্রতিদিন সকালে মানুষ একে অপরকে জিজ্ঞেস করত যে, গতরাতে কে কে কতল হয়েছে, কার কার ফাঁসি হয়েছে, চাবুকের আঘাতে কার পিঠ রক্তাক্ত হয়েছে?

ওলীদ বিন আব্দুল মালেক বহু ধন-সম্পদ ও অট্টলিকা নির্মাণে আগ্রহী ছিল, তাই তার শাসনামলে মানুষ একে অপরকে জিজ্ঞেস করত যে, কোথায় কোথায় নতুন অট্টালিকা নির্মাণ হল, কোথায় নদী খনন করা হল, কোথায় সুন্দর বাগান তৈরি হল ইত্যাদির কথা জিজ্ঞেস করত।

সেলাইমান বিন আব্দুল মালেক খানা-পিনা গান-বাজনার আশেক ছিল সে যখন যুবরাজের সিংহাসনে বসল তখন লোকেরা একে অপরকে উন্নমতমানের খাবার, সুন্দর গায়ক এবং সেবিকাদের সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করত। এটাই ছিল তার নিকট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

যখন উমর বিন আব্দুল আযীয খলিফার আসন গ্রহণ করলেন তখন মানুষের পরস্পরের মধ্যে কথা হত যে, কে কতটুকু কোরআন মুখস্থ করেছে, প্রতি রাতে কে কতটুকু পাঠ করে, রাতে কে কত রাকআত নফল নামায আদায় করে। অমুক ব্যক্তি কতটুকু কোরআন মুখস্থ করেছে। অমুক ব্যক্তি মাসে কতদিন রোযা রাখে?

«اَلنَّاسُ عَلَى دِيْنِ مُلُوْكِهِمْ»

জনগণ তাদের শাসকের অনুকরণ ও অনুসরণ করে থাকে।

প্রবাদ আছে "রাজ্য চলে রাজার চালে।"

১১২

কে কি?

আনাস বিন মালেক (রাযিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেনঃ

«أَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُوبَكرٍ، وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللّٰهِ عُمَرُ، وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ، وَأَقْضَاهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَأَقْرَاؤُهُمْ لِكِتَابِ اللّٰهِ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، وَأَفْرَضُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِيْنٌ، وَأَمِيْنُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عَبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ»

আমার উম্মতের সাথে বেশি দয়াকারী আবু বকর, আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়নে বেশি কঠোর উমর, সবচেয়ে বেশি লাজুক উসমান, কোরআনের সর্বাধিক ও সুললিতভাবে তেলাওয়াতকারী উবায় বিন কা'ব। উত্তরাধিকারী আইন সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত যায়েদ বিন সাবেত। হালাল হারাম সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি অবগত মুয়াজ বিন জাবাল, আর প্রত্যেক জাতির একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি থাকেন, এ জাতির বিশ্বস্ত ব্যক্তি আবু উবায়দাহ ইবনুল জাররাহ।[১]

---

১. হাদীসটি সহীহ, সহীহুল জামে' আসসাগীর (৮৯৫) সিলসিলা আসসহীহা (১২২৪) এ বর্ণনাটি মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী, নাসায়ী, বায়হাকী ইত্যাদিতেও উল্লেখ হয়েছে।

১১৩

দু'আ কবূল

আব্দুর রহমান বিন যিয়াদ বিন আলগাম মুহাদ্দেস ছিলেন, সাথীদের সাথে সমুদ্র পথে সফর করতে ছিলেন। রুমী জলদস্যুরা তাদেরকে গ্রেফতার করে কোসতুন তুনিয়া নিয়ে গেল। নির্দোষ লোকদেরকে উপরের নির্দেশে জেলে দেয়া হয়। কিছুদিন জেল খাটার পর খ্রিস্টানদের বড় দিন আসল, তারা বড়দিনে জেলীদেরকে উন্নতমানের খাবার পরিবেশন করল এবং তাদের খুব যত্ন নিল, অন্য দিনের তুলনায় খাবার খুব বেশি হল, মুসলমান জেলীরা এতে খুব খুশি হল। এ খবর যখন একজন খ্রিস্টান নারীর নিকট পৌঁছল এতে সে খুব রাগান্বিত হল এবং চুল মুন্ডিয়ে চেহারা কালো করে, ছেড়া কাপড় পরিধান করে বাদশাহর নিকট দ্রুত এসে বললঃ এ আরবরা। আমার ভাই, স্বামী, ছেলে কে হত্যা করেছে অথচ তাদের সাথে জেলখানায় এত সুন্দর আচরণ করা হয়েছে যেন তারা মেহমান?

বাদশাহ যখন একথা শুনল তখন রাগান্বিত হল, সে তো আগে থেকেই মুসলমানদের বিরোধী ছিল। এর ওপর এ মহিলার কথা তাকে আরো রাগান্বিত করে তুলেছে। তাই সে নির্দেশ দিল যে সমস্ত জেলীদেরকে আমার নিকট নিয়ে এসো।

কিছুক্ষণ পর সমস্ত বন্দীদেরকে বাদশাহর নিকট আনা হল সে জল্লাদকে হুকুম দিল যে, এক এক করে সকলের গর্দান উড়িয়ে দাও। নির্দেশ পেয়ে জল্লাদ মুসলমান বন্দীদের গর্দান উড়াতে শুরু করল। যখন আব্দুর রহমান বিন যিয়াদের পালা আসল তখন সে ঠোঁট নড়াতে শুরু করল, সে স্বীয় রবকে ডাকতে লাগল দু'আ শুরু করল এবং মুখ দিয়ে বের হলঃ

«اللّٰهُ ... اللّٰهُ رَبِّي لاَ أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا»

হে আল্লাহ তুমিই আমার প্রভু আমি তোমার সাথে কাউকে শরীক করি **না**। বাদশাহ যখন তার ঠোঁট নড়তে দেখল তখন জিজ্ঞেস করল তোমার **ঠোঁট** দিয়ে কি কথা বের হচ্ছে! যখন তাকে বলা হল তখন সে এই শব্দগুলির মাধ্যমে যথেষ্ট প্রতিক্রিয়াশীল হল এবং নির্দেশ দিল যে, সে আলেমে দ্বীন এবং তার যত সাথী আছে সবাইকে মুক্ত করে দাও।

১১৪

বুদ্ধিমত্তা

এটি ঐ সময়ের ঘটনা যখন বর্বরতার সাথে সাথে ঘোরতর শত্রুতাও চলত, কবিতা ও কবিত্ব তো আরবদের স্বাভাবিক বিষয় ছিল। এক কবি সফরকালে দুশমনদের হাতের নাগালে পড়ে গেল, সে নিজের মুক্তির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করল; কিন্তু সে ছিল পরিপূর্ণভাবে দুশমনদের কর তলগত। তার দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গেল যে, দুশমনরা তাকে ছাড়বে না।

তখন সে তার দুশমনদেরকে বললঃ আমি জানি যে, তোমরা আমাকে কতল করবে; কিন্তু দুশমনি থাকা সত্ত্বেও তোমাদের ওপর আমার একটি হক থাকবে, এ ব্যাপারে আমি তোমাদের কাছ থেকে ওয়াদা নিতে চাই।

দুশমনরা বললঃ বল! আমরা আমাদের অঙ্গীকার পূরণ করব।

সে বললঃ তোমরা জান যে আমার শুধু দুইটি মেয়ে আছে, আমাকে কতল করার পর তোমরা তাদের নিকট গিয়ে এই বার্তা পৌঁছাবে যে,

«أَلاَ أَيَّتُهَا الْبِنْتَانِ إِنَّ أَبَاكُمَا ...»

দুশমনরা বলল ঠিক আছে তোমার এই বাসনা পূর্ণ করব। অতঃপর তারা কবিকে কতল করল, কতলের পর তারা নিহতের বাড়ি আসল এবং দরজার সামনে দাঁড়িয়ে তারা নিহতের কন্যাদেরকে ডাকল এবং বললঃ

তোমাদের পিতার সাথে আমাদের সাক্ষাত হয়েছিল সে এই বার্তা তোমাদেরকে দিয়েছে। মেয়েরা বললঃ কি বার্তা? তারা তাদের পিতার কথাট শোনাল যে,

«أَلاَ أَيَّتُهَا الْبِنْتَانِ إِنَّ أَبَاكُمَا ...»

"হুঁশিয়ার হও, হে দুই মেয়ে নিশ্চয় তোমাদের পিতা---" নিহতের মেয়েরা কবিতা ও কবিত্বে পারদর্শী ছিল, যখন তারা তাদের পিতার বার্তা শোনাল তখন একে অপরের দিকে তাকাতে লাগল যেন তারা কোন সিদ্ধান্ত নিচ্ছিল।

অতঃপর তারা হত্যাকারীদেরকে বললঃ এই দাঁড়াও এই ফাঁকে তারা তাদের বংশের যুবকদের ডাকল এবং বলল যে, এরা আমাদের পিতার হত্যাকারী, তাদেরকে জব্দ কর। হত্যাকারীরা খুব বুঝাতে চাইল যে, তোমাদের নিকট প্রমাণ কি?

মেয়েরা বললঃ আমাদের পিতা কবিতার একটি পংক্তি উল্লেখ করেছে। আর এ কবিতা ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ হবে না যতক্ষণ না এর সাথে এই পংক্তিযোগ করা হবে যে,

«قَتِيْلٌ خُذَا الثَّارَ مِمَّنْ أَتَاكُمَا»

এরা হত্যাকারী যারা তোমাদের নিকট এসেছে। সুতরাং তাদের কাছ থেকে তোমাদের পিতার খুনের বদলা নিয়ে নাও। অতঃপর তার কাছ থেকে নিহতের বদলা নেয়া হল।

১১৫

মো'মেনের কাজ

আলী বিন হুসাইন বিন আলী বিন আবু তালেব (রা)-এর এক ছেলে মৃত্যু বরণ করল, আলী বিন হুসাইন তার সন্তানের মৃত্যুতে শোকাহত হলেন কিন্তু উচ্চৈঃস্বরে কান্নাকাটি করেন নাই।

এক ব্যক্তি আলী বিন হুসাইনকে জিজ্ঞেস করলঃ হে আলী! আপনার সন্তান কলিজার টুকরা মৃত্যুবরণ করল, পৃথিবী থেকে আপনার উত্তরসূরী, শক্তিশালী হাত চিরতরে চলে গেল অথচ এ ঘটনায় আপনি কোন আহাজারী করলেন না, না এজন্য আপনার মধ্যে কোন অনুশোচনা দেখা যাচ্ছে।

আলী বিন হুসাইন উত্তরে বললেনঃ হ্যাঁ, এটা এমন এক ঘটনা যা আমরা অবশ্যম্ভাবী বলে জানতাম, অতএব এটা যখন হল তখন আমাদের দুঃখ প্রকাশ করার প্রয়োজন নেই। আল্লাহর ফায়সালাকে মাথা পেতে নেয়াই মো'মেনের কাজ।

১১৬

মুহাব্বাতের হকদার কে?

আব্দুল্লাহ বিন হিশাম বলেনঃ আমরা নবী করীম ﷺ-এর সাথে ছিলাম, তিনি উমর বিন খাত্তাব (রা)-এর হাত ধরে ছিলেন, উমর (রা) বললেন ঃ

«يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلاَّ نَفْسِي»

১. বুখারী, কিতাবুল ওয়ান নুযুর, বাব কাইয়া কানাত ইয়ামিনুন নাবিয়্যি ﷺ ৬৬৩২।

হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আপনি আমার নিকট আমার প্রাণ ব্যতীত সব কিছুর চেয়ে উত্তম। নবী ﷺ বললেন ঃ

« لاَ وَالَّذِي نَفْسِيْ بِيَدِهِ ! حَتَّى اَكُونَ اَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ »

না, ঐ সত্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ, এমনকি আমি তোমার নিকট তোমার প্রাণের চেয়েও অধিক প্রিয় হব।

উমর (রা) বলেনঃ এখন হে আল্লাহর রাসূল! এখন আপনি আমার নিকট আমার প্রাণের চেয়েও অধিক প্রিয়। নবী ﷺ বললেন ঃ

« اَلاٰنَ يَاعُمَرُ »

এখন তোমার ঈমান পরিপূর্ণ হয়েছে, হে উমর!

অতএব, রাসূল ﷺ এর সাথে মুহাব্বাতের দাবি হল যে, মানুষ সব কিছুর চেয়ে নবী ﷺ-এর মুহাব্বাত বেশি করবে। অন্যথায় সে পরিপূর্ণ মোমেন হতে পারবে না।

আনাস বিন মালেক (রা) নবী করীম ﷺ থেকে বলেন ঃ

« لاَيُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ »

তোমাদের মধ্যে কেউ ঐ সময় পর্যন্ত পূর্ণ মোমেন হতে পারবে না যতক্ষণ না আমি তার পিতা-সন্তান এবং সমস্ত মানুষের চেয়েও তার নিকট অধিক মুহাব্বাতের পাত্র হব।[১]

১. বুখারী, কিতাবুল ঈমান, বাব হুব্বুর রাসূল ﷺ মিনাল ঈমান-১৫, মুসলিম-৪৪।

১১৭

চোরেরা বিষকে মিষ্টি মনে করল

এক শাসক জানতে পারল যে, কিছু ডাকাত রাস্তায় লুটপাট করে। তারা পাহাড়ের চূড়ায় ওৎপেতে থাকে, দিন-রাত পথিক ও যাত্রীদের উপর হামলা করে উঁচু নিচু পাহাড় সমূহে গিয়ে আশ্রয় নেয়। কেউ তাদেরকে ধরার ক্ষমতা রাখে না।

বাদশা একজন ব্যবসায়ীকে ডাকল এবং বিষ মিশানো সুন্দর খাবার সাজিয়ে দুইটি বাক্সে রেখে দিল আর এগুলো এক খচ্চরের উপর চাপিয়ে ব্যবসায়ীর দায়িত্বে দিলগ্ন। তাকে বলল যে, তুমি কাফেলার সাথে যাও। রাস্তায় যদি কোন ডাকাত দল আক্রমণ করে, তাহলে তাদেরকে বলবে যে, এগুলি আমীরদের মেয়েদের জন্য উপহার।

ব্যবসায়ী কাফেলার সাথে বের হল, ডাকাত দল রাস্তায় তাদেরকে আক্রমণ করে কাফেলার সমস্ত সম্পদ লুট-পাট করে নিল। এর মধ্যে ঐ মিষ্টিও ছিল। এক চোর খচ্চর নিয়ে পাহাড়ে উঠে গেল, যখন বক্স খুলল, একা একা খাওয়া পছন্দ করল না তাই অন্যান্য সাথীদেরকেও ডাকল আর সবাই মিলে মজা করে মিষ্টি খেল আর অল্পক্ষণ পরেই তারা চির বিদায় নিল।

অতঃপর কাফেলার সমস্ত ব্যবসায়ী স্বীয় সম্পদসমূহ নিয়ে গেল এবং হাসি-খুশি অবস্থায় বের হল।

১১৮

তাহলে আমি তোমাদের পূজা করতাম

এই ঘটনার বর্ণনাকারী আব্দুল্লাহ বিন আবান সাকাফীঃ আমাকে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ, আনাস বিন মালেক (রা)-কে নিয়ে আসার জন্য নির্দেশ

দিল। নির্দেশ দেয়া হল যে, যেকোনভাবে তাকে হাজ্জাজের সামনে উপস্থিত করা হোক।

আমি জানতাম যে, তিনি হাজ্জাজের সামনে উপস্থিত হওয়া এবং তার সাথে সাক্ষাত করা পছন্দ করতেন না। তারপরও আমি স্বীয় ঘোড়ায় চড়ে তার ঘরে গিয়ে পৌঁছলাম। তাঁকে তাঁর ঘরের সামনেই পেলাম, আমি বললামঃ আপনাকে আমীর স্মরণ করেছেন এবং তিনি আপনার সাথে সাক্ষাত করতে চান।

তিনি বললেনঃ কোন আমীর?

আমি বললামঃ আবু মুহাম্মাদ হাজ্জাজ।

বললঃ আল্লাহ তাকে অপদস্ত করুন। আমি এর চেয়ে অধিক ইজ্জতহীন কাউকে দেখি নাই। কেননা ইজ্জতওয়ালা তো সে, যে আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করে আর লাঞ্ছিত পদদলিত হয় সে, যে আল্লাহর নাফরমানী করে এবং পাপে লিপ্ত থাকে, আর তোমার সাথীর অবস্থা হল এই যে,

«قَدْ بَغَى وَطَغَى وَاعْتَدٰى وَخَالَفَ كِتَابَ اللّٰهِ وَالسُّنَّةَ وَاللّٰهِ ! لَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ»

সে আল্লাহর বিদ্রোহ, অবাধ্যতা, সীমালঙ্ঘন করেছে এবং কিতাব ও সুন্নাতের বরখেলাফ করেছে। আল্লাহ অবশ্যই তার কাছ থেকে প্রতিশোধ নিবেন।

আমি বললামঃ বেশি কথা বলবেন না; বরং আমার সাথে সোজা আমীরের নিকট চলুন। তিনি আপনাকে ডেকেছেন।

আমরা উভয়ে তখন হাজ্জাজ বিন ইউসুফেরে নিকট আসলাম, হাজ্জাজ তাকে দেখে বলল ঃ

«أَنْتَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ»

তুমি আনাস বিন মালেক?

আনাস বিন মালেক উত্তরে বললেনঃ হ্যাঁ!

হাজ্জাজ বললঃ

«أَنْتَ الَّذِي تَدْعُو عَلَيْنَا وَتَسُبُّنَا»

তুমিই কি ঐ ব্যক্তি, যে আমাকে গালি-গালাজ করে, আর আমার জন্য বদ দু'আ করে?

আনাস বিন মালেকঃ হ্যাঁ।

হাজ্জাজ বলল ঃ এর কারণ কি?

আনাস বিন মালেক ঃ

«لِأَنَّكَ عَاصٍ لِرَبِّكَ مُخَالِفٌ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ ﷺ وَتُعِزُّ أَعْدَاءَ اللّٰهِ وَتُذِلُّ أَوْلِيَاءَ اللّٰهِ»

কেননা, তুমি আল্লাহর নাফরমানী কর, আল্লাহর রাসূলের বিরোধিতা কর, তুমি ইসলামের শত্রুদেরকে ইজ্জত ও এহতেরাম কর; কিন্তু আল্লাহর ওলীগণকে অপদস্ত কর।

হাজ্জাজ রাগান্বিত হয়ে বলতে লাগলঃ তুমি জান যে, আমি তোমার সাথে কি আচরণ করব?

তিনি বললেনঃ আমার তো জানা নেই।

হাজ্জাজ বললঃ তোমাকে অত্যন্ত নির্দয়ভাবে হত্যা করা হবে।

আনাস (রা) ঐ সময়ে ঐতিহাসিক কথাটি বললেনঃ

«لَوْ عَلِمْتُ أَنَّ ذٰلِكَ بِيَدِكَ لَعَبَدْتُكَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ»

যদি আমি জানতাম যে, এ ক্ষমতা তোমার হাতে তাহলে আল্লাহ ব্যতীত তোমারই ইবাদত করতাম।

হাজ্জাজ বলল ঃ কেন আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়?

আনাস (রা) বললেন ঃ আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাকে এমন এক দু'আ শিক্ষা দিয়েছেন যে ব্যক্তি ঐ দু'আ প্রতিদিন সকালে পাঠ করবে

«لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ سَبِيْلٌ»

কেউ তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আর আজ সকালেও আমি ঐ দু'আ পড়েছি। হাজ্জাজ তাহলে ঐ দু'আ আমাকেও শিক্ষা দাও।

আনাস (রা) বললেনঃ

«مَعَاذَ اللّٰهِ أَنْ أُعَلِّمَهُ لِأَحَدٍ مَادُمْتُ أَنْتَ فِي الْحَيَاةِ»

আল্লাহ রক্ষা করুন, তুমি জীবিত থাকাকালে আমি কাউকেও এ দু'আ শিখাব না।

হাজ্জাজ নির্দেশ দিল যে তাকে ছেড়ে দাও। তার এক সভাসদ বলল ঃ আমীর! পূর্ণ এক রাত খোঁজাখুঁজির পর পাওয়া গেছে, এখন তাকে কি করে ছেড়ে দিচ্ছেন?

হাজ্জাজ বললঃ

«لَقَدْ رَأَيْتُ عَلَى عَاتِقِهِ أَسَدَيْنِ عَظِيْمَيْنِ فَاتِحَيْنِ أَفْوَاهَهُمَا»

আমি দেখলাম যে, তার দু' কাঁধে দুইটি সিংহ আমার দিকে মুখ খুলে রেখেছে। যখন আনাস (রা)-এর মৃত্যুর সময় হল তখন তাঁর ভাইদেরকে তিনি ঐ দু'আ শিক্ষা দিয়েছেন।

১১৯

অত্যন্ত সুন্দর উত্তর

যখন আইয়াস বিন মুআবিয়া খলীফা আব্দুল মালেক বিন মারওয়ানের নিকট দলপতি হিসেবে আসল তখন তার বয়স ছিল ১৭ বছর। আর তার পিছনে ছিল বংশের চারজন বয়স্ক লোক। খলীফা এই কাফেলা দেখে জিজ্ঞাসামূলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললঃ আফসোস! এই লোকদের জন্য, এদের মধ্যে কি কোন বুযুর্গ ব্যক্তি ছিল না, যে এই কাফেলার আমীর হতে পারত। আর তাকে এই বালকের ওপর প্রাধান্য দেয়া হত?

অতঃপর খলীফা আইয়াস বিন মুআবিয়ার দিকে তাকিয়ে বলল ঃ তোমার বয়স কত?

আইয়াস বিন মুআবিয়া উত্তরে বললঃ আল্লাহ তায়ালা আমীরের হায়াত দারাজ করুন, আমার বয়স বর্তমানে তাই ছিল, উসামা বিন যায়েদের যা ছিল, যখন তাকে রাসূল ﷺ এক সৈন্য দলের সেনানায়ক করে পাঠিয়ে ছিলেন। আর যেখানে আবু বকর ও উমর (রা)-এর মত বড় মর্যাদার সাহাবাগণও শামীল ছিল।

আইয়াস বিন মুয়াবিয়ার এ উত্তরে খলীফা আব্দুল মালেক বিন মারওয়ান অত্যন্ত খুশি হলেন এবং তার চেহারায় আনন্দের চিহ্ন পরিস্ফুটিত হল। তাই তিনি বলে উঠলঃ

«تَقَدَّمْ، بَارَكَ اللّٰهُ فِيْكَ»

আমার কাছে আস, আল্লাহ তোমাকে বরকতময় করুক।

১২০

ভুল

আসআবকে বলা হলঃ তুমি বহু লোকের সংশ্রবে গিয়েছ এবং তাদের কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন করেছ, কতই না ভাল হত যে, যদি তুমি আমাদের সাথে বসতে এবং যা কিছু শিখেছে তা আমাদেরকে শিখাতে?

তাদের কথা শুনে একদিন সে মানুষের মাঝে বসল, লোকেরা হাদীস জিজ্ঞেস করল তখন আসআব হাদীস বর্ণনা করতে লাগলঃ আমি ইকরামা থেকে শুনেছি, ইকরামা ইবনে আব্বাসের নিকট শুনেছে যে,

«خُلُقَانِ لاَ يَجْتَمِعَانِ فِي مُؤْمِنٍ»

মোমেনের মধ্যে দুইটি গুণ একত্রিত হয় না।

এতটুকু বলে আসআব চুপ হয়ে গেল।

লোকেরা বললঃ দুইটি অভ্যাস কি?

আসআব বলল ঃ

«نَسِيَ عِكْرِمَةُ وَاحِدَةً وَنَسِيْتُ أَنَا الْأُخْرَى»

তার একটি ইকরামা ভুলে গেছে আর অপরটি আমি ভুলে গেছি।

১২১

এটি উপহার নয়

আমর বিন মোহাজের বলেন ঃ এক ব্যক্তি খলীফা উমর বিন আব্দুল আযীয-এর নিকট কিছু আপেল উপহার হিসেবে পেশ করল; কিন্তু উমর বিন আব্দুল আযীয তা প্রত্যাখ্যান করলেন।

আমি তাকে বললামঃ রাসূল ﷺ তো উপহার গ্রহণ করতেন।

উমর বিন আব্দুল আযীয বললেনঃ

«هُوَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ هَدِيَّةٌ وَهُوَ لَنَا رِشْوَةٌ، وَلاَ حَاجَةَ لِي بِهَا»

রাসূল ﷺ এর জন্য তা উপহার ছিল; কিন্তু আমাদের জন্য তা ঘুষ, আমার এই উপহারের কোন প্রয়োজন নেই।

১২২

ওযর পেশের সতর্কতা

এক বাদশাহ দস্তরখানা বিছানোর নির্দেশ দিল আর সে তার বিশেষ লোকদেরকে খাবারের দাওয়াত দিয়েছিল। যখন দস্তরখান বিছানো হল তখন খাদেম স্বীয় কাঁধে করে খাবার নিয়ে আসতেছিল, কিন্তু যখন সে বাদশাহর নিকটবর্তী হল তখন সে আতংকিত হয়ে গেল এবং তার পা পিছলে গেল, ফলে তার কাঁধে খাবারে মধ্যে থেকে একটু ঝোল বাদশাহর কাপড়ে এসে পড়ল। বাদশাহ রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে গেল এবং খাদেমকে কতল করার নির্দেশ দিল। খাদেম যখন বাদশাহর অবস্থা দেখল এবং বাদশাহর সিদ্ধান্ত তার ওপর স্পষ্ট হয়ে গেল তখন কাঁধের সমস্ত ঝোল এনে বাদশাহর মাথায় ঢেলে দিল।

বাদশাহ চিল্লিয়ে উঠে বললঃ তোমার খারাবী হোক! এ কি করছ?

খাদেম নতস্বরে বললঃ বাদশাহ আপনার নিরাপদ হোক! আমি আপনার ইজ্জত-সম্মান রক্ষার জন্য এ কাজ করেছি।

বাদশাহ বলল ঃ তা কেমন করে?

খাদেম বললঃ আমার ভয় হচ্ছিল যে, আমার হত্যার পর যেন লোকেরা একথা না বলে যে, আমাদের বাদশাহ আশ্চর্য মানুষ, কারণ সে সামান্য ভুলের কারণে নিজের খাদেমকে হত্যা করেছে অথচ খাদেম ইচ্ছা করে এ ভুল করে নাই। তখন মানুষ বাদশাহকে অত্যাচারী, অবিচারী মনে করবে। তাই আমি দ্বিতীয়বার এ কাজ করলাম, যাতে মানুষ বুঝে যে, আমি জেনে শুনেই এ ভুল করেছি। আর আপনারও ওযর পেশ করা দরকার হবে না। এতে আপনার ইজ্জত, সম্মান, ভয়ও মানুষের মাঝে বৃদ্ধি পাবে।

খাদেমের কথা শুনে বাদশাহ কিছুক্ষণের জন্য মাথা নিচু করে থেকে পরে মাথা তুলে বললঃ যে খারাপ কাজ করে সুন্দর পদ্ধতিতে ওযর পেশের কারণে ক্ষমা করে দিলাম, যাও তোমাকে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে মুক্ত করে দিলাম।

১২৩

শুধু এক ঢোক পানি

ইবনে সিমাক সমকালের একজন বড় মুহাদ্দিস ছিলেন, তিনি এক সময় দেখলেন যে, খলীফা হারুনুর রশীদ পান করার জন্য পানি হাতে নিয়েছেন, মাত্র পানির গ্লাস মুখে লাগাবেন এমন সময় ইবনে সিমাক আওয়াজ দিলেন যে, আমীরুল মোমেনীন! আমি আপনাকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি পানি পান করা থেকে কিছুক্ষণের জন্য বিরত থাকুন।

হারুনুর রশীদ যখন পানির গ্লাস মাটিতে রাখল তখন ইবনে সিমাক বললঃ

«أَسْتَحْلِفُكَ بِاللّٰهِ تَعَالَى، لَوْ أَنَّكَ مُنِعْتَ هٰذِهِ الشَّرْبَةَ مِنَ الْمَاءِ فَبِكَمْ كُنْتَ تَشْتَرِيهَا؟»

আমি আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি যে, যদি পানি পান করার এ রাস্তা আপনার বন্ধ হয়ে যায় তাহলে কত দিয়ে আপনি পুনরুদ্ধার করবেন?

হারুনুর রশীদ উত্তরে বললঃ আমার রাষ্ট্রের অর্ধেক সম্পদ দিয়ে।

ইবনে সিমাক বললঃ আল্লাহ আপনাকে ভাল ও আনন্দময় রাখুন! পানি পান করুন। হারুনুর রশীদ যখন পানি পান করে নিল তখন ইবনে সিমাক বলল ঃ

«أَسْتَحْلِفُكَ بِاللّٰهِ تَعَالَى لَوْ أَنَّكَ مُنِعْتَ خُرُوجَهَا مِنْ جَوْفِكَ بَعْدَ هَذَا، فَبِكَمْ كُنْتَ تَشْتَرِيهَا؟»

আমি আপনাকে আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি যে, যদি আপনার এই পানি বের না হয় (প্রস্রাব বন্ধ হয়ে যায়) তাহলে আপনি এর চিকিৎসার জন্য কত ব্যয় করবেন?

হারুনুর রশীদ বলল ঃ আমার রাষ্ট্রের সমস্ত সম্পদ এর চিকিৎসার জন্য ব্যয় করব। ইবনে সিমাক বলল ঃ

«يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ مُلْكًا تَرْبُو عَلَيْهِ شَرْبَةُ مَاءٍ لَخَلِيقٌ أَنْ لاَّ يُنَافَسَ فِيهِ»

হে আমীরুল মোমেনীন! শুধু এক ঢোক পানির মূল্যই যদি রাষ্ট্রীয় সমস্ত সম্পদের চেয়ে বেশি হয় তাহলে এ ধরনের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অধিকারের চেষ্টা করা থেকে বিরত থাকাই উত্তম। অর্থাৎ যে রাষ্ট্রের ক্ষমতা এতটুকুও নয় যে এক ঢোক পানির মোকাবেলা করে তাহলে এমন রাষ্ট্র হাসিলের জন্য জান-প্রাণ চেষ্টা করা অনর্থক।

তারিখে দিমাশকের (১৭-১৬/৬৭) মধ্যে ইবনে আসাকির ইবনে সিমাকের এই শব্দ উল্লেখ করেছেন ঃ

«يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ، فَمَا تَصْنَعُ بِشَيْءٍ؟ شُرْبَةُ مَاءٍ خَيْرٌ مِنْهُ»

হে আমীরুল মোমেনীন! এমন রাষ্ট্র দিয়ে কি করবেন যার চেয়ে অধিক মূল্য এক ঢোক পানির।

খলীফা হারুনুর রশীদ ইবনে সিমাকের কথা শোনার পর এমনভাবে কাঁদতে থাকলেন যে চোখের পানিতে দাড়ি ভিজে গেল।

এই ইবনে সিমাকই একবার হারুনুর রশীদকে বলেছিলেন যে,

«يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ، إِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَجْعَلْ أَحَدًا فَوْقَكَ، فَلَا يَنْبَغِيْ أَنْ يَّكُوْنَ أَحَدٌ أَطْوَعَ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْكَ»

হে আমীরুল মোমেনীন! আল্লাহ তায়ালা আপনার চেয়ে অধিক মর্যাদা কাউকে দেন নাই। তাই কোন ব্যক্তি আপনার চেয়ে অগ্রসর থাকা অনুচিত। অর্থাৎ যে বান্দার প্রতি যে পরিমাণ আল্লাহর নেয়ামত দান করা হয়েছে তার ততটুকু আল্লাহর আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। যখন আল্লাহ তায়ালা আপনাকে মুসলমানদের খলীফা বানিয়েছেন এবং সমগ্র রাষ্ট্রের আপনিই মালিক। আপনার চেয়ে অধিক ক্ষমতাশালী আর কেউ নেই। আপনার ওপর কেউ শাসনকারী নেই বরং আপনিই সকলের শাসক।

তাই আমীরুল মোমেনীন! আপনার জন্য ওয়াজিব যে, সমস্ত মানুষের চেয়ে আপনি বেশি পরিমাণে আনুগত্যশীল হবেন এবং তাঁর নিকট বেশি নত থাকবেন। কেননা বেশি ফলবান বৃক্ষ বেশি নত থাকে।[১]

১. তারিখে দিমাসক আল-কাবীর ১৭/৬৭।

www.waytojannah.com

১২৪

আল্লাহর দুশমন লাঞ্ছনার অতল গভীরে

একদা আল্লাহর দুশমন আবু জাহল এক জনসমাবেশের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিল। যেখানে মানুষ এক হালকা পাতলা দুর্বল লোকের পাশে একত্রিত হয়েছিল। ঐ লোকের ওপর আবু জাহলের চোখ পড়ামাত্র দেখল যে, এতো আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) যে তার পাশে একত্রিত লোকদেরকে মধুর কণ্ঠে ব্যাপক অর্থবোধক বাণী শিক্ষা দিচ্ছিল ঃ

«وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلَمًا»

অর্থঃ রহমানের বান্দা তারাই, যারা নম্রভাবে চলাফেলা করে পৃথিবীতে এবং তাদেরকে যখন অজ্ঞ লোকেরা সম্বোধন করে তখন তারা বলেঃ সালাম (অর্থাৎ তর্ক-বিতর্কে অবতীর্ণ হয় না।) (সূরা ফুরকান ঃ ৬৩)

এ দৃশ্য দেখামাত্র আবু জাহেলের সমস্ত শরীর তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল। সে অত্যন্ত রাগান্বিতভাবে মাথা নেবে অগ্নিশর্মা হয়ে পর্যাপ্ত শক্তি প্রয়োগ করে ধনুক থেকে তীর নিক্ষেপ করল আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা-এর ওপর। যার ফলে তার মাথা যখম হয়ে গেল, অতঃপর অত্যন্ত তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে বলল ঃ

হে ইবনে মাসউদ! ক্রীতদাসীর ছেলে! তুমি কেন আমাদের চরিত্র মাধুর্যকে কালিমাময় করছ ? কেন আমাদের দলের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছ? মনে হচ্ছে আমাকেই তোমার চিকিৎসা করতে হবে। অন্যথায় তুমি তোমার কার্যক্রম বন্ধ করবে না।

আবু জাহল তার কথা শেষ করল, ইতোমধ্যে অত্যন্ত বাহাদুর পুরুষ আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা)-এর এক জবরদস্ত ঘুষি কষে দিলেন আবু জাহিলের বুকে আর এক থাপ্পর তার গালে।

আল্লাহ দুশমন মার খেয়ে অহংকার বসে গর্জে উঠলঃ

«لَنْ تَفْلِتَ مِنِّي بِهَا يَا رَاعِيَ الْغَنَمِ»

হে বকরীর রাখাল! আমার হাত থেকে তুমি রক্ষা পাবে না।

উত্তরে আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) বললেন ঃ

«وَلَنْ تَفْلِتَ بِمَا فَعَلْتَ يَا عَدُوَّ اللّٰهِ»

হে আল্লাহর দুশমন! তুমিও তোমার কৃতকর্মের ফল ভোগ না করে মুক্তি পাবে না।

রাত দিন সপ্তাহ মাস অতিক্রান্ত হচ্ছে; কিন্তু আবু জাহল তার প্রতিদ্বন্দ্বিকে চোখের সামনে পাচ্ছে না। জবরদস্ত থাপ্পরের আঘাতে তার চেহারা লাল হয়ে যাওয়ার বদলা নিতে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছে; কিন্তু সে তার প্রতিদ্বন্দ্বির সাক্ষাত পেয়েছিল ঐ মুহূর্তে যখন যুদ্ধের ময়দানে মুসলিম সৈন্যদের তরবারীর চমকে ইসলামের দুশমনদের পা কাঁপছিল। ঐ দিন আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ বদরের নিহতদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় সেখানে আবু জাহলের গর্দান চোখে পড়ল যে, সে জীবনের সর্বশেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করছিল। আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) তাকে এমন অবস্থায় পেল যে, সে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছিল। সে (আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ) তার গর্দানে পা রেখে তার মাথা আলাদা করার জন্য তার দাড়িতে হাত রেখে বললঃ

ও আল্লাহর দুশমন! আল্লাহ তোকে লাঞ্ছিত করেছেন।

সে বললঃ কতইনা লাঞ্ছনা। যে ব্যক্তিকে আজ তোমরা কতল করেছে তার চেয়ে বড় মর্যাদাবাণ কোন লোক আছে? যাকে আজ তোমরা কতল করেছে এর চেয়ে বুকের ওপর কোন লোক আছে?

সে আরো বললঃ আজ আমাকে কৃষককরা ব্যতীত অন্য কেউ যদি কতল করত। অতঃপর সে জিজ্ঞেস করত বল আজ কার বিজয় হয়েছে?

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) বললঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের। এরপর সে আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা)কে যে তার গর্দানে পা রেখেছিল, বললঃ হে বকরীর রাখাল! তুমি বেশ উঁচু স্থানে পৌছে গেছ।

উল্লেখ্য যে, আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) মক্কায় বকরী চরাতেন। এ কথোপকথনের পর আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) তার গর্দান কেটে রাসূল ﷺ-এর নিকট উপস্থিত করে বললঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ! এটা আল্লাহর দুশমন আবু জাহলের মাথা। তিনি তখন তিনবার বললেনঃ অবশ্যই ঐ আল্লাহর কসম! যিনি ব্যতীত সত্য কোন মা'বুদ নেই।

«اَللّٰهُ اَكْبَرُ ! اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي صَدَقَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهُ»

আল্লাহু আকবার! সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি তাঁর অঙ্গীকারকে সত্যে পরিণত করে দেখিয়েছেন। স্বীয় বান্দাদেরকে সাহায্য করেছেন এবং এককভাবে সমস্ত দলবদলকে পরাভূত করেছেন।

অতঃপর বললেনঃ চল আমাকে তার মৃত দেহ দেখাও, আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) এসে আবু জাহলের মৃতদেহ দেখাল তখন তিনি বললেনঃ এহল এই উম্মতের ফেরআউন।

১২৫

আরব্য উদারতা

কাইস বিন সা'দকে জিজ্ঞেস করা হল যে, আপনি আপনার চেয়ে কাউকে অধিক উদার দেখেছেন?

কাউস বিন সা'দ বললঃ হ্যাঁ, একদা আমরা কয়েক ব্যক্তি কোন গ্রামে এক মহিলার ঘরে গিয়েছিলাম। কিছুক্ষণ পর তার স্বামীও এসে পৌঁছল, মহিলা তার স্বামীকে বলল ঃ আমাদের এখানে কয়েকজন মেহমান এসেছে।

স্বামী দ্রুত একটি উট নিয়ে এসে তা কোরবানী করে পাকিয়ে আমাদেরকে বললঃ খাও।

দ্বিতীয় দিন সে দ্বিতীয় উট কোরবানী করে নিয়ে আসল এবং বললঃ খাও।

আমরা তাকে বললামঃ গতকাল তুমি যে উট কোরবানী করেছিলে তার কিছু গোশত আমরা খেয়েছি আর বাকী গোশত রয়ে গেছে। দ্বিতীয় উট কোরবানী করার কি প্রয়োজন ছিল?

গ্রাম্য লোকটি বলল ঃ মেহমানগণকে বাসী খাবার খাওয়াতে আমরা অভ্যস্ত নই।

আমরা ঐ গ্রাম্য লোকটির নিকট কয়েক দিন অবস্থান করলাম। কেননা আবহাওয়া তখন খারাপ ছিল, বৃষ্টি হচ্ছিল, ঐ ব্যক্তি প্রত্যেক দিন ঐভাবেই আমাদের মেহমানদারী করতে থাকল। যখন আমরা ওখান থেকে বের হয়ে গেলাম তখন আশ্চর্যজনকভাবে গ্রাম্য লোকটি বাড়িতে ছিল না। আমরা তার ঘরে একশত দীনার রেখে তার স্ত্রীকে বললাম যে, আমাদের পক্ষ থেকে ওযর পেশ করে দিবে।

অতঃপর আমরা বের হয়ে গেলাম, যখন বেলা একটু বাড়ল তখন পিছন থেকে ঐ গ্রাম্য লোকটি "থাম, থাম: বলতে বলতে আসছিল।

সে আমাদের নিকটবর্তী হওয়া মাত্রই বললঃ এটা নাও এবং তোমাদের দীনার গ্রহণ কর! মেহমানদারীর বদলা নেয়া আমার অভ্যাস নয়। যদি তোমরা এই দীনার ফেরত না নেও তাহলে....।

সে তার বর্শার প্রতি ইঙ্গিত করল এবং বললঃ অন্যথায় বর্শা দিয়ে তোমাদের মধ্যে ফায়সালা করব।

অগত্যা আমরা দীনার ফেরত নিয়ে চলে আসলাম।

১২৬

কালেমা তাইয়্যেবার জন্য জান্নাতের সার্টিফিকেট

আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন যে, একদা আমরা রাসূল ﷺ-এর নিকট বসে ছিলাম ঐ বৈঠকে আবু বকর উমর (রা)ও উপস্থিত ছিলেন। ইতোমধ্যে রাসূল ﷺ বৈঠক থেকে উঠে চলে গেলেন এবং ফিরে আসতে বেশ দেরী করলেন। আমাদের ভয় হচ্ছিল যে, রাসূল ﷺ-কে একা পেয়ে কেউ মেরে ফেলল কিনা। আমরা চিন্তিত হয়ে গেলাম এবং তাঁর খোঁজে বের হয়ে গেলাম। সর্বপ্রথম আমিই চিন্তিত হলাম, আমি দ্রুত রাসূল ﷺ-কে খুঁজতে শুরু করলাম, আনসার গোত্রের বনী নাজ্জারের এক বাগানের নিকট পৌঁছে আমি দরজা খুঁজতে থাকলাম যাতে সেখানে প্রবেশ করে নবী ﷺ-কে খুঁজি; কিন্তু আমি কোন দরজা খুঁজে পেলাম না।

হঠাৎ আমার দৃষ্টি পড়ল একটি নালার দিকে যা বাহিরের কোন কূপ থেকে বাগানে ঢুকছিল। তাই আমি খেঁক শিয়ালের মত চেপে গিয়ে নালা দিয়ে বাগানে প্রবেশ করলাম, বাগানে রাসূল ﷺ-এর সাথে সাক্ষাৎ হল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ আবু হুরাইরা?

আমি বললামঃ জী! হে আল্লাহর রাসূল ﷺ!

তিনি বললেন ঃ «مَا شَأْنُكَ؟»

তোমার কি হয়েছে?

আমি বললামঃ মূলত আপনি ﷺ আমাদের ঐখান থেকে উঠে ফিরতে দেরী করায় আমরা চিন্তিত হলাম যে, আপনাকে একা পেয়ে কোন শত্রু হামলা করল কিনা? তাই আমরা চিন্তিত হয়ে গেলাম। আপনার খোঁজে আমি যখন এই বাগানে আসলাম তখন তার কোন দরজাও দেখতে পেলাম না, তাই খুব কষ্ট করে খেক শিয়ালের মত চেপে নালা দিয়ে বাগানে প্রবেশ করলাম অন্যরাও আমার পিছে পিছে আসছে।

একথা শুনে রাসূল ﷺ আমাকে তার জুতা জোড়া দিয়ে বললেনঃ

«يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ! اذْهَبْ بِنَعْلَيَّ هَاتَيْنِ فَمَنْ لَقِيتَ مِنْ وَرَاءِ هٰذَا الْحَائِطِ يَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ فَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ»

হে আবু হুরাইরা! আমার এ জুতা জোড়া নিয়ে যাও, যাকে এ বাগানের বাহিরে দেখবে আর সে সত্য অন্তরে সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন মা'বুদ নেই, তাহলে তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও।

আবু হুরাইরা (রা) বলেনঃ যখন আমি এ সুসংবাদ নিয়ে রাসূল ﷺ এর জুতা জোড়া নিয়ে বাহিরে বের হলাম তখন সর্বপ্রথম উমর (রা)-এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হল, সে জিজ্ঞেস করলঃ

«مَا هَاتَانِ النَّعْلاَنِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟»

হে আবু হুরাইরা! এটি কার জুতা?

আমি উমর (রা)-কে সুসংবাদ দিলাম, তখন সে সজোরে এক ঘুঁষি আমার বুকে মারল, যার ফলে আমি মাটিতে পরে গেলাম। উমর (রা) বললেনঃ চল ফিরে যাও।

আমি কাঁদতে কাঁদতে রাসূলের নিকট উপস্থিত হলাম, তখন তিনি বললেন ঃ

«مَالَكَ يَا أَبَاهُرَيْرَةَ؟»

আমি তাকে প্রকৃত ঘটনা জানালাম, ইতোমধ্যে উমর (রা)ও আমার পিছনে চলে আসল রাসূল ﷺ তাকে বললেনঃ

«يَا عُمَرُ! مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟»

হে উমর! এ কাজে তোমাকে কে উৎসাহিত করল?

আপনি কি আবু হুরাইরা (রা)কে বলেছেন যে, যে ব্যক্তি সত্য অন্তঃকরণে কালেমা তাইয়্যেবার সাক্ষ্য দিবে, তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিতে।

রাসূল ﷺ বললেন ঃ হ্যাঁ।

উমর (রা) বললেন ঃ

«فَلاَ تَفْعَلْ فَإِنِّى أَخْشَى أَنْ يَتَّكِلَ النَّاسُ عَلَيْهَا فَخَلِّهِمْ يَعْمَلُوْنَ»

আপনি এমন করবেন না, কেননা আমার ভয় হচ্ছে যে, মানুষ এ সংবাদ পেয়ে এর ওপর নির্ভর করবে, (আমল ছেড়ে দিবে) তাই লোকদেরকে আমল করতে দিন।

রাসূল ﷺ বললেন ঃ فَخَلِّهِمْ ঠিক আছে, তাদেরকে আমল করতে দাও।[১]

---

১. মুসলিমঃ কিতাবুল ঈমান-৩১।

তৃতীয় সিজির সমাপ্ত

www.waytojannah.com

পিস পাবলিকেশন থেকে প্রকাশিত
যে গল্পে প্রেরণা যোগায় সিরিজ সমূহ

১	ফকীরের বেশে মুজাহিদ
২	আঙ্গুরের বিনিময়ে মন্ত্রীত্ব
৩	জীবন্ত শহীদ
৪	হবু স্বামীর সাক্ষাৎকার
৫	আমানতদারীর এক বিরল দৃষ্টান্ত
৬	এক বীর শহীদের জননী
৭	প্রতারণার কুফল
৮	এক মহিয়সী রমণীর আদর্শ জীবন

ইনশাআল্লাহ–
পর্যায়ক্রমের সিরিজ বের হবে...

বিক্রয় কেন্দ্র
পিস পাবলিকেশন
৩৮/৩ কম্পিউটার মার্কেট (২য় তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
মোবাইল : ০১৭১৫৭৬৮২০৯, ০৯১১০০৫৭৯৫
ওয়েব সাইট: www.peacepublication.com
ই-মেইল : iratiqul61@yahoo.com
ratiqul@peacepublication.com

www.waytojannah.com